# নহুষ-উদ্ধার

( পৌরাণিক নাটক )

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, বিদ্যারত্ন

( শ্রীশশিভূষণ অধিকারীর যাত্রায় অভিনীত )

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মাঘ—১৩৩১

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

# উৎসর্গ পত্র

## সোদরাধিক প্রিয়তম ভ্রাতঃ অবিনাশ।

জানি না, আজ তুই কোথায়? হতভাগ্য আমরা, তোর মত বহুমূল্য রত্ন লাভ করিয়াও তাহার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া, প্রকৃত আদর যত্ন করিতে পারি নাই। তাই বুঝি তুই আমাদের স্নেহ-মমতার দৃঢ় বন্ধন জন্মের মত ছিন্ন করিয়া, কোন্ অজ্ঞাত-অপরিচিত প্রদেশের কোন্ আনন্দ-কাননে, বিকশিত হইয়া রহিয়াছিস্।

হায়! মনে পড়ে সেই দিন—যে দিন, তুই তোর সেই আসন্নমৃত্যুচ্ছায়া-পতিত মলিন মুখখানি, এই হতভাগ্য দাদার অঙ্কে রাখিয়া শেষ নিশ্বাস পতনের সহিত নেত্রদ্বয় চির-মুদ্রিত করিয়াছিলি; যে দিন,—তোর সেই কুসুম-সুকুমার দেহের শেষ ভস্মরাশি, পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর জলে, স্বহস্তে জন্মের মত ভাসাইয়া, শূন্য প্রাণে, গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, সেই দিন হইতে, কৈ? আর এ শূন্য প্রাণ ত পূর্ণ হইল না। প্রাণের সে ক্ষতস্থান কৈ? আরত শুষ্ক হইল না। সেই দিন যে, দুইচক্ষু ফাটিয়া শোণিতাশ্রু বহির্গত হইয়াছিল, কৈ? সে অশ্রুর আর ত নিবৃত্তি হইল না। বুঝি আর জীবনে কখন হইবেও না। সেই অশ্রুই আমার এই নাটকের মূল ভিত্তি। সেই অশ্রুই এই নাটক-রচনার প্রধান উপাদান।

মনে পড়ে, তুই আমার লিখিত নাটক পড়িতে ভাল বাসিতিস্, তাই, আজ তোরই শোকাশ্রু দ্বারা লিখিত এই অশ্রুময় নাটকখানি, তোর হতভাগ্য দাদা, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে, তোরই উদ্দেশে, উৎসর্গ করিয়া, দগ্ধপ্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল!!

তোরই—

অঘোরদাদা

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

## পুরুষগণ

নারায়ণ, শিব, নারদ, বৃহস্পতি, নহুষ, যযাতি ( নহুষ-পুত্র ), হরিদাস ( নারদের শিষ্য ), সুদেবশর্ম্মা ( দীনব্রাহ্মণ ), সুদর্শন, নিরঞ্জন, কুশধ্বজ ( ঐ পুত্রদ্বয় ), সরলসিংহ (সেনাপতি), মন্ত্রী, রঞ্জনলাল (ছদ্মবেশে পাপ) নহুষের প্রেতাত্মা, ব্যাধবালকবেশে কৃষ্ণ, বালক বেশে কৃষ্ণ, দেববালকগণ, ষড়রিপু (পাপ-সহচর), শিবিকা-বাহক-ঋষিগণ, সন্ন্যাসিগণ, বিদেহ-সেনাপতি, ঐ সৈন্যগণ, যযাতি-সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, রাজ-পুরোহিত, দ্বারপণ্ডিত, নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ, চাটুকারগণ, মালী, ঝাড়ুদারগণ ইত্যাদি।

## স্ত্রীগণ

দুর্গা, লক্ষ্মী, ব্যাধবালিকাবেশে লক্ষ্মী, মোহিনীবেশে লক্ষ্মী, বালিকা-বেশে লক্ষ্মী, সত্যবতী, ( সুদেব-পত্নী ) কল্যাণী ( ঐ কন্যা ), পিতৃভক্তি, নিয়তি, অপ্সরাগণ নর্ত্তকীগণ, পাপ-সহ-চরীগণ, বিভাবতী, প্রভাবতী, বিলাসবতী, লীলা-বতী, কালামুখী ( নগরবাসিনীগণ ) মালিনী, ঝাড়ুওয়ালীগণ ইত্যাদি।

# নহুষ-উদ্ধার

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

( স্থান—পাপপুরী )

পাপ ও ষড়রিপুগণের প্রবেশ

পাপ। ষড়রিপু !
যে কারণে তোমাদের ক'রেছি আহ্বান,
শুন সে কারণ সবে হ'য়ে সাবধান।
জান সবে রিপুগণ !
চন্দ্রবংশধর নহুষ-ভূপতি,
সম্প্রতি সে, বহু পুণ্য-বলে স্বর্গের ঈশ্বর।
আমাদের সুরেশ্বর—
ত্রিদিব-আসনচ্যুত পথের কাঙ্গাল।
অজস্র ঝরিছে অশ্রু সহস্র-লোচনে।
কটু-তিক্ত-ফল-মূলে উদরপূরণ,
তরুতলে তৃণশয্যায় করেন শয়ন।
দেববৃন্দ দেবেন্দ্রকে ত্যজি,
নহুষের মনস্তুষ্টি করিছে সাধন।
আমরাও, দেখ ভেবে,

দিবানিশি কি দুঃখে ভ্রমিছি !
নহুষের ধর্ম্মরাজ্যে, আমাদের প্রবেশ নিষেধ।
দাঁড়াবার স্থানমাত্র নাহিক মোদের।
ধর্ম্মের একাধিপত্য হ'য়েছে এখন,
তেজ-হীন বীর্য্য-হীন মোরা যেন—
আছি হায় মৃতপ্রায় হ'য়ে।
অতএব সহচরগণ !
এ দুঃখের করিতে বিনাশ,
আছে কি বাসনা ?

ষড়রিপু। নিশ্চয় নিশ্চয় !
এত কষ্ট পারিনা সহিতে।

পাপ। আচ্ছা, ভাল,
থাকে যদি সে বাসনা,
তবে, দৃঢ়পণে বদ্ধ হও সবে।
প্রাণপণে আজ হ'তে,
কর্ত্তব্য সাধনে হও হে প্রস্তুত।

ষড়রিপু। প্রস্তুত র'য়েছি মোরা,
কি কার্য্য করিতে হবে করহ আদেশ।

পাপ। কার্য্য গুরুতর !
পরম ধার্ম্মিক সেই নহুষ ভূপতি।
মহাপাপে নিমগন ক'রিলে তাহারে,
কক্ষচ্যুত গ্রহ সম—
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হবে সে নিশ্চয়।
মায়া, মিথ্যা, হিংসাআদি সহচরী-সহ—
নহুষের হৃদিমাঝে,

পার যদি কোনরূপে করিতে প্রবেশ,
তা হ'লে মোদের কার্য্য হইবে সফল।
আমি পাপ—তবে পারি,
নহুষেরে করিতে আয়ত্ত।
পাপের প্রবেশ-দ্বার করিতে উন্মুক্ত,
ষড়্‌রিপু! তোমরা সবে হইবে সমর্থ।

ষড়্‌রিপু। প্রবেশিব কেমনে সেথায়?

পাপ। গভীর নিশিথে যবে অঘোর-নিদ্রায়,
নিদ্রিত হইবে সেই নহুষ সম্রাট।
বায়ু-রূপে তোমরা তখন,
প্রবেশিবে নিশ্বাসের সহ।

ষড়্‌রিপু। তবে, অদ্যই রজনী-যোগে করিব প্রবেশ?

পাপ। না, না, আজ নয়,
আজ কাল তিনদিন পরে,
ঘোর অমানিশা;
সেইদিন মো সবার মাহেন্দ্র সময়।

ষড়্‌রিপু। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

পাপ। গাও তবে আনন্দ-সূচনা-গান।

ষড়্‌রিপু। গীত।

মোদের সুখের উষা জাগিল।
পূরব-গগনে, অরুণ-কিরণে, তরুণতপন ভাতিল।

রিপু-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

সঙ্গিনীগণ। গীত।

প্রেমে ঢল ঢল সে সুখ-মিলনে,
রবে না বিরহ-বেদনা পরাণে,

আবেশে বিভোরা, হব মাতোয়ারা,
প্রাণে সুধাধারা ছুটিল ॥

ষড়রিপু। অধরের সুধা অধরে রাখি,
সঙ্গিনীগণ। প্রাণে প্রাণে এস করি মাখামাখি,
সকলে। হৃদয়ের ছবি হৃদয়ে আঁকি,
প্রণয়-প্রবাহ বহিল ॥ [ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

( স্বর্গ—রাজসভা )

সিংহাসনে উপবিষ্ট নহুষ, পার্শ্বে বৃহস্পতি ও সভাসদগণ।

নহুষ। সুরগুরু!
যে আসন নিরন্তর করিয়া ভূষিত,
সুরকুলে সুরনাথ ছিলেন পূজিত ;
সেই স্বর্গ-সিংহাসন,
কলঙ্কিত করিতে এখন,
বসিয়াছি আমি হায় ক্ষুদ্রমতি নর।
বলুন বলুন গুরো!
স্বর্গবাসী সবে,
নিয়ত কি মোরে তবে করে তিরস্কার ?
আমা হ'তে সবে কিগো ভুঞ্জে নিত্য দুখ্ ?
দেবর্ষিগণের তপোবিঘ্ন ঘটিছে কি কিছু ?
সুধাপানে কেহ কিবা হ'তেছে বঞ্চিত ?

সঞ্চিত পুণ্যের ভাণ্ড হ'য়েছে কি শূন্য ?
অন্ন-চিন্তায় হাহাকার করে না ত কেহ ?
মন্দাকিনীতে-বারি—
প্রবাহিত হয় ত এখনো ?
মাতাপিতা-গুরুজন-পদে,
আছে ত পুত্রের মতি ?
সতীত্বের পূর্ণজ্যোতিঃ—
হয়নি ত নিষ্প্রভ মলিন ?
সত্যের বিমল ভাতি—
এখনো ত হয় প্রতিভাত ?

বৃহস্পতি। স্থরনাথ ! কিছুমাত্র অন্যথা ঘটেনি।
বরং দ্বিগুণ ভাবে,
সত্য-ধর্ম্ম হ'তেছে প্রবল।
ধর্ম্মের প্রবল তাপে,
পাপসঙ্গী ষড়রিপুদল,
ম্রিয়মান স্বর্গ-বিতাড়িত।
নাহি কোথা অত্যাচার উৎপীড়ন-ক্লেশ।
সর্ব্বত্র শান্তির স্রোত প্রবাহিছে সদা।
পুণ্যশ্লোক তব নাম—
সাধু মুখে হ'তেছে কীর্ত্তিত।

নহুষ। আমি তুচ্ছ নর,
কি সাধ্য আমার প্রভো !
স্বর্গ-রাজ্য করিতে পালন।
মাত্র ঐ চরণ প্রসাদে—
ক'রিতেছি কর্ত্তব্য পালন।

দেববালকগণের প্রবেশ

দেববালকগণ। গীত।

নেহার সুশান্ত নিশান্ত সময়ে সুষমামাধুরী নয়নে।
কিবা স্বভাবের শোভা, মরি মনোলোভা,
চেয়ে দেখ এ ভব-ভবনে॥
কুসুম-ভূষণে ভূষিত মুরতি, প্রভাতে নবপ্রকৃতি,
রাঙ্গা-রবি করে, বিভু তরে করে, মরি কি মঙ্গল-আরতি,
পাখীকুল কল তানে, বিভুর মধুর গানে,
জাগে কত নব ভাব পরাণে,
সঁপ জীবন তার ঐ চরণে॥
(সেই নাম-সুধাপান, অবিরাম কর মন)

বৃহস্পতি। ঐ দেখুন সুরনাথ! দেববালকগণ সুমধুরস্বরে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এইদিকে আস্‌ছে।

নহুষ। এস এস সুর-শিশুগণ! তোমাদের দর্শনে, আমি বড়ই প্রীত হ'লেম। তোমাদের কোন প্রার্থনা থাকে ত ব্যক্ত কর, এখনই পূর্ণ হবে।

১ম বালক। না সুরেশ্বর! আপনার রাজ্যে আমাদের কোনও অভাব নাই, কেবল রাজ-দর্শন ক'র্‌তে এসেছি।

নহুষ। বালকগণ! তোমাদের বিনয়-নম্রবচনে এবং তোমাদের বাল-সুলভ চাপল্যহীন মধুর প্রকৃতিতে, আমি বড়ই মোহিত হ'য়েছি। আমার ইচ্ছা, তোমাদের অমন কলকণ্ঠে সেই শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন কর, তাহ'লে আমার আরও আনন্দের বিষয় হবে।

বৃহস্পতি। বালকগণ! সুরপতির আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য, তোমরা একবার শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন কর ত।

দেববালকগণ। গীত—কীর্ত্তন।

বাহু তুলে মুখে হরি বল।
শমনশঙ্কা দূরে যাবে, হরিনামের বলে,
ঐ হরিনাম বিনে কি আর আছেরে সম্বল॥

( এমন, মধুর নাম হ'তে নাই রে, পান কর প্রাণ ভ'রে, )
( মধুর হ'তে ও যে মধুর রে ) ( মধুর ভাণ্ড নয় ব্রহ্মাণ্ডময় রে )
( নামে মৃত প্রাণে প্রাণ পায় রে ॥
যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি হবে নব বল ॥
মায়ার ধাঁধাঁ থাক্‌বে না আর মনের আঁধার যাবে,
( জনম আর হবে না রে, জননী-জঠরে )
( আসা যাওয়া ফুরাবে ভবে )
প্রেমানন্দে নেচে নেচে হরি হরি বল ॥

নহুষ। কি মধুর, কি মধুর, স্বর্গের সুধা হ'তেও যে, এ নাম-সুধা আরও সুমধুর। আ হা হা! সুধাকণ্ঠ বালকগণ! তোমাদের সুধামাখা সঙ্গীত শ্রবণে, আজ আমি যথার্থ চরিতার্থ হ'লেম। যদি প্রতিদিন এক একবার এসে, এমনি ক'রে, এই সুমধুর নাম কীর্ত্তন কর, তাহ'লে আমি তোমাদের কাছে চিরবিক্রীত হ'য়ে থাকি।

১ম বালক। রাজ-আদেশ শিরোধার্য্য, আমরা প্রতিদিন এসে, সুরপতির কাছে নাম কীর্ত্তন ক'র্‌ব। এখন আমরা আসি? সুরপতির জয় হ'ক। [ বালকগণের প্রস্থান।

নহুষ। গুরুদেব! সভাভঙ্গের সময় উপস্থিত, সভা ভঙ্গ করা যাক্।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

( স্বর্গ-পথ )

নারদ-শিষ্য হরিদাসের প্রবেশ।

গীত।

ভবের ভাবে দেখ্‌ছি মজা ভারি।
কারুর ভাল কেউ দেখ্‌তে নারে, আপনার পায়া ভারি ॥

পূর্ণিমার চাঁদ দেখ্‌লে পরে, রাহু বেটা গ্রাস করে,
ফোটা ফুলে কীটের বাসা, হায় কি তামাসা,
নবীন মেঘে বাজের ঘটা এ কি ল্যাঠা বাধাও হরি ॥
নহুষ রাজা পুণ্য ফলে, রাজা হ'ল স্বর্গতলে,
ফিংফুটে পাপ দলে বলে অমনি হাজির হ'ল,
খলের স্বভাব যায় না ম'লে, একি ব্যাপার বুঝ্‌তে নারি ॥

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আবার নূতন কি মজা দেখ্‌লে হরিদাস!

হরিদাস। ঠাকুর তোমায় নমস্কার,
তোমায় দেখছি চেনা ভার।

নারদ। কেন হরিদাস! আমায় চেনা ভার হ'ল কিসে?

হরিদাস। নাই বা কিসে বল দেখি,
সকল কাজেই তোমায় দেখি।
আস্‌তেও আছ, যেতেও আছ,
সংসারটাকে বেশ নাচাচ্ছ।
ঘটক হ'য়ে বিয়ে দিচ্ছ,
আবার, হওয়া বিয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ছ।
সাপ হ'য়ে কামড় মার্‌ছ,
আবার, ওঝা হ'য়ে বিষ ঝাড়ছ।
নিজে হাতে ঘর বাঁধ্‌ছ,
আবার, নুড়ো জ্বেলে আগুন দিচ্ছ।
কারে শুনাও হরিনাম,
আবার, কারে পাঠাও নরকধাম।
রাম, রাম, রাম, ছি, ছি, ছি,
এমন ক'রে লাভটা কি?

নারদ। কেন এসব কথা ব'ল্‌ছ বল দেখি?

হরিদাস। ঐ আবার বেশ ন্যাকা সাজ্‌লে,
সবই যেন ভুলে গেলে।
ভুল্লে ভুল্লে বেশ ক'র্‌লে,
আমি কি সে ভুল্‌বার ছেলে ?
এই যে, স্বর্গের নহুষ রাজা,
তারে আবার দিতে সাজা,
ক'র্‌ছ বৃহৎ ষড়যন্ত্র,
ঝাড়্‌ছ বেশ বিষ-মন্ত্র।
ষড়রিপু সঙ্গে ক'রে,
পাপ ঢুকেছে রাজার ঘরে।
এইবার রাজা হবে নষ্ট,
যাবে তোমার মনের কষ্ট।
ভাল, স্পষ্ট ক'রে বল মোরে,
ইষ্ট কিবা এমন ক'রে ?

নারদ। এই তোমার আবেগের কারণ হরিদাস !

হরিদাস। না না ঠাকুর। খট্‌কা ধরে,
লাভটা কি, বল দয়া ক'রে ?

নারদ। আমার লাভ কিছুই নাই হরিদাস। নারদ কখনও নিজের লাভের জন্য কিছুই করে না, জগতের কল্যাণ-সাধনই আমার উদ্দেশ্য।

হরিদাস। এই যদি তোমার কল্যাণ,
তবে, কারে বলে অকল্যাণ ?

নারদ। প্রথমটা দেখ্‌তে তাই বটে, কিন্তু পরিণাম বড়ই সুখকর। যে কার্য্যের আদি যত দুঃখময়, সে কার্য্যের অবসান তত সুখময়। সুখের জন্যই দুঃখের সৃষ্টি। দুঃখের প্রবল-কশাঘাতে উৎপীড়িত হ'য়েও, যে ধর্ম্মপথ হ'তে বিচলিত হয় না, হরিদাস। সেই প্রকৃত

ধার্ম্মিক। প্রকৃত সুখের বহির্ভাগ কঠিন আবরণে সমাবৃত; কঠোর প্রস্তরময় ভূগর্ভমধ্যেই মানব-বাঞ্ছিত অমূল্য রত্ন নিহিত থাকে; ভীষণ নক্রকুল-সমাকুল অতল জলধি-তলই মুক্তা-পূর্ণ শুক্তির উৎপত্তি-স্থান; কঠিন খর্জ্জুর বৃক্ষের অভ্যন্তরেই সুরস রসের সঞ্চার হ'য়ে থাকে। তাই ব'লছি হরিদাস! নহুষের উপস্থিত অধঃপতনই ভবিষ্যতে চিরমুক্তি-লাভের পূর্ব্ব-সূচনা। পাপ-প্ররোচনায় প্রলুব্ধ নহুষ, শীঘ্রই স্বর্গ-ভ্রষ্ট এবং সর্পযোনি প্রাপ্ত হবে; পরে, নহুষ-পুত্র যযাতি নরমেধযজ্ঞ দ্বারা, নহুষের প্রেতাত্মার উদ্ধার সাধন ক'র্‌বে। এই সূত্রে হরিভক্তবালক কুশধ্বজের হরি দর্শন এবং মহাপাপিগণের নরকবাস প্রভৃতি অনেক কার্য্য সম্পাদন ক'র্‌তে হবে। তুমি কেবল আমার সঙ্গে থেকে, এই সব ব্যাপার দেখে যাবে, কোনও বাদ-প্রতিবাদ ক'র না।

হরিদাস।

সব দেখ্‌ব' সব শুন্‌ব',
একটায় কিন্তু বাদ সাধব'।
যদি কোন হরিভক্ত,
তার প্রতি হও শক্ত,
ডাক্‌লে যদি হরি ব'লে,
ভাসাও তারে চোখের জলে,
তবেই বাধ্‌বে তুমুল কাণ্ড,
ক'র্‌ব সব লণ্ড-ভণ্ড॥

নারদ। (স্বগতঃ) আহা! হরিদাস আমার হরিভক্ত বালক কুশধ্বজের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই একথা ব'লছে। মরি, মরি! হরিদাসের সরল প্রাণ কি কোমলতাময়! কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কুশধ্বজের প্রতি নানা উৎপীড়ন-নিগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌তে হবে। যদিও তার পরিণাম ফল মধুময়, তথাপি

আপাত-কষ্টকর ব্যাপার দর্শনে হরিদাসের হৃদয় যে বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে।

হরিদাস। ওকি ঠাকুর গম্ ক'রে,
কি ভাব্‌ছ এতক্ষণ ধ'রে ?

নারদ। হরিদাস! কত কি ভাব্‌ছি। নারদের ভাবনার কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কেন? কেবল জগতের ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই দিন গেল! নিজের ভাবনার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত ক'র্‌বার অবসর প্রাপ্ত হ'লেম না। হায়! নারদের তেমন দিন কি আস্‌বে হরিদাস! যে দিন এই দীন নারদ, সব ভাবনা ভুলে গিয়ে কেবল এক সেই ভবেশ-বাঞ্ছিত শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী-গোলোকবিহারী শ্রীহরির ভাব-সাগরে ডুব দিয়ে, তাঁর ভাবে বিভোর হ'য়ে থাক্‌তে পারবে?

গীত

এমন দিন কি হবে দীনের, যে দিনে ফুরাবে এ দিন।
দিনে দিনে গেলরে দিন, কিন্তুরে গেল না কুদিন ॥
ভুলিয়ে ভবের ভুলে, ভবেশে রহিনু ভুলে,
কবে এ ভাবনা ভুলে, সেই ভাবেতে হব' রে লীন ॥
সেই পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব, মকরন্দ-পানানন্দ,
মন-মধুপ হবে অন্ধ, আনন্দে ভাসিব সে দিন ॥

হরিদাস। হরি হরি! যে ডাল ধ'রে উঠ্‌ব গাছে,
তাই দেখ্‌ছি ম'চ্‌কে আছে।
ভব-নদী হ'তে পার,
যে তরীরে ক'র্‌লেম সার।
সেই তরী আজ ডুব্‌তে যায়,
আমার তবে কি হবে উপায়?

ও ঠাকুর! কি ব'ল্লে বল,
প্রাণ যে আমার চম্‌কে উঠ্‌লো!

নারদ। হরিদাস! বিচলিত হ'য়ো না। তোমার পারের ভাবনা নাই, তোমায় যিনি পার ক'র্‌বেন, তার তরণী কখনও ভগ্ন হয় না; সে কাণ্ডারীর তরী যে চির-নূতন। এখন চল যাই হরিদাস! অনেক কাজ আছে। [উভয়ের প্রস্থান।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্বর্গ—রাজসভা

ছদ্মবেশী পাপসহ নহুষের প্রবেশ

নহুষ। এতদিন কি অন্ধকারে ছিলাম সখা!

পাপ। আলোক দেখাবার লোক ছিল না ব'লে।

নহুষ। যথার্থ ব'লেছ সখা! কেউ আমায় এমন সুখের পথ দেখিয়ে দেয় নাই। বৃহস্পতির নীরস মন্ত্রণার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমন সরলভাব দেখ্‌তে পাইনি।

পাপ। ছিঃ ছিঃ! জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ কি কখন রসিকতা জানে? রসিক ভিন্ন কি কেউ কখন রসের সঞ্চার ক'র্‌তে পারে? স্বর্গের অধীশ্বর হ'য়ে যদি, অমন নীরস ভাবেই জীবন যাপন ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে নন্দনের মনোলোভা-চারুশোভা কিসের জন্য? অপ্সরাগণেরই বা তবে অত কলা-নৈপুণ্য থাক্‌বার প্রয়োজন কি ছিল? রতি-মদনের অমন ফুলশরেরই বা অত মোহিনী-শক্তি কেন? সমুদ্রমন্থন ক'রেই বা সুধার ভাণ্ডগুলি অমন সযত্নে রক্ষিত করা হ'য়েছে কেন? স্বর্গসুখ এখনও কিছু মাত্র মহারাজের সম্ভোগ করা হয়নি। একবার যদি সেই বিদ্যুৎবরণী-মনোমোহিনী-লাবণ্যময়ী-প্রতিমা অপ্সরাগণের সুধা-কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, ইন্দ্রত্বের প্রকৃত সুখ কি?

নহুষ। বটে বটে, এমন? তবে সেই সুন্দরীগণকে একবার সংবাদ কর।

পাপ। সে বন্দোবস্ত আমি পূর্ব্ব হ'তেই ক'রে রেখেছি। ঐ যে

ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে সব এসে উপস্থিত! দেখুন সুরনাথ! এরূপ অপরূপ রূপ ধরাতলে কখন দেখেছেন কি?

অপ্সরাগণের প্রবেশ

অপ্সরাগণ। গীত

প্রেমের খেলা খেল্‌বি কেরে আয়, আয়, আয়।
কতই প্রেমের ধারা ব'য়ে চ'লে যায়॥
মলয়মারুত ধীরি ধীরি, বহিছে কেমন মরি,
ফুলকুমারী সোহাগ মাখে গায়,
লুঠ্‌ছে মধু, ভোমরা বঁধু, বিধু হেসে চায়,
পাতায় পাতায়, প্রেমের কথায়, মাতিয়ে মাতায়॥

পাপ। কেমন দেখ্‌লেন ব'লুন ত?

নহুষ। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! আমি একেবারেই নির্ব্বাক হ'য়েছি।

কে জানিত প্রাণসখা!
এত সুখ স্বর্গসিংহাসনে!
শুনি এই অপ্সরা সঙ্গীত,
হেরি তাহে মধুর নর্ত্তন,
জ্ঞানহারা হইয়াছি, কি কহিব আর।
সখা! সখা!
তব সঙ্গ-লাভে পাইনু এ সুখ।

উর্ব্বশী। আমরা তবে বিদায় হ'তে পারি?

নহুষ সেকি কথা? কোথা যাবে পদ্মিনী সকল?
এখনও অতৃপ্ত শ্রবণ মোর,
তোমাদের কণ্ঠসুধা করিবারে পান।

উর্ব্বশী। এতদিন মহারাজ সিংহাসনে ব'সেছেন, কৈ? একবারও ত অভাগিনীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন্‌নি।

নহুষ। এতদিন কেউ তোমাদের কথা আমায় বলেনি। তার জন্য আমি তোমাদের নিকট বিশেষ লজ্জিত। আজ হ'তে রাজদ্বার তোমাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাক্‌বে।

পাপ। উর্ব্বশি! আমাদের এই নূতন সুরনাথ, একজন পরম রসিক। কতকগুলি বেরসিক লোক যুটে সুরপতিকে এতদিন অন্ধ ক'রে রেখেছিল।

নহুষ। (পাপকে দেখাইয়া) এঁর আগমনেই আমার সে অন্ধত্ব দূর হ'য়ে গেছে। কি ব'ল্‌ব, এঁর সহিত সখ্যতা ক'রে আমি পরম সন্তোষলাভ ক'র্‌ছি।

উর্ব্বশী। হাঁ, উনি একজন মহাশয় লোক, ওঁর সঙ্গ কখনই ত্যাগ ক'র্‌বেন না। ওঁর স্বভাব বড় সুন্দর, উনি যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, তাঁকে আর কখনও পরিত্যাগ করেন না। ওঁর কথামত কাজ ক'র্‌লে শীঘ্রই সুরপতির নাম চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়্‌বে। আজ আমরাও আপনাকে দর্শন ক'রে এবং আপনার স্নেহমাখা বাক্য শ্রবণ ক'রে বিশেষ অনুগৃহীতা হ'য়েছি। এই প্রার্থনা, যাতে চিরদিনই সুরনাথ, এই আশ্রিতাগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন।

নহুষ। আ হা হা! কি শুনছি, যেন অমৃতের সহস্রধারা আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ ক'র্‌ছে। সুন্দরীগণ! তোমাদের রূপে গুণে আমি বড়ই মোহিত হ'য়েছি। তোমাদের কি ব'লে যে সন্তুষ্ট ক'র্‌ব, তা আর ভেবে পাচ্ছিনে।

পাপ। (স্বগতঃ) হাঁ ওষুধ ঠিক ধ'রেছে। বাবা! আমি পাপ, আমার ফাঁদে পড়্‌লে কি আর ছাড়বার যো আছে। এখন শেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'র্‌তে পার্‌লেই মনস্কাম পূর্ণ হয়। (প্রকাশ্যে) গাও সুধা-ভাষিণীরা, আর একখানা। সুরপতি শুনবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছেন।

অপ্সরাগণ। গীত

হৃদয়-ভরিয়া রাখি ভালবাসা। ( মোরা )
প্রেমিকের পাশে ব'সে, হেসে হেসে,
মিটাই প্রাণের পিপাসা ॥
পর-পরশে অধীরা, আবেশে বিভোরা,
আপনা হ'তে প্রাণ দিয়ে হই আপনহারা,
তবু ত মনোচোরা দেয় না লো ধরা,
ভরাযৌবন বিলিয়ে দিয়ে, তবু ত পুরিল না আশা ॥

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। দেববালকগণ হরিনাম কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে দ্বারদেশে উপস্থিত, কি আদেশ হয় ?

নহুস। না, না, আজ নয়, গৃহে ফিরে যেতে বলগে।

পাপ। আরও ব'লে দিও, আর যেন তারা এদিকে না আসে।

[ প্রহরীর প্রস্থান।

বৃহস্পতির প্রবেশ

পাপ। ( নহুষের কর্ণে কর্ণে পরামর্শ )

নহুষ। হাঁ নিশ্চয়ই।

উর্ব্বশী। তবে আমরা এখন আসি ?

নহুষ। আবার কখন উদয় হবে ?

উর্ব্বশী। যখনই স্মরণ ক'র্‌বেন।

নহুষ। আচ্ছা, বড় পরিশ্রম হয়েছে, একটু বিশ্রাম কর গিয়ে।

[ অপ্সরাগণের প্রস্থান।

বৃহস্পতি। ( স্বগতঃ ) হায় হায়। একদিনের মধ্যে এতদূর পরিবর্ত্তন। আমাকে অভিবাদন পর্য্যন্ত বিস্মরণ! বলিহারি পাপ! তোর কবলে পতিত হ'লে আর কারুর উদ্ধার নাই, তোর নিশ্বাসে সাগর

শুকিয়ে যায়, জগৎ ভস্মীভূত হয়, তোর অসাধ্য কিছুই নাই। এখন নহুষকে কিরূপে পাপের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ করি। ( প্রকাশ্যে ) সুরপতি ! আশীর্ব্বাদ করি।

পাপ। তা করুন, কিন্তু আজ আর কোন রাজ্যবিষয়ক মন্ত্রণার প্রয়োজন নাই, সুতরাং আপনাকে আর এখানে কষ্ট পেতে হবে না। স্বগৃহে গমন ক'র্‌তে পারেন।

নহুষ। হাঁ হাঁ। ভাল কথাই ব'লেছে, কেন আর বৃথা কষ্ট ক'র্‌বেন ? স্বগৃহে গিয়ে শাস্ত্র-চিন্তা করাই ভাল।

বৃহস্পতি। ওঃ—এতদূর !

পাপ। মহাশয় ! যতদূর ভাবছেন, ততদূর এখনও হয় নাই, অল্পদূর মাত্র আসা হ'য়েছে, আরও বহুদূর যেতে হবে।

বৃহস্পতি। তা তোমার আগমনেই বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

পাপ। হাঁ মহাশয় ! দেখে দেখে যখন চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, তখন আপনার কি কিছু বুঝতে বাকী আছে ?

বৃহস্পতি। সময়গুণে আজ তোমার বিদ্রূপও সহ্য ক'র্‌তে হ'ল।

পাপ। সময়ের দোষ, কি করা যায় বলুন ?

নহুষ। দেখুন, আপনার নীরস-চর্ব্বিতচর্ব্বণ-রাজনীতির চর্চ্চা হ'তে কিছুদিন আমাকে অবসর দিন, আমি একটু সরস চিন্তা ক'রে, তপ্তপ্রাণটা শীতল করি।

বৃহস্পতি। অহো ! এই কি সেই নহুষ ! যিনি, নিজ পুণ্যবলে দেবদুর্ল্লভ স্বর্গসিংহাসন লাভ ক'রেছিলেন, যাঁর পবিত্র শ্রবণযুগল এক ধর্ম্মকথা ভিন্ন অন্য কথা শ্রবণ ক'র্‌ত না, যাঁর পবিত্র রসনা একমাত্র হরিনাম-পীযূষ ভিন্ন অন্য কোন রসের আস্বাদ গ্রহণ ক'র্‌ত না, যাঁর মহৎ চরিত্র ত্রিলোকের আদর্শরূপে পূজিত হ'য়ে এসেছে, সেই মহাত্মা নহুষ—সেই রাজর্ষিপ্রধান নহুষ আজ পাপ-চক্রান্তে, ধর্ম্মের নামে

নাসিকাকুঞ্চনপূর্ব্বক অপ্সরাগণের রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে, কুৎসিত অপ্সরা-সঙ্গীতে মত্ত হ'য়ে উঠেছেন !

পাপ। না, তা হবেন কেন, তোমার ন্যায় স্খলিতদন্তের সুমধুর চাটুবাক্যে মুগ্ধ হ'য়ে থাক্‌বেন। স্বর্গভোগ তবে কিসের জন্য ? সুন্দরী-অপ্সরা-সম্ভোগ, নন্দন বিহার, সুধা-আস্বাদন, এসব হ'তে যদি বঞ্চিতই থাক্‌তে হয়, তবে আর স্বর্গাধিপত্যের প্রয়োজন কি ?

বৃহস্পতি। তাই বটে, তোমার ন্যায় বিষকুম্ভ-পয়োমুখ সুহৃদের মশক-গুঞ্জনে, মানুষ এইরূপেই অধঃপতনের অন্ধতামসে পতিত হয়।

পাপ। দেখুন সুরনাথ ! বৃদ্ধ বৃহস্পতি আমাকে অযথা তিরস্কার ক'র্‌ছে। আমি যদি আপনার বিষকুম্ভ-পয়োমুখ সুহৃদই হ'য়ে থাকি, তবে আমাকে আপনি বিদায় দিন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমি এরূপ অপমানিত হ'য়ে থাক্‌তে চাইনে।

নহুষ। সে কি সখা ! তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কোথা ? তুমি ভিন্ন যে আমি তিলার্দ্ধকালও জীবনধারণ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

পাপ। তাহ'লে এরূপ অনধিকার-চর্চ্চার প্রশ্রয়দান বন্ধ ক'র্‌তে হয়।

নহুষ। দেখুন ঠাকুর ! আপনি অযথা কেন বাচালতা প্রকাশ ক'র্‌ছেন ? যদিও জানি—বাচালতা, প্রলাপ এ সব বার্দ্ধক্য-বুদ্ধিরই পরিচায়ক, তথাপি দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা মর্য্যাদার হানি পদে পদে হওয়া সম্ভব।

বৃহস্পতি। দেখুন সুরনাথ ! মর্য্যাদা বা অমর্য্যাদার জন্য বৃহস্পতি কিঞ্চিৎমাত্রও চিন্তা করে না। মান অভিমান পরিত্যাগই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, কিন্তু আজ আমার এইমাত্র দুঃখ যে, স্বয়ং পুণ্যশ্লোক, মহাত্মা নহুষের ন্যায় পরমজ্ঞানীও বিষম ভ্রান্তি-জালে পতিত ! প্রজ্বলিত হুতাশনেরও আজ দাহিকাশক্তি বিলুপ্ত হ'ল। অগুরু-চন্দনলতাও আজ বিষতরুতে পরিণত হ'ল ! পরম পবিত্র গঙ্গোদকও আজ

কূপোদকরূপে পরিবর্ত্তিত হ'ল! হায়রে! কালের কি অদ্ভুত গতি!

গীত

কিবা কালগতি, আদি পরিণতি,
বুঝিতে শকতি আছে রে কার।
কোন্ চিত্রকরে, হেন চিত্র করে,
বিচিত্র এ চিত্র চমৎকার॥
মহিমা মণ্ডিত নহুষ-চরিত্র,
সে চরিত্র হায় হ'ল অপবিত্র,
যে জাহ্নবীর জলে জগৎ পবিত্র,
সে জলে আজ পাপের সঞ্চার॥
অগুরুচন্দনে বিষ-তরু হেরি,
সুধাকর-কর অনল-সঞ্চারী,
হায় কিরে হ'ল ভেবে খেদে মরি,
হেরিতে নয়নে পারিনে আর॥

নহুষ। যান, যান্, অত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ক'র্‌তে হবে না।

বৃহস্পতি। যাব ত নিশ্চয়ই, এখানে যে আর আমাদের স্থান হবেনা, সে অনেকক্ষণ হ'তেই বুঝেছি। কিন্তু মহারাজ! তোমার পরিণামচিত্র আমার চক্ষুর সমক্ষে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে, তোমার সেই ভবিষ্যৎ-চিত্রের কথা যতই মনে হ'চ্চে, ততই তোমার জন্য হৃদয় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমার এখন মহাবিপদ উপস্থিত। তুমি ভাব্‌ছ যে, তোমার পরম সম্পদ, আমি দেখ্‌ছি তোমার মহা বিপদ। এ বিপদে তোমাকে রক্ষা করাই আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাই তোমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ছিনে।

হরিদাসের প্রবেশ

গীত

মর্‌বার হ'লে ঐরূপে মরে। (মানুষ)
শত বদ্যি ডাক্‌লে তবু, তখন তারে ওষুধে না ধরে॥
কাল-গোখ্‌রোর বিষে হয় যে জর জর,
ভূয়ো হ'য়ে যায় রে তখন ওঝারি মন্তর,
নাভিশ্বাসে টান পাড়ে যে,
তারে কিরে কেউ ফিরাতে পারে॥

নহুষ। কে তুমি?

হরিদাস। গীত

কে আমি তাই বটে।
আমির খবর জান্‌তে আমি ঘুরি পথে পথে॥
তুমি আমি, আমি আমি, আমি গগন-পটে,
আমির বাজার ব'সে গেছে হাটে মাঠে বাটে॥
আমি যদি বুঝ্‌তেম্ আমি, তবে থাক্‌তেম কি আর আমি,
তবে তখনই ঐ আমির নেশা একদম যেত ছুটে॥
আমি ত নই আমি তবু, আমি বেড়াই র'টে,
গুরুর মানা আমির কথা না বেরোয় যেন ঠোঁটে॥ [প্রস্থান।

পাপ। পাগল অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন আমির পাগল ত কখন দেখি নাই।

বৃহস্পতি। তা দেখ্‌লে, তা বুঝ্‌লে কি আর তোমার এ কুমতি থাক্‌ত? তা হ'লে কি আর অমন আমিত্বের স্বার্থ সিদ্ধি ক'র্‌তে, আমিত্ব ল'য়ে অহঙ্কার ক'র্‌তে পার্‌তে? যেদিন আমির নেশা কেটে যাবে, সেই দিন দেখ্‌বে বাবা। তোমার ঐ আমিত্ব হ'তে তোমার কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

পাপ। আরে থাম থাম, তোমার আর আমিত্ব শেখাতে হবে না।

বৃহস্পতি। কে কারে শেখাতে পারে, কে কারে বুঝাতে পারে? তাঁর

কৃপাবিন্দু পানে যে হতভাগ্য চির-বঞ্চিত, তার কর্ণে গুরুর উপদেশ কবে সফলতা লাভ ক'র্‌তে পেরেছে? ধন্য ধন্য হরি! তোমার অদ্ভুত কৌশল। একদিকে পাপের প্রগাঢ় অন্ধকার, অন্যদিকে ধর্ম্মের বিমল দিব্যজ্যোতিঃ। লোক শিক্ষার কি সুন্দর আদর্শ। কেহবা একবার মাত্র হরিনাম-শ্রবণে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, আবার কেহ বা সহস্রবার হরিনাম শ্রবণেও নরকের পূতিগন্ধ অন্তস্তল হ'তে মস্তক উত্তোলন ক'র্‌তে চায় না।

পাপ। মহারাজ! আপদ বিদায় করুন, নতুবা আমি বিদায় হ'চ্ছি।

নহুষ। ঠাকুর! আর তোমার সম্ভ্রম রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

বৃহস্পতি। এখনই বিদায় হ'চ্ছি। ভবিতব্যতার দ্বার রোধ করি আমার এমন সাধ্য নাই। তবে যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি—সুরপতি নহুষ! ইন্দ্রত্বপদ হ'তে তুমি অচিরাৎ বিচ্যুত হ'য়ে, অশান্তির প্রবল সন্তাপে ভস্মসাৎ হবে, এ আমার অভিসম্পাত নয়, নিয়তির অব্যর্থ ঘোষণা। হরিবোল হরিবোল। [প্রস্থান।

নহুষ। যাও—জন্মের মত দূর হও।

পাপ। (স্বগতঃ) আঃ, বাঁচা গেল, আপদঃশান্তি।

নহুষ। সখা! বৃদ্ধকে বিতাড়িত ক'রেছি, এখন প্রাণ খুলে কথা বল?

পাপ। আপনার জন্য প্রাণের কবাট, একেবারে চিরদিনের মত খুলে রেখেছি, আর এ কবাট বন্ধ ক'র্‌ছিনে।

নহুষ। আচ্ছা প্রাণসখা! একটা কথা ব'ল্‌ব, আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, ইন্দ্র যে সকল স্বর্গসুখ উপভোগ ক'রে গেছে, আমি যদি তা হ'তে কিছু নূতন সুখই উপভোগই না ক'র্‌লেম, তবে বিশেষ কি হ'ল?

পাপ। নিশ্চয়ই! ইন্দ্র হ'তে কিছু একটা নূতন ক'র্‌তেই হবে, সে কথা আমিও ভেবে রেখেছি।

নহুষ। তা হ'লে তোমার মনেও কথাটা এসেছে ?

পাপ। তা না এসে কি যায়, আমরা যে অভেদাত্মা।

নহুষ। এস সখা ! একবার আলিঙ্গন করি। ( তথাকরণ ) আঃ, তোমার দেহখানাই বা কি শীতল, তোমার মন প্রাণ সবই শীতল—সরল।

পাপ। আপনার স্নেহ, আর কিছুই নয়। তবে নূতনত্ব যা স্থির ক'রেছি—শুনুন্।

নহুষ। রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের ব্যবস্থা, বা—বা, বলিহারি তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিকে। বল দেখি ! কি ব্যবস্থা ক'রেছ ?

পাপ। ব্যবস্থাটা একেবারে আন্‌কোরা, কেউ কখনও করে নাই। কস্মিন্ কালেও কাণে শুনে নাই।

নহুষ। বটে—বটে।

পাপ। এই দেখুন, সকলেই ত অশ্বযান্ হস্তিযান্ প্রভৃতিতে ভ্রমণ ক'রে থাকে, এবং শিবিকাতেও আরোহণ ক'রে থাকে। কিন্তু শিবিকার বাহক সাধারণ ইতর শ্রেণীর মধ্যেই হ'য়ে থাকে, আমি স্থির ক'রেছি যে, এই যত নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ আছে, যাদের কোন কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, দিবা রাত্র চোখ বুজে নাক ধ'রে, বনের মধ্যে ব'সে থাকে, সেই সব ব্রাহ্মণকে মহারাজের শিবিকার বাহক ক'র্‌তে হবে ; সেই শিবিকারোহণে মহারাজ নগর ভ্রমণ ক'রে বেড়াবেন। এর দ্বারা নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণগুলোকে কর্ম্মঠ করাও হবে।

নহুষ। বেশ বেশ, এতে নূতনত্ব আছে বটে। তবে এখনি ব্রাহ্মণ সংগ্রহ ক'র্‌তে চর প্রেরণ কর।

পাপ। আমি এখনই তার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। ( স্বগতঃ ) এইবার পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষ, আমার উদ্দিষ্ট যজ্ঞের এইবার পূর্ণাহুতি। ( প্রকাশ্যে ) তবে চলুন মহারাজ ! বিশ্রামভবনে যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ

ঝুলিস্কন্ধে সত্যবতীসহ কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। না মা! তোকে আমি ভিক্ষেয় যেতে দেব' না।

সত্যবতী। না গেলে কি খাবে বাবা! তুমি যে আমার একটুও ক্ষুধা সহ্য ক'র্‌তে পার না।

কুশধ্বজ। আমি আজ নিজেই ভিক্ষেয় যাব।

সত্যবতী। হা অবোধ! তুমি যে আমার নিতান্ত শিশু। তুমি পথ চিনে লোকালয়ে যাবে কি ক'রে?

কুশধ্বজ। দাদাদের সঙ্গে যাব।

সত্যবতী। তারা গেলে কাঠাহরণ কে ক'র্‌বে?

কুশধ্বজ। তবে চ, তুই আর আমি দুইজনেই যাব।

সত্যবতী। তা হ'লে কল্যাণী এই নিবিড়বনে একাকিনী থাক্‌বে কি ক'রে?

কুশধ্বজ। ভাল কথা মা! দিদির বে' দিবিনে?

সত্যবতী। সেই ভাবনায়ই ত, তিনি পাগলের মত হ'য়ে আজ তিনদিন কোথায় চ'লে গেছেন।

[illegible]জ। মা! বাবা কি তবে আর ফিরে আস্‌বে না?

সত্যবতী। কল্যাণীর একটা কিছু কিনারা না ক'রে আস্‌ছেন না।

কুশধ্বজ। মা! মা! দিদি একলাটী হ'লেই কেবল ব'সে ব'সে কাঁদে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, কাঁদ্‌ছিনে, চ'খে অসুখ ক'রেছে।

সত্যবতী। (স্বগতঃ) হায়! কল্যাণী আমার কাঁদে কেন, তা কি

আমি বুঝিনা! মা হ'য়ে মেয়ের মনের কথা বুঝ্‌তে পারিনে! কি ক'র্‌ব, সব বুঝে, সব জেনে, পাষাণী হ'য়ে আছি। হা দীনবন্ধু! তুমি ভিন্ন আর কোন গতি নাই। যাও বাবা কুশি! তুমি তোমার দিদির সঙ্গে হরিঠাকুর নিয়ে খেলা কর গে, আমি ভিক্ষেয় যাই।

কুশধ্বজ। তবে তুইও চ, সবাই মিলে আজ হরিঠাকুরের পূজা করিগে, দেখ্‌বি কেমন একটা নূতন গান গাইব? শুনলে, ক্ষিধে তেষ্টা সব ভুলে যাবি। দিদি আমায় ব'লেছে, হরিঠাকুরের উপরে মন দিলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। সত্যি ক'রে মা! আমিও দেখেছি, একদিন বাবার ভিক্ষে ক'রে আস্‌তে বড় বেলা হ'য়েছিল, আমার ক্ষিদেয় পেট পুড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যেই—হরিঠাকুরের দিকে মন দিয়ে, তাঁকে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, অম্‌নি সব ক্ষিদে কোথায় চ'লে গেল।

গীত।

ক্ষিদে পেলে হরি ব'লে ডাকি যদি বাহু তুলে।
ক্ষিদে তেষ্টা অমনি তখন কোথায় যেন যায় মা চ'লে॥
ভালবাসি প্রাণের হরি, তাই ত তারে প্রাণে হেরি,
প্রাণের মাঝে ব'সে সে যে, কত কথা মোরে বলে॥
বলি তারে কেঁদে কেঁদে, দূর ক'রে দাও মোদের ক্ষিদে,
দয়া কর দয়াল হরি, আমরা যে দুখিনীর ছেলে॥

সত্যবতী। কুশীরে! তোর কোমল প্রাণের ব্যথা-ভরা ভক্তি-মাখা গান শুন্‌লে, একদিকে যেমন অশ্রু, অন্যদিকে তেমন শান্তি এসে উপস্থিত হয়। বাবা আমার! দীনের দুঃখ দূর ক'র্‌তে, সেই দীনের দয়াল হরি ভিন্ন কেউ নাই, তুমি নিশিদিন এমনি ক'রে তাঁকে ডেকো, তাহ'লে তিনি আমাদের দয়া ক'র্‌বেন। শুনেছি, তাঁর বালকের প্রতি বড় দয়া, বালকের কাতর প্রাণের করুণ স্বরে তিনি স্থির থাকৃতে পারেন না। তুমি যদি প্রাণ খুলে তাঁরে তেমনি

ক'রে ডাক্‌তে পার, তাহ'লে সেই দয়ালচাঁদ আমাদের দয়া ক'র্‌বেনই ক'র্‌বেন। কুশী আমার! ডাক যাদু, কোথায় দীনবন্ধু ব'লে ডাক।

গীত।

ডাকরে, ও বাপ্‌ কুশীরে, কোথা দীনবন্ধু ব'লে।
দীনে দয়া করেন হরি, তাই তে তাঁরে দয়াল বলে॥
ডাক্‌বার মত তারে যে ডাক্‌তে পারে,
দয়ালচাঁদ অমনি দয়া করেন তারে,
যে দেয় ভক্তিধন, সে পায় সে ধন,
ভক্তাধীন হরি বিকায় ভক্তি-মূলে॥
বালকের দুখে গলে তাঁর হৃদয়,
বালকের প্রতি তিনি বড়ই সদয়,
বালকের প্রাণে হইয়ে উদয়,
ভাসান দয়াময় সুখ-সিন্ধু-জলে॥

কুশধ্বজ। এই দেখ্‌ মা! আমি প্রাণ খুলে, দু বাহু তুলে, তাঁরে ডাকি। কেমন ক'রে তাঁরে ডাক্‌তে হয়, দিদি আমায় শিখিয়ে দিয়েছে, আমি তবে ডাকি। (করযোড়ে) কোথায় অনাথের নাথ! কোথায় পদ্মপলাশ লোচন! একবার এসে আমাদের দুঃখ দূর ক'রে দাও। আমাদের আর কেউ নাই হরি! আমার বৃদ্ধ পিতামাতার কষ্ট সেরে দাও, তুমি না দেখ্‌লে, তুমি দয়া না ক'র্‌লে আমরা যে ম'রে যাব হরি! আমায় যে তুমি প্রাণের মধ্যে এসে, দেখা দিয়ে কত আশ্বাস দিয়ে থাক হরি! তুমি যে আমায় ভালবাস, আমিও যে তোমায় ভালবাসি হরি! তুমি যারে ভালবাস, তার বাপ মা পথের ভিখারী কেন হরি!

কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃষ্ণঠাকুরকোলে কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। কুশি! কুশি! চেয়ে দেখ ভাই! আজ তোর হরিঠাকুরকে কেমন সাজিয়ে রেখেছি।

কুশধ্বজ। দে, দে, দিদি! আমার কোলে দে, আমি কোলে ক'র্‌ব। (কোলে করিয়া) হরিঠাকুর! তোমায় কোলে করেছি, তুমি আমার সঙ্গে কেন সাম্‌নে থেকে কথা কও না? তোমার কথা শুন্‌তে যে আমার বড় ইচ্ছা করে? তুমি প্রাণের ভেতর থেকে যখন কথা কও, তখন ত তোমায় দেখ্‌তে পাইনে। এই যে এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, বুকে ক'রে রেখেছি, এখন কেন একবারটী কথা কওনা! ঐ দেখ দিদি! কোন সাড়াই দিচ্ছেনা। ঘুমিয়ে আছে বুঝি, তবে থাক্‌, ঘুমিয়ে থাক্‌, কাঁচাঘুম ভাঙ্গাব না।

সত্যবতী। (স্বগতঃ) কি তন্ময়তা! কুশীর আমার বিশ্বাস যে, ঐ কাঠের মূর্ত্তিই বুঝি যথার্থ সেই হরিঠাকুর। অজ্ঞান বালকের এই অজ্ঞানতা দেখেও প্রাণ শীতল হয়।

কল্যাণী। মা! তুমি ভিক্ষের ঝুলি নিয়েছ কেন গা?

সত্যবতী। ঘরে যে চাল নাই মা! তিনি যা রেখে গিয়েছিলেন, তা ত কাল দুপুরবেলাই ফুরিয়েছে, রাত্রিতে যে উপোষ ক'রে আছ মা?

কল্যাণী। তুমি কেমন ক'রে ভিক্ষে ক'র্‌বে মা! তুমি ত কখনও ভিক্ষে ক'র্‌তে যাওনি মা!

সত্যবতী। এতদিন যাইনি, আজ যাব, বড়লোকের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াব, ভিক্ষে দাও ব'লে চাইব, তাহ'লেই ভিক্ষে পাব। এ আর জান্‌তে হবে কেন মা!

কল্যাণী। তোমায় যদি কেউ বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেয়? শুনেছি বড়লোকের বাড়ীতে পাহারাওলা থাকে, তারা সবাইকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেয় না, ভিখারী দেখ্‌লে অনেকে তাড়িয়েও দেয়!

সত্যবতী। সকলেইত আর তাড়িয়ে দেয় না। যেখানে তাড়া খাব, সেখান থেকে চ'লে যাব, আবার এক বাড়ী যাব।

কল্যাণী। আমাদের জন্যই তোমাদের এত কষ্ট মা! চিরদিনই কি তোমরা আমাদের এমনি ভিক্ষা ক'রে খাওয়াবে?

সত্যবতী। মা! তা কেন হবে, তোমার ভেয়েরা বড় হ'লে, তখন আর ভাবনা থাক্‌বে না। তোমারও যদি কোন কিনারা ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে আর ভাবনা থাক্‌বে না।

কল্যাণী। কেন মা! আমার জন্য তোমরা এত ভাবনা কর? আমার জন্যই বাবা কোথায় চ'লে গেছেন। মা! মা! আমি কি তোমাদের এতই ভারি?

সত্যবতী। কল্যাণী! মা! সে কথা তুই কি বুঝ্‌বি? যার ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকে, তার যে সর্ব্বদা কত ভাবনা, তা তুই মা! বুঝ্‌বি কি ক'রে?

কল্যাণী। কুশি! আয় ভাই! আমরা হরিঠাকুরের পূজা করিগে, আজ বেশ ভাল ভাল ফুল তুলে এনেছি।

কুশধ্বজ। আমি ত পূজা ক'র্‌তে জানিনি, তুই আমায় শিখিয়ে দিবি?

কাষ্ঠভার-স্কন্ধে সুদর্শন ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।

সত্যবতী। (স্বগতঃ) আহা হা! দুধের বালকেরা আমার এত কষ্টও পাচ্ছে! আমি মা হ'য়ে পাষাণীর ন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি।

নিরঞ্জন। কৈ মা! দাঁড়িয়ে রইলি যে? আমাদের বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

কল্যাণী। ঘরে যে চাল নাই ভাই! কি ক'রে ভাত চড়াবে?

নিরঞ্জন। তবে আমরা এখন কি খাব? কাঠ কেটে কেটে যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

সত্যবতী। যাও বাবা! ঘরে দুটী ফল আছে, তাই তোমরা কয়জনে ভাগ ক'রে খাওগে, আমি ততক্ষণ ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আসি।

নিরঞ্জন। উঃ—না, আমি শুধু একটুকরো ফল খেয়ে ততক্ষণ থাক্‌তে পারব না। ক্ষিদেয় আমার গা বমি বমি ক'র্‌ছে।

কুশধ্বজ। এস দাদা! তোমার ক্ষিদে সেরে দি।

নিরঞ্জন। যা, তোর হরিনামে আমার এ ক্ষিদে সারে না, তুই চালাকি ক'রিস নে।

সত্যবতী। নিরঞ্জন! বাবা আমার! একটু কষ্ট ক'রে থাক, আমি শীঘ্রই ফিরে আস্‌ব। জয় শ্রীহরি! [ প্রস্থান।

সুদর্শন। কুশি ভাই! তোর ক্ষিদে পায়নি?

কুশধ্বজ। পেয়েছিল, তা এই হরিঠাকুরকে কোলে ক'রে সেরে গেছে।

সুদর্শন। তবে দাও ভাই! আমার কোলে একবার দাও। ( ক্রোড়ে গ্রহণ )

কল্যাণী। চল সুদর্শন, সকলে কুটীরে যাই। [ সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গপথ

শিবিকা-স্কন্ধে ব্রাহ্মণবাহকগণ, তন্মধ্যে নহুষ; তৎপশ্চাৎ বাহকগণকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে ছদ্মবেশী পাপের প্রবেশ।

পাপ। চল্ ব্যাটারা! সত্বর সত্বর চল্। ( বেত্রাঘাত )

১ম বাহক। উঃ, উঃ, পিঠ্ ফেটে গেল। বৃদ্ধব্রাহ্মণকে অত জোরে মেরোনা বাবা!

পাপ। না—তা মার্‌ব কেন? পিঠে মাখম মাখিয়ে মোলায়েম ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। চ, চ, দৌড়ো। ( বেত্রাঘাত )

২য় বাহক। দোহাই বাবা! দোহাই বাবা! ব্রাহ্মণ-শরীরে বেত্রাঘাত মহাপাপ।

পাপ। তা বইকি, তোমাদের চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে, সেই সঙ্গে কিছু ভোজন-দক্ষিণা দিলে মহাপুণ্য হ'য়ে উঠ্‌বে, কেমন?

৩য় বাহক। আর যে পারিনে, কাঁধের চামড়া একপরদা উঠে গেল। দোহাই! একটু আস্তে আস্তে যেতে দাও।

পাপ। চুপরাও শালা! মজা দেখাচ্ছি। (সজোরে বেত্রাঘাত)

বাহকগণ। দোহাই ধর্ম্মরাজ নহুষ! ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মহত্যা।

(শিবিকা ভূমে নিক্ষেপ)

(শিবিকা হইতে নহুষের পতন)

নহুষ। (সক্রোধে উঠিয়া) কি কি এতদুর স্পর্দ্ধা? সখা! সখা! এখনো এদের জীবিত রেখেছ? কৈ? কৈ? আমার পাদুকা? (পাদুকা প্রহারোদ্‌যোগ)

(বাহকগণের সকরুণ চীৎকার)

সহসা হরিদাসের প্রবেশ।

গীত।

কর কি কর কি মের না মের না।
ব্রাহ্মণের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রনা ক'রনা॥
মরিবে মরিবে নরকে ডুবিবে,
ব্রহ্মহত্যা-পাপে এড়াতে নারিবে,
জ্বলন্ত পাবকমাঝে, পতঙ্গসমান সেজে,
পাপের মোহেতে ম'জে, হায় হায় গিয়ে নিজে—
ঝাঁপ দিয়ে প'ড়না প'ড়না॥ [প্রস্থান।

নহুষ। মার, মার, যত পার মার।

পাপ। (সকলকে বেত্রাঘাত করণ)

বাহকগণ। ম'লেম, ম'লেম, কোথায় কে আছ, রক্ষা কর।

১ম বাহক। সঞ্চিত তপোধর্ম্ম নষ্ট হয় হ'ক, তথাপি পাষণ্ডের প্রহার আর সহ্য ক'র্‌তে পারিনা। (উপবীত ধারণপূর্ব্বক) নহুষ! নহুষ!

মদগর্ব্বে-গর্ব্বিত-পাপ-সুহৃদ নহুষ! আজ ব্রহ্মণ্য-তেজের সামর্থ্য প্রত্যক্ষ কর। ধর, ব্রাহ্মণগণ! যজ্ঞোপবীত ধর, আর একসঙ্গে সকলে সমস্বরে বল, "নহুষ! ধ্বংস হও, নহুষ ধ্বংস হও।"

বাহকগণ। নহুষ, ধ্বংস হও, নহুষ! ধ্বংস হও।

১ম বাহক। বল সকলে উচ্চৈঃস্বরে, "নহুষ! আজ হ'তে তুই সর্পযোনি প্রাপ্ত হ"।

বাহকগণ। নহুষ! আজ হ'তে তুই সর্পযোনি প্রাপ্ত হ।

নহুষ। এঁ্যা, এঁ্যা এঁ্যা, ম'লেম, ম'লেম! [ বেগে প্রস্থান।

পাপ। এইবার পাপেরও সাধ পূর্ণ হ'ল। [ প্রস্থান।

বাহকগণ। জয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয়, জয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয়।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### বৈকুণ্ঠধাম

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

বিষ্ণু। কেন বল দেখি লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। দেখে শুনে।

বিষ্ণু। কি দেখ্‌লে আর কি শুন্‌লে?

লক্ষ্মী। সব দেখ্‌ছি আর সব শুন্‌ছি।

বিষ্ণু। সাধে কি তোমায় সবে চঞ্চলা বলে?

লক্ষ্মী। সাধে কি তোমায় সবে নির্দ্দয় বলে?

বিষ্ণু। পাষাণীর কন্যার যখন মন যুগিয়ে চল্‌তে হয়, তখন নির্দ্দয় না হ'য়ে থাক্‌তে পারি কই?

লক্ষ্মী। পাষাণীর কন্যা ব'লে আমাকে কি বিদ্রূপ ক'র্‌চ, কিন্তু বল দেখি, কঠিন হ'তেই কোমলতার সৃষ্টি কিনা? কঠিন বৃক্ষশাখাতেই কোমল কুসুম বিকসিত হয় কিনা? পূতসলিলা শৈলসুতা জাহ্নবীর উৎপত্তিস্থান, সেই কঠিন পাষাণ-গর্ভ কিনা? কঠিন পর্ব্বতমধ্য হ'তেই নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হয় কিনা? আর তোমার নিজের শিলামূর্ত্তির কথা স্মরণ কর ত, সে মূর্ত্তিও কি তোমার সেই কঠিন পাষাণ হ'তে উৎপন্ন হয় নাই?

বিষ্ণু। আচ্ছা পরাস্ত হ'লেম। এখন তোমার উদ্দেশ্য কি,—ভূমিকা না ক'রে প্রকাশ ক'রে বল দেখি?

লক্ষ্মী। তোমারই প্রিয়ভক্ত কুশধ্বজ এবং কল্যাণীর প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা দেখাতে পার্‌বে না, এই আমার উদ্দেশ্য।

বিষ্ণু। সে নিষ্ঠুরতা-প্রদর্শনের পরিণাম যদি অশেষ কল্যাণময় হয়, তবে তোমার তাতে আপত্তি কি লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। যদি জীবন ভ'রেই দুঃখের প্রবল দাহনে দগ্ধ হ'তে হয়, তবে সে পরিণামের মুহূর্ত্ত মাত্র শান্তিলাভের ফল কি, তা ত কিছুই বুঝতে পারি না।

বিষ্ণু। সর্ব্বদিনব্যাপী পিপাসার শান্তি কি, একবার মাত্র শীতল সলিল পানে হয় না?

লক্ষ্মী। তার চেয়ে তাকে পিপাসা না পেতে দেওয়াই ত ভাল।

বিষ্ণু। ভাল কমলা! পিপাসা না পেলে কি কেউ শীতল সলিলের সন্ধান ক'র্‌ত?

লক্ষ্মী। কেন ক'র্‌বে না? সলিল ভিন্ন যে, প্রাণ ধারণ করাই অসম্ভব।

বিষ্ণু। পিপাসা ভিন্নও তেমনি সলিলপানের ইচ্ছা অসম্ভব। পিপাসা আছে ব'লেই সলিল, আবার সলিল আছে ব'লেই পিপাসা, অন্ধকার আছে ব'লেই আলোক, আলোক আছে ব'লেই অন্ধকার, শীত না

থাক্‌লে গ্রীষ্ম থাক্‌ত না, আবার গ্রীষ্ম না থাক্‌লে শীত থাক্‌ত না। দুঃখ আছে ব'লেই সুখ, সুখ আছে ব'লেই দুঃখ, অমৃত না হ'লে বিষ হ'ত না, বিষ না হ'লেও আবার অমৃত হ'ত না। এ সব কি তুমি জান না লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। তা যাই বল, আমি কিন্তু কুশধ্বজ এবং কল্যাণীর দুঃখ দেখ্‌তে পার্‌ব না।

বিষ্ণু। নিয়তির লিপি কেমন ক'রে খণ্ডন ক'র্‌বে?

লক্ষ্মী। তোমার ইচ্ছাই ত নিয়তি।

বিষ্ণু। সে ইচ্ছার যথেচ্ছাচারিতা ক'র্‌তে আমি কখনই পারি না।

লক্ষ্মী। তা হ'লে, তুমি যথার্থই সেই হরিভক্ত বালক-বালিকাকে কষ্ট দেবে?

বিষ্ণু। সে কথা ত পূর্ব্বেই তোমায় ব'ল্লেম।

লক্ষ্মী। ওঃ—তুমি কি নির্দ্দয়! নিজের ভক্তকে কষ্ট দিতে প্রাণে ব্যথা লাগেনা? জানি না নারায়ণ! তবু কেন তোমাকে ভক্তাধীন দয়াময় ব'লে ডাকে।

গীত

কেনহে কেন নির্দ্দয়, বলহে বল আমায়,
দয়াময় তোমায় বলে হে।
তব পদে লয় যে শরণ, ভাসে সে জন নয়ন-জলে হে॥
কিংশুক-কুসুম বিহীন সৌরভ,
করে না হে কেহ আদর গৌরব,
মধুহীন ফুলে, অলি নাহি ভুলে, ধায় সে কমলদলে হে॥
নিঠুর-নিপট-কপট-হৃদয়, বারিহীন যেন শুষ্ক মরুময়,
তব গুণ এবে গাবে জগৎময়, চরাচরে জলে স্থলে হে॥

বিষ্ণু। তুমি যতই বল কমলা! কিছুতেই আমি নিয়তির গতি রোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

লক্ষ্মী। নিতান্তই পারবে না ?

বিষ্ণু। নিতান্তই পারব না।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তুমি না পার, আমি পারব।

বিষ্ণু। লক্ষ্মি! পাগল হ'য়েছ ?

লক্ষ্মী। কাজে দেখাব।

বিষ্ণু। এমন শক্তি তোমার নাই।

লক্ষ্মী। স্বয়ং মহাশক্তি যার জননী, তার শক্তি নাই ? একথা কেবল আজ তোমার মুখে শুনলেম।

বিষ্ণু। দেখ কমলা! তোমাকে বোঝালে বোঝনা, এ বড় দুঃখের কথা। তুমি যা মনে ক'রছ, কিছুতেই তা পেরে উঠবে না। বৃথা অশান্তি ভোগ ক'রবে। বোধ হয়, এই জন্যই তোমার নাম চঞ্চলা।

লক্ষ্মী। বেশ,—পারি কি না, তাই দেখ'।

বিষ্ণু। শুধু দেখলে ত আমার হবে না, নিয়তির রীতি স্থির রাখতে আমাকে যে, তার সাহায্য ক'রতে হবে।

লক্ষ্মী। পার, ক'র।

বিষ্ণু। নিতান্ত জ্ঞান-শূন্যা হ'য়েছ।

লক্ষ্মী। তাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই।

বিষ্ণু। ভাল, তুমি কি ক'রবে স্থির ক'রেছ ?

লক্ষ্মী। কুশধ্বজ এবং কল্যাণীকে তোমার নিষ্ঠুরতার করালগ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রব।

বিষ্ণু। তা হ'লে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্ছ ?

লক্ষ্মী। সে, তুমি ? না আমি ?

বিষ্ণু। আমি চিরনীতিরই অনুসরণ ক'চ্ছি। তুমি সেই নীতির লঙ্ঘন ক'রতে উদ্যতা হ'য়েছ। তোমার এই মহাভ্রান্তির জন্য অনুতাপ—যথা সময়ে কার্য্যক্ষেত্রেই প্রকাশ পাবে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা এই আমি তাদের রক্ষা ক'র্‌তে চ'ল্লেম।

বিষ্ণু। এই বেশেই?

লক্ষ্মী। না ছদ্মবেশে।

[ প্রস্থান।

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) হরি-ভক্তের ভাবী দুঃখ দূর ক'র্‌তে, চঞ্চলা আমার চঞ্চল হ'য়ে প্রস্থান ক'র্‌লে। আহা! রমণী-হৃদয় কি কোমলতার আধার! স্নেহ কোমলতার সার অংশ দ্বারাই রমণী-হৃদয় গঠিত। রমণী যদি এতদূর কোমল-প্রাণা না হ'ত, তা হ'লে কর্ম্ম-কঠোর পুরুষ-হৃদয় সংসার-মরুভূমিতে কখনও শান্তির সুশীতল সরোবর-সলিলে স্নান করে, প্রাণের সন্তাপ দূর ক'র্‌তে পার্‌ত না।

নারদের প্রবেশ

নারদ। তা হ'লে উপায় কি দয়াময়!

বিষ্ণু। কেন? লক্ষ্মীর ভাব দেখে?

নারদ। মা আমার যে মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ হ'তে বের হ'লেন, তা দেখে ত আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল, মায়ের এরূপ ভাব ত আর কখন দেখি নাই।

বিষ্ণু। এখন লক্ষ্মীর কথা হ'চ্ছে, যাতে কুশধ্বজ ও কল্যাণীকে কোন কষ্ট প্রদান করা না হয়, তারা বিনা পরীক্ষাতেই বৈকুণ্ঠে স্থান পায়। আমি বলি, তা হ'তে পারে না। এইরূপ বাদানুবাদে কমলা অভিমানে কুশধ্বজ ও কল্যাণীকে রক্ষা কর্‌বার জন্যই বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রেছে।

নারদ। তা হ'লে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বড়ই জটিল হ'য়ে দাঁড়াবে। এদিকে পাপচক্রে নহুষও স্বর্গচ্যুত এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হ'য়ে, বায়ুমধ্যে কুলাল-চক্রের ন্যায় অহর্নিশি ঘূর্ণিত হ'চ্ছে, ওদিকে, নহুষ-পুত্র যযাতিও বিলাসিতার পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। তবেই দেখুন,—

যে কারণে নহুষকে স্বর্গভ্রষ্ট করা, যে কারণে যযাতিকে বিলাসপরায়ণ করা, এক কুশধ্বজের প্রতি উৎপীড়ন ভিন্ন ত, সে কারণদ্বয়ের সমাধান হবে না। যযাতির দ্বারা নহুষের উদ্ধারসাধন ক'র্‌তে হ'লেই কুশধ্বজের প্রয়োজন হবে। তা কুশধ্বজকে যদি মা নিজেই রক্ষা করেন, তা হ'লে আর কি ক'রে কি হবে হরি!

বিষ্ণু। দেখ নারদ! আমি তোমাদের প্রত্যেক কার্য্যকেই উত্তম ব'লে সমর্থন ক'র্‌তে পার্‌ব না। এই যে পরম ধার্ম্মিক নহুষ, পাপের চক্রান্তে মহাপাপে নিমগ্ন হ'য়ে স্বর্গচ্যুত হ'য়েছে, এরূপ নিন্দিতকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কি তোমাদের দেবোচিত কার্য্য হ'য়েছে?

নারদ। তা হ'লে বাসবের গতি কি হ'ত?

বিষ্ণু। বাসবের গতি কি হবে না হবে ব'লে যে একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি বৃথা অত্যাচার ক'র্‌তে হবে, তার কি কারণ আছে নারদ! যাক্, যা হবার তা হ'য়েছে। এখন আমার নহুষকে উদ্ধার ক'র্‌তেই হবে। নহুষের উদ্ধারসূত্রে যযাতির উদ্ধার, আবার যযাতির উদ্ধার-সূত্রে কুশধ্বজের ভক্তি-পরীক্ষা। এই কয়টীই আমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য। তোমাকে আমি পূর্ব্বে যেরূপ ব'লেছি, তুমি সেই ভাবে যযাতিকে গিয়ে নরমেধ যজ্ঞের মন্ত্রণা দেবে, তা হ'লেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

নারদ। সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে মা কমলা বিঘ্ন সাধন ক'র্‌বেন না ত?

বিষ্ণু। নারদ! তোমার এখনও ভ্রম দূর হয়নি! লক্ষ্মীতে নারায়ণে কি কখনও ভেদ আছে? উপস্থিত লক্ষ্মীর কার্য্যাবলি আমাদের বিরোধী-রূপে মনে হ'লেও অবশেষে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, সে কার্য্য আমাদের কার্য্যেরই অনুকূল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

নারদ। নারদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির এমন কি শক্তি আছে যে, যাতে প্রভুর কৌশল-জাল ভেদ ক'র্‌তে পারে? তাই দুঃখ পেকে গেল,

তোমাকে দেখেই গেলাম, কিন্তু, একদিনের জন্য চিনে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। সব দিলে চিন্‌বার, চোখ ত দিলে না চিন্তামণি! যদি তোমাকে চিন্তেই পার্‌তেম্‌, তা হ'লে কি আর, চিন্তা ক'রে ক'রে, এমন দুশ্চিন্তা-জালে জড়িত হ'তেম। তাই ব'ল্‌ছি হে চিন্ময়! তোমাকে চিন্‌বার চোখ দুটী আমাকে দাও, আমি চির-দিনের মত কুচিন্তার কর হ'তে নিষ্কৃতিলাভ করি।

গীত

হরি, তোমায় চিন্‌তে নারি।
চিন্‌তে দিলে চিন্তামণি তবেই তোমায় চিন্‌তে পারি॥
চির দিন ক'রে চিন্তা, তবু গেলনা কুচিন্তা,
কবে হবে সে সুচিন্তা, বল ওহে চিন্তাহারি॥
চপল এ চিত্ত মম, চঞ্চলা চপলাসম,
কেমনে পাব চরণ, চরমের ধন হরি;—
চিদানন্দ তুমি চিন্ময়, চিরানন্দ দাওহে আমায়,
তব চিন্তায় হব তন্ময়, এই ভিক্ষা চাই হে মুরারি॥

নারদ। দাস বিদায় হ'চ্ছে।

বিষ্ণু। এস নারদ। [ নারদের প্রস্থান।

যাই, কমলার কার্য্যে বাধা দিতে আমিও মর্ত্ত্যধামে যাই। [ প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান-পথ

রসময়ী-মালিনীর প্রবেশ

মালিনী। গীত

তোরা কে নিবিগো এই ফুলের মালা।
এমন মালা প'র্‌লে পরে থাক্‌বেনা আর কোন জ্বালা ॥

মালীর প্রবেশ

মালী। গীত

মাইরি নাকি প্রাণের টিয়ে,
জ্বালা জুড়াবি মালা দিয়ে,

মালিনী। আঃ মর মর, তুই কেনরে,

মালী। তুই যাস্‌নি কোথা মাথার কিরে.

মালিনী। কেনরে কি হ'য়েছে ?

মালী। প্রাণে খট্‌কা ধ'রে গেছে,

মালিনী। আ—গেল যা, মরণ আর কি,

মালী। তুই যে আমার ময়না-পাখী,

মালিনী। আমি পাখী, তুই পাখা মোর,
ওরে রসের চিকণকালা।

[ প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### প্রয়াগ-নাট্যশালা

যযাতি, চাটুকারগণ, মন্ত্রী, রঞ্জনলালের প্রবেশ।

যযাতি। ( প্রমত্ত ভাবে ) আচ্ছা তার পর ?

চাটুকারগণ। তাইত বটে, তার পর ?

রঞ্জন। প্রবেশ ও প্রস্থান।

যযাতি। পতন ও মূর্চ্ছা থাক্‌বে না ?

চাটুকারগণ। কেন থাক্‌বে না ? নিশ্চয়ই থাক্‌বে, সহস্রবার থাক্‌বে।

মন্ত্রী। মহারাজ কি নাটক লিখতে ব'স্‌লেন ?

রঞ্জন। না, না—এর মধ্যে নাটক পড়া হবে না ; কারণ, না—টা—বড়ই টক্।

যযাতি। বা, বা, নাটকশব্দের বেশ ব্যাখ্যা হ'য়েছে !

চাটুকারগণ। চমৎকার চমৎকার, অতি চমৎকার, সুন্দর ব্যাখ্যা, সরলার্থ ভাবার্থযুক্ত টীকাকারের ন্যায় ব্যাখ্যা হ'য়েছে।

যযাতি। দাও এখন তার পর ছেড়ে।

চাটুকারগণ। দাও, একদম ছেড়ে দাও। ওকে একেবারে রসাতলে পাঠাও।

যযাতি। আচ্ছা, আমার মত সুখী কি কেউ জগতের মধ্যে আছে ?

চাটুকারগণ। আজ্ঞে কেউ না, সুখ যা সৃষ্টি হ'য়েছে, সে কেবল এক—মহারাজ যযাতির জন্য মাত্র।

যযাতি। এ বিষয়ে রঞ্জনই কি বল ?

রঞ্জন। এ বিষয়ে কি আর কিছু বক্তব্য আছে?

যযাতি। আচ্ছা মন্ত্রিন্! তোমার মত?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এ একেবারে সর্ব্ববাদি-সম্মত।

রঞ্জন। ব'ল্লেমই ত, এক ভিন্ন দুই পাবেন্ না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

যযাতি। সখা যে আবার ব্রহ্মজ্ঞান আরম্ভ ক'র্‌লে।

চাটুকারগণ। আরে ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! থু! থু! থু! এখানে কি ও কথা তিলার্দ্ধকালও তেষ্টাতে পারে?

যযাতি। তবে এখন বসন্তোৎসব আরম্ভ ক'রে দাও। নর্ত্তকীদের ডাকাও।

চাটুকারগণ। হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই নর্ত্তকীদের এখন চাই।

সুরাপাত্রহস্তে নর্ত্তকীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত

এস এস বঁধু আজি চাঁদিমা রজনী।
প্রেম ভালবাসা, যাহা তব আশা,
দিব দিব তোমা শুন গুণমণি॥
মোরা বিরহিনী আবেশে বিভোরা,
তব আশে আছি হ'য়ে পাগলিনী-পারা,
তুমি গো মনোচোরা, চুরি করি মন প্রাণ,
কোথা যাও বল বল শুনি॥
হৃদয়-আসনে বসাব যতনে,
নয়ন হিল্লোলে মজাব প্রাণ,
মধুর অধর-সুধাকর,
মধুকর সম থাক দিবা যামিনী॥

যযাতি। এমন নৃত্য-গীত সব কোথায় শিখেছ সুন্দরিগণ!

চাটুকারগণ। তাই ত, তাই ত, এমন হাব ভাব, কোমর দোলান সব কোথায় শিখেছ চাঁদ!

রঞ্জন। ফুলকুমারিরা সব! এক এক গ্লাস ঢেলে, মুখে তুলে দিয়ে, আসর জমাট কর ত দেখি?

( নর্ত্তকীগণের গান করিতে করিতে সুরাপাত্র প্রত্যেককে প্রদান )

গীত

সুধা পিও পিও পেয়ালা ভর।
নেশাতে চন্ চন্ হবে তর্ তর্ তর্॥
পিও সবুর সবুর, সৌরভে সবই ভরপুর,
হাওয়াতে ছোটে ভুর ভুর, কামে ভারি জ্বর জর॥
ঠাঁরি লালিআঁখি, প্রাণে মাখামাখি,
পিয়াস মিটে নাকি, ঢালি সুধা-সাগর॥

যযাতি। আর স্বর্গ কোথা প্রাণসখা!

চাটুকারগণ। তাই ত গা? স্বর্গ কোথা একবার দেখ্‌তে হবে যে!

রঞ্জন। এই যে, একনিশ্বাসে হাতে তুলে দিয়েছি।

যযাতি। বা, বা, বেশ, বেশ, সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাচ্ছে, সেই দিকেই যেন সৌন্দর্য্য ফুটে ফুটে বের হ'চ্ছে।

সুন্দর যামিনী-কোলে সুন্দর জোছনা।
সুন্দর সমীর বয়, সুন্দর সরসে।
সুন্দর কুসুম দোলে পাতার আড়ালে।
সুন্দর মধুপ মরি মধুর গুঞ্জরে।
সুন্দর নর্ত্তকী কণ্ঠে সুধার লহরী।
সুন্দর মোহন হাসি চারু বিম্বাধরে।
এতসুখ মোর তরে সৃজিয়াছে বিধি,
নিরবধি ডুবে থাকি সুখের সাগরে।
গাও গাও একতিল দিওনা বিরাম।
এইভাবে নিশা আজি হবে অবসান।

সরলসিংহের প্রবেশ।

[ সকলের ব্যস্তভাব ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সরল। বাধ্য হ'য়ে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে সরলসিংহকে অনধিকার প্রবেশ ক'র্‌তে হ'য়েছে। আশা করি, কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে মহারাজ, আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন।

যযাতি। আরে আরে সেনাপতি সরল! তা যথার্থই তুমি প্রকৃতভাবে সরল। এ সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান ক'র্‌বে।

চাটুকারগণ। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ।

সরল। মুহূর্ত্তকাল মহারাজ! স্থির হ'য়ে আমার বক্তব্য বিষয় শুনুন, ব্যাপার বড় গুরুতর।

যযাতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা শুন্‌ছি, তা শুন্‌ছি, তোমার কথা শুন্‌বনা ত আর কার কথা শুন্‌ব সরল? কি বল হে?

চাটুকারগণ। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ।

যযাতি। তা সরল! আজ আমার বসন্তোৎসব, তুমি এসেছ, সুখের বিষয়। একবার নর্ত্তকীদের কণ্ঠ-সুধা পান কর।

চাটুকারগণ। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ।

সরল। মহারাজ! রাজ্য-সংক্রান্ত ভীষণ বিপদ উপস্থিত, এ সময়ে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, আমার কথা কয়েকটী মন দিয়ে শুনুন।

যযাতি। কেন শুন্‌বনা? সব শুন্‌ব, সব ক'র্‌ব, রাখ, স্থির হও, একটু আনন্দ ক'র্‌তে দাও, যে কাজটা ধরা গেছে, সেটা সমাধা হ'য়ে যাক।

রঞ্জন। দেখ সেনাপতি! প্রথমতঃ—এ সময়ে তোমার এখানে আসাই ঠিক হয় নাই, তারপর আবার,—অত ব্যস্তবাগীশ হ'লে চ'ল্‌বে কেন? একটু ব'স, জিরোও, তারপর বাজে কথা কও'।

সরল। কাজের কথা ব'লেই এত ব্যস্ততা, নতুবা বাজে কথা হ'লে সেনাপতি এখানে আস্‌ত না।

রঞ্জন। হ'তে পারে, তুমি কি আর মিছে কথা ব'লছ ?

সরল। মহারাজ ! মহারাজ ! আর বিলম্বের সময় নাই, বিলম্বে মহাবিপদ উপস্থিত হবে। দাসের কথা একবার মাত্র শ্রবণ করুন।

যযাতি। ঐ ত সেনাপতি ! তোমার দোষ, তুমি সময় বোঝনা, কাজ বোঝনা, রস বোঝনা।

সরল। বুঝ্‌বার যে আর সময় নাই মহারাজ !

যযাতি। কেন থাক্‌বেনা সেনাপতি ! বেশ আছে, সময় অনন্ত—অসীম।

চাটুকারগণ। কুল নাই, কিনারা নাই, একেবারে ধূ ধূ ক'র্‌ছে।

সরল। ক্ষমা করুন আপনারা একটু কাল আমায় অবসর দিন, আমার বক্তব্য বিষয়ের উত্তর নিয়ে আমি বিদায় হচ্ছি।

মন্ত্রী। ( জনান্তিকে ) সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে দেখ ছি।

রঞ্জন। ( জনান্তিকে ) ভয় নাই, সে কথা নয়।

মন্ত্রী। ( জনান্তিকে ) তবে যা বল্‌বার—ব'লে আপদ বিদায় হ'ক্ না।

রঞ্জন। ( জনান্তিকে ) আচ্ছা সে কথা মন্দ বল নাই। তাই ক'র্‌ছি ( প্রকাশ্যে ) মহারাজ !

যযাতি। কি প্রাণসখা !

রঞ্জন। এক কাজ করুন, সেনাপতির কথাটা কি, একবার শুনুনই না ?

যযাতি। তবে শুন্‌ব ?

চাটুকারগণ। আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ।

সরল। ( স্বগতঃ ) ওঃ—কি ভয়াবহ নরক, যত নারকীর দল একত্র হ'য়ে, এমন পবিত্র সরলপ্রাণ যযাতির সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌তে ব'সেছে।

যযাতি। আচ্ছা সরল ! তুমি চুম্বকে বেশ সরলভাবে তোমার বক্তব্য ব'লে যাও।

সরল। মহারাজের পূর্ব্বশত্রু বিদেহরাজের কথা বোধ হয় স্মরণ আছে ?

যযাতি। কেন থাক্‌বে না, তুমি ব'লে যাও।

চাটুকারগণ। দাঁড়ি কমা বাদ দিয়ে ব'লে যাও।

সরল। বিদেহরাজ-প্রেরিত দূত-মুখে যা শুন্‌লেম, তাই ব'লছি।

রঞ্জন। যা শুনেছ, তা ভিন্ন যা না শুনেছ, তা ব'ল্‌বে কেন?

যযাতি। সেনাপতি! বড় সময় নিচ্ছ।

সরল। দূতের মুখে শুনলেম—

রঞ্জন। ঐ আবার পুনরুক্তিদোষ।

সরল। মিনতি ক'র্‌ছি, আপনারা এ সব কথায় কান দেবেন না।

রঞ্জন। যতক্ষণ শ্রবণশক্তি আছে, ততক্ষণ কেমন ক'রে কালা হই বল?

সরল। ধিক্‌রে চাটু-প্রবৃত্তি!

যযাতি। ও—বড় বিলম্ব ক'র্‌ছ সেনাপতি! বসন্তোৎসবটা মাটী ক'র্‌লে দেখ্‌ছি।

চাটুকারগণ। মাটী ব'লে মাটী, খাঁটী কাদা জ'মে গেল।

সরল। মহারাজ! আজ কেবল পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় মহারাজের উপদেশবাণী স্মরণ ক'রে, আর মহারাজের বিপদ নিকটবর্ত্তী জেনে, এই সব শ্লেষবাক্য সহ্য ক'র্‌ছি, নতুবা—কি ব'ল্‌ব। (কোষে হস্ত প্রদান)

(সকলের ভীতিভাব প্রদর্শন)

যযাতি। ভয় নাই তোমাদের, সরল আমার তেমন নয়। বল সেনাপতি! দূত কি ব'ল্লে?

সরল। ব'ল্লে—মহারাজের রাজকার্য্য পরিদর্শনের অভাবে,—

যযাতি। বড় বেড়ে যাচ্ছে, খুব চুম্বকে ব'লে ফেল।

সরল। সেইজন্য বিদেহপতি মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে স্বয়ং প্রয়াগ-সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌তে দৃঢ়সংকল্প।

যযাতি। হা, হা, হা। (হাস্য)

সকলে। হো, হো, হো। (হাস্য)

সরল। এ হাস্যের সময় নয়।

যযাতি। সেনাপতি! ভয় পেয়েছ?

সবল। বিন্দুমাত্র নয়, যতক্ষণ ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত সঞ্চারিত হবে, ততক্ষণ সরলসিংহ প্রভুর জন্য অসি ধারণ ক'র্‌তে তিলমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ ক'র্‌বে না, কেবল অনুমতির অপেক্ষা।

যযাতি। তোমার বক্তব্য শেষ হ'য়েছে ?

সরল। বক্তব্য শেষ হ'য়েছে, কর্ত্তব্য কি, তা এখনও মহারাজ আদেশ করেন নাই।

যযাতি। হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছি, কর্ত্তব্য কি? তাই ত, কর্ত্তব্য কি ? আমি নিজে যখন যুদ্ধে যেতে পার্‌ছিনে, তখন কর্ত্তব্য কি ? তাই ত !

সরল। মহারাজের যুদ্ধে যেতে হবে না, কেবল আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছি।

যযাতি। তা হ'লে যদি আমাকে এই বসন্তোৎসব ছেড়ে না যেতে হয়, তাহ'লে যাও, এখনি তুমি যুদ্ধে যেতে পার।

সবল। যে আজ্ঞে। ( অভিবাদন ) জয় জগদীশ্বর ! [ প্রস্থান।

মন্ত্রী। ( জনান্তিকে ) দেখ্‌লে রঞ্জন ! সেনাপতির উপর মহারাজের কেমন বিশ্বাস ! এ সম্বন্ধে মন্ত্রীর সঙ্গে কোন মন্ত্রণাই কর্‌লেন না।

রঞ্জন। ( জনান্তিকে ) তা ভালই হ'য়েছে, যায় যাক্ সেনাপতি দিয়েই হ'য়ে যাক্। আপদের শান্তি হ'লেই ভাল।

যযাতি। মরুক গে, কিসের যুদ্ধ। কৈ ? ডাক রঞ্জন। এইবার।

রঞ্জন। ডাকতে হবে না, ঠিক এসে উদয় হবে।

নর্ত্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ।

গীত

ভাল বাসে ব'লে ভালবাসি।
হাসে মুখপানে চেয়ে, তাই দেখাই হাসি ॥
আসে প্রাণের টানে, রাখি প্রাণে টেনে,
মাতাই প্রেমগানে, বাণ আঁখি কোণে,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, সে যে ভাবে উদাসী ॥

( যযাতির নিদ্রাকর্ষণ ও পুষ্পবেদীর উপর শয়ন )

রঞ্জন। মহারাজ নিদ্রাগত, রজনীও হয় গত,
ভঙ্গ দাও অন্ধকার মত,
যাও রে নর্ত্তকী যত নিজ নিজ স্থান।

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। সিদ্ধ তবে মোদের ব্রত?

রঞ্জন। আরো মজা আছে কত।

মন্ত্রী। চল মোরা স্বস্থানেতে যাই।

[ যযাতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পিতৃ-ভক্তির প্রবেশ।

গীত

অজ্ঞান-তমসা-ঘোরে, কত আর ঘুমাইবি বল্।
মায়া ঘুম ভেঙ্গে এবে, মম সাথে চল্‌রে চল্ ॥
আমি রে তোর পিতৃ-ভক্তি, দিতে তোরে চিরমুক্তি,
নাশিতে পাপ-আসক্তি, এসেছি রে হইয়ে চঞ্চল ॥

যযাতি। ( নিদ্রাজড়িতস্বরে ) অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, সারারাত্রি জেগেছি, এখন একবার বেশ ক'রে ঘুমাব। তুমি জ্বালাতন ক'রনা।

পিতৃ-ভক্তির পুনর্গীত।

কি ছিলি কি হয়ে গেলি, তবু আঁখি না মেলিলি,
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলি, মজিলি মোহেতে কেবল ॥

যযাতি। ( কিঞ্চিৎ মস্তক তুলিয়া ) ম'জিছি ম'জিছি বেশ ক'রেছি। তুই কেন আমায় জ্বালাতে এলি? না না ঘুমই। ( পুনঃ শয়ন )

পিতৃ-ভক্তির পুনর্গীত।

এ মোহ ছুটিবে যখন বুঝিবি অবোধ তখন,
ভাঙ্গিবে এ সুখ-স্বপন ঝরিবে নয়নে জল ॥

[ প্রস্থান।

যযাতি। কৈ ? কোথায় ? সেই কমনীয় কণ্ঠস্বর যে আমার কর্ণে এখনও প্রতিঘাত ক'র্‌ছে। কোথায় গেল ? নিশ্চয় স্বর্গীয় কোন রমণী মুর্ত্তি, তাই ত ! কি ধাঁধাঁয় পড়া গেল। দূর হ'ক, অত ভাবতে পারিনে এখন ঘুমাই। ( পুনঃ শয়ন )

( অদূরে নহুষের প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব )

নহুষ। ( ধীর-গম্ভীর-কষ্ট-জড়িত স্বরে )

যযাতিরে ! যযাতিরে !
বড় কষ্ট মোর !
শুষ্ক কণ্ঠে একবিন্দু বারি নাহি পাই।
না পারি সহিতে এই দারুণ পিপাসা।
শূন্য প্রাণ শূন্য আলম্বন,
ঘূর্ণী-বায়ুসনে ঘুরি অহরহ।
কি কব এ যন্ত্রণার কথা।
দগ্ধ লৌহ যেন মোর সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিছে !

যযাতি। ( দেখিয়া সভয়ে ) এ্যাঁ এ্যাঁ, এ কে ? কি বিভীষিকা ! কে আছ কোথায়, ছুটে এস।

নহুষ। যযাতিরে ! ভয় নাই বাপ !
আমি তোর জন্মদাতা পিতা।
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হ'যে প্রেতমূর্ত্তি ক'রেছি ধারণ,
তাই মোরে না পার চিনিতে।

যযাতি। কিছু না বুঝিতে পারি,
কোথা আমি ?
তবে কি এ প্রেতলোক ?
কোথা গেল নাট্যশালা মোর ?
কোথা গেল নর্ত্তকী সকল ?

কোথা গেল ত্যজি মোরে প্রাণের রঞ্জন ?
এ—কি ?
কেন এই প্রহেলিকা ?
নিশ্চয় স্বপন মোর।
কিম্বা হবে সুরার বিকার।
ঐ ঐ সেই বিভীষিকা পুনঃ,
কায়াহীন ছায়ামূর্ত্তি !
না না, পারি না দেখিতে। (দুই হস্তে নেত্রাচ্ছাদন)

নহুষ। যযাতিরে ! দিনু পরিচয়,
চিনিলিনা তবু মোরে হায় ?
বুঝিলিনা কিবা দুঃখ মোর ?
নিদ্রাহীন, শান্তিহীন দাবদগ্ধ প্রায়,
শূন্যে শূন্যে বেড়াই ঘুরিয়ে।
ভেবে দেখ কিবা সে যাতনা।
তুই পুত্র থাকিতে জীবিত,
না করিলি উদ্ধার পিতায় ?
পুত্র-দত্ত-পিণ্ড প্রাপ্তি আশে,
করে নর পুত্রের কামনা।
কিন্তু যযাতিরে !
পাপের ছলনে ভুলি,
দিবানিশি মদমত্ত হ'য়ে,
সত্য ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি,
করেছিস্ পিতৃ-পিণ্ড লোপ।

যযাতি। (চীৎকার করিয়া) স্বপ্ন নয, স্বপ্ন নয় !

নহুষ। দেখ্‌ চেয়ে যযাতিরে মেলিয়ে নয়ন।

নহুষ আমার নাম, আমি তব পিতা।
বড় ব্যথা না পারি সহিতে।
আসিয়াছি তব কাছে।
রক্ষা কর্ আমারে যযাতি।

যযাতি। ( দেখিয়া ) এ্যাঁ এ্যাঁ তুমি যদি মম পিতা!
তবে কেন তব এরূপ মূরতি ?
স্বর্গসিংহাসন ত্যজি,
কেন ভ্রম শূন্যেতে মিশিয়া ?

নহুষ। যযাতিরে!
পুণ্যবলে হ'য়েছিনু স্বর্গের ঈশ্বর ;
কিন্তু হায়! দুষ্ট পাপ ষড়্রিপু সহ,
প্রবেশিয়া আমার হৃদয়ে,
হিতাহিত জ্ঞানহীন করিয়া আমায়,
পাপ কার্য্যে নিয়োজিত করিল আমারে।
যযাতিরে! কি কব দুঃখের কথা!
যে ব্রাহ্মণে চিরদিন ইষ্টদেব জ্ঞানে,
সেবিতাম অহর্নিশি সেবকের সম ;
সেই দ্বিজে করিলাম শিবিকা-বাহক
পাপের মন্ত্রণা শুনি,—
সেই দ্বিজে করিবারে পাদুকা প্রহার,
ধ'রেছিনু স্বকরে পাদুকা।
যযাতিরে! তাই সেই
তপঃ-সিদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপে,
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হ'য়ে প্রেতযোনি লভিলাম হায়।
সেই হ'তে ঘুরি বায়ু পথে,

দিবানিশি কুলাল চক্রের সম।
কি কব প্রাণের জ্বালা,
যযাতিরে ! উঃ সহেনা আমার। (রোদন)

যযাতি। পিতা ! পিতা ! ক'রনা রোদন।
আর নাহি ভ্রান্তি মম চিতে।
আর দুঃখ দেখাওনা মোরে।
আর কষ্ট শুনাওনা পিতা !
তব মর্ম্মব্যথা মাখা করুণ রোদনে,
হইয়াছে চৈতন্য উদয়।
বুঝিয়াছি এ সুখের সীমা আছে।
জানিলাম তাত !
সুখ দুঃখ চক্রবৎ হ'তেছে ঘূর্ণিত।
যযাতির সুখ-স্বপ্ন গিয়াছে কাটিয়া।
যযাতির দিব্য চক্ষু ফুটেছে এখন।
কিছুক্ষণ আগে—
যে যযাতি ভেবেছিল,
শুধু যযাতির তরে,
সুখের অমিয়পূর্ণ করিয়া সংসার,
গড়িয়াছে বিধি হায় বিরলে বসিয়া।
এবে বুঝিয়াছি তব কৃপাবলে,
তীব্র হলাহল পূর্ণ করিয়া সংসার,
গড়িয়াছে বিধি শুধু যযাতির তরে।
পিতা ! পিতা !
আমি তব পাতকী সন্তান,
অজ্ঞান-তমসা মাঝে হইয়া জড়িত,

দৃষ্টি-হীন জ্ঞান-হীন আমি ভ্রান্ত নর,
দেখাও দেখাও পথ কোন্ পথে যাব ?
কোন্ পথে গেলে,
যযাতির মোহ ধাঁধাঁ যাইবে কাটিয়ে ?
কোন্ পথে গেলে,
পারিব তোমারে পিতা করিতে উদ্ধার ?

গীত।

বল পিতা মোরে, বল দয়া ক'রে,
কোন্ পথ ধ'রে হইবে যাইতে।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ, আমি যে জ্ঞানান্ধ,
পারে কি রে অন্ধ সে পথ চিনিতে॥
আমি যে অধম অজ্ঞান সন্তান,
কেমনে জানিব পথের সন্ধান,
দেখাও সেই পথ কৃপার নিদান,
ধরিব সে পথ তোমা উদ্ধারিতে॥
বিলাস শয়নে আর না শুইব,
সুখ-তন্দ্রা-ঘোরে আর না ঘুমাব,
শত বাধা বিঘ্ন কিছু না মানিব,
জীবন সঁপিব সে কার্য্য সাধিতে॥

নহুষ। যযাতি রে ! আছে সেই পথ !
যে পথে চলিলে, মোহ ধাঁধাঁ কাটিবে রে তোর।
যে পথে যাইলে,
নহুষের প্রেতাত্মার হইবে উদ্ধার।

যযাতি। তবে তবে বল পিতা মোরে,
কোথা সেই পথ ?

একবার কৃপা করি অজ্ঞান সন্তানে,
ব'লে দাও পথের সন্ধান,
প্রাণপণ করি ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
ধরিব সেই পথ সুগম দুর্গম হ'ক।

নহুষ। সেই পথ বড়ই দুর্গম।
অশ্বমেধ রাজসূয় নয়, নরমেধ যাগ।
নরমেধ যাগ বিনা না পাব উদ্ধার।
পুত্র যদি হ'স্,
ইচ্ছা থাকে যদি পিতৃ-উদ্ধারিতে,
তবে অবিলম্বে, কর সেই যাগ।
যাই আমি এবে,
এক স্থানে বহুক্ষণ না পারি তিষ্ঠিতে।
মনে থাকে যেন নরমেধ যাগ। (অন্তর্দ্ধান)

যযাতি। নরমেধ, নরমেধ, কি ভীষণ যাগ!
অশ্বমেধ রাজসূয় নয় নরমেধ যাগ!
কি প্রণালী তার কেমনে জানিব?
পিতা! পিতা!
অদৃশ্যে মিশায়ে গেলে,
ব'লে দাও মোরে,
সে যজ্ঞের প্রণালী কেমন?
নরমেধ নরহত্যা কিছু ভিন্ন নয়।
নরহত্যা মহাপাপ।
এক পাপ বিনাশিতে,
হব মগ্ন পুনরায় নরহত্যা পাপে?
একি বড় আশ্চর্য্য কথন!

পাপে পাপ নাশে ?
কোন্ শাস্ত্রে হেন বিধি দেয় ?
কিন্তু হায় পিতৃ আজ্ঞা,
নরমেধ বিনা না হইবে পিতার উদ্ধার !
এক দিকে নরহত্যা পাপ,
এক দিকে পিতার উদ্ধার,
তুলা-দণ্ডে তুলিতে না পারি,
কোন্ দিকে গুরুত্ব অধিক ।
কিবা ঘোর অন্ধকারে পড়িলাম এবে ।
কে দেখাবে আলোক আমারে ?
হায় মূর্খ আমি, মহাপাপী তাই—
ভীষণ পরীক্ষাক্ষেত্র সম্মুখে আমার ।
কোথা যাই কারে বা সুধাই ?
কেবা মোর এ সমস্যা করিবে পূরণ ?
( উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ) ঐ পিতা ঐ পিতা শূন্য আলম্বনে ।
ঐ পিতৃ-বক্ষ ফাটি পড়িছে রুধির ।
না না পারি না দেখিতে আর পিতার যন্ত্রণা ।
নরমেধ নরমেধ কর্ত্তব্য আমার । [ বেগে প্রস্থান ।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### প্রয়াগ রণক্ষেত্র

( যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়পক্ষীয় সৈন্যের প্রবেশ ও প্রস্থান,—
বেগে বিদেহরাজের প্রবেশ ও পশ্চাৎ সরলসিংহের প্রবেশ । )

সরল । ( অসি উত্তোলন পূর্ব্বক ) এইবার আত্মরক্ষা কর । ( অস্ত্রাঘাত )

বিদেহ। ( অস্ত্রাঘাত নিবারণ করিয়া )
শুনিতাম সরলসিংহ বীরেন্দ্রকেশরী,
শুনিতাম সরলসিংহ,
যযাতির একমাত্র শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
ভাবিতাম, না জানি কি,
ভীম-বলে বলী হইয়াছ সেনাপতি তুমি।
দৈবযোগে আজি,
তব শক্তি পরীক্ষার হ'য়েছিল অবসর।
তাই বুঝিলাম এবে,
অলীক প্রবাদ-গাথা করিয়া কীর্ত্তন,
চাটুকারগণ শুধু চাটুবৃত্তি করিত সাধন।

সরল। এ অন্ধ বিশ্বাস।
মুহূর্ত্তেকে করিব ভঞ্জন।
বুঝিবে তখন—
সরলসিংহ শুধু অঙ্গ শোভাতরে,
ধরে নাই বর্ম্ম চর্ম্ম অসি।
ধর অস্ত্র, বৃথা দম্ভ কর পরিহার।
( উভয়ের যুদ্ধ এবং বিদেহরাজের পতন )
( বিদেহরাজের বক্ষে বসিয়া )
বুঝিয়াছ বিদেহ-রাজন !
সরলসিংহ দুর্ব্বল কি সবল ?
প্রাণ তব এবে আমার করেতে।
ভিক্ষা চাও, প্রাণ নাশ না করিব।

বিদেহ। সত্য সেনাপতি তুমি বীরেন্দ্রকেশরী।
বুঝিলাম এতক্ষণে তব বাহুবল।

না মাগিব প্রাণ ভিক্ষা,
পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাসনা আমার।

সরল। আচ্ছা তাই হ'ক। ( পরিত্যাগ )
কিন্তু, মম সহ জয়লাভ আশা,
হবে মাত্র দুরাশা-ছলনা।
তাই বলি,
নিজ প্রাণ ল'য়ে যাহ বিদেহ নগরে।

বিদেহ। ভুল বুঝিয়াছ সেনাপতি তুমি।
প্রয়াগের সিংহাসন না করিয়া অধিকার,
না ফিরিব স্বরাজ্যেতে কভু।
মহাপাপী যযাতিরে করিয়ে বিধ্বস্ত,
সেনাপতি ! জেনো আমি হইব নিরস্ত।

সরল। শত শত করকা-বর্ষণে,
ভগ্ন হ'তে দেখেছ কি হিমাদ্রির চূড়া ?
ক্ষুদ্র পিপীলিকা,—
যবে হায় হয় তার পক্ষ সমুদ্গম,
সেই দিন ঠিক তার ফুরায় জীবন।
প্রজ্বলিত অনল হেরিয়া,
একমাত্র পতঙ্গ ব্যতীত,
হেন বুদ্ধিহীন আছে কেবা কহ দেখি ?
করে যেবা মৃত্যু আলিঙ্গন ?
তাই বলি বিদেহ-ঈশ্বর !
আকাশে কুসুমতরু করিয়া রোপণ
ফল তার ক'রনা কামনা।
প্রয়াগের সিংহাসন আশা,

স্বপ্ন-যোগে শোভা পায়,
অথবা সম্ভব হয় উন্মাত্ত-প্রলাপে।

বিদেহ। ক্ষান্ত হও, বাচালতা নিষ্প্রয়োজন।
ধর অসি।

( উভয়ের যুদ্ধ, বিদেহরাজের পলায়ন ও পশ্চাৎ সেনাপতির প্রস্থান। বেগে ভগ্নদূতের প্রবেশ। )

ভগ্নদূত। বাপরে বাপ, ছেড়ে হাঁপ্,
বাঁচলেম এতক্ষণে।
তুমুল যুদ্ধ রাজ্য শুদ্ধ,
মেতেছিল রণে॥
রক্ত গঙ্গা, ব'য়ে যাচ্ছে,
কল্ কলা কল্ কল্।
চুবন খেয়ে, ম'র্‌ছে কত,
শৃগাল কুকুরের দল॥
তাথই তাথই, থিয়া থিয়া,
নাচ্‌ছে ভূত রঙ্গে।
হৈ হৈ হৈ, রৈ রৈ রৈ,
ক'র্‌ছে পিশাচ সঙ্গে॥
অট্ট হাসে, বিশ্ব ত্রাসে,
কম্পে ধরাধর।
লম্ফে ঝম্পে, জগ ঝম্পে,
স্তব্ধ চরাচর॥
ঐ আসে কে? সেনাপতি?
রক্তমাখা অসি।

প্রাণটা ল'য়ে, ছুটে পালাই
মুখে মেখে মসী ॥ [ প্রস্থান।

সেনাপতির পুনঃ প্রবেশ

সরল। আজি যুদ্ধে লভিলাম জয়।
প্রাণভয়ে পলাইল বিদেহ-ভূপাল।
পলাইল বটে আজি,
কিন্তু, এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নহে।
পুনরায়, অবসর বুঝি, রণডঙ্কা বাজাইবে অরি।
যদিও বিজিত আজি বিদেহ-ভূপতি,
তথাপি সে বুঝিয়াছে বেশ,
প্রয়াগের সিংহাসন নহে সুরক্ষিত।
রাজা হ'য়ে রাজকার্য্য ত্যজি,
নিয়ত কুসঙ্গি-সঙ্গে মত্ত মদ্যপানে।
ভাবি তাই কি হবে উপায়।
মহারাজ যযাতিরে কেমনে রক্ষিব ?
কেমনে হায় কুসংসর্গ করাব বর্জ্জন ?
কেমনে হায় !
ঐ সব নারকীর দলে,
রাজ্য হ'তে করিব তাড়িত ?
হায় ! কি করিতে পারি আমি ?
আমি মাত্র সেনাপতি।
সেনাপতির রাজনীতি-বাদে,
কিছুমাত্র নাহি অধিকার।
বৃথা ভাবি, বৃথা করি জল্পনা কল্পনা।
যাই এবে বিশ্রাম লভিতে। [ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### বনভূমি

ভিক্ষাঝুলিস্কন্ধে সুদেবশর্ম্মার প্রবেশ।

সুদেব। হায়রে কন্যাদায়! তোর দায় হ'তে বুঝি কিছুতেই পরিত্রাণ পেলেম না। আজ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্র কন্যা সব পরিত্যাগ ক'রে, কত দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ ক'র্‌লেম, কিন্তু কিছুতেই কল্যাণীর জন্য পাত্র স্থির ক'র্‌তে পার্‌লেম না। কেহবা ভিখারীর কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক। দুই একটী পাত্র যা মিল্‌ল, তাও আবার অসৎপাত্র, আচারভ্রষ্ট-চরিত্রহীন। পিতা হ'য়ে, কেমন ক'রে সাক্ষাৎলক্ষ্মীরূপিণী কল্যাণী-প্রতিমাকে আমার, জেনে শুনে অপাত্রে সম্প্রদান ক'র্‌ব। একে দরিদ্র, ভিক্ষা ভিন্ন অন্য গতি নাই, সৎপাত্রে প্রদান ক'র্‌তে হ'লে, সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। ভিখারী ব্রাহ্মণের সহস্রমুদ্রা সংগ্রহ করা নিতান্তই অসম্ভব! হায় বিধাতঃ! তুমি কেন আমার গৃহে কল্যাণীর ন্যায় অমূল্যরত্নের সৃষ্টি ক'রেছিলে?

গীত

এ কি করিলে বিধি। (ভাবি তাই নিরবধি)
কেন ভিখারীর গৃহে দিলে হেন কন্যানিধি॥
সম্বল বিহীন আমি, সকলি ত জান তুমি,
কেমনে কল্যাণীর স্বামী মিলিবে হে কহ বিধি॥
পড়েছি হে কন্যাদায়ে, ভাবি অন্যমনা হ'য়ে,
তুমি ভিন্ন হেন দায়ে কে তারে দয়ার জলধি॥

বহুদিন পরে ভগ্নপ্রাণে, আজ আমার সেই শিশু-কোলাহলপূর্ণ ভগ্ন কুটীরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। আশায় নিরাশায় হৃদয়

নিতান্ত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। না জানি আমার শিশু-সন্তানেরা কি ভাবে আছে? না জানি আমার অভাবে, সত্যবতী আমার পুত্র কন্যা কয়টির কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ ক'র্‌ছে। আমি যত দরিদ্রই হই, কিন্তু, যখনই আমার পুত্র কন্যার সুন্দর সরল মুখগুলি দেখি, তখনি মনে হয় যে, আমার কোন অভাবই নাই। প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছিলাম, যদি কল্যাণীর কিছু কিনারা ক'র্‌তে পারি, তবেই আবার গৃহে ফির্‌ব, নতুবা এই শেষ। কিন্তু, স্নেহের কি প্রবল আকর্ষণ, কিছুতেই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখ্‌তে পার্‌লেম না। এখন কোন্ মুখে কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হব, তাই ভাবছি। কল্যাণী হয়ত এতদিনে আরও কত বড় হ'য়েছে। এই যে কল্যাণী আমার এই দিকেই আসছে। শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় কল্যাণীর আমার সর্ব্বাঙ্গ হ'তে, লাবণ্যকণা যেন ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে। হায়! এমন রত্নকেও পাত্রস্থ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। ওকে? কে, বাবা নয়? বাবা! বাবা! তুমি এসেছ?

(প্রণাম করণ)

সুদেব। হাঁ মা! এসেছি মা! তোমাদের মায়া কাটাতে পার্‌লেম না।

কল্যাণী। কেন বাবা! আমাদের মায়া কাটাবে কেন? আমরা যে এই কয় বৎসর ধ'রে, কেবল দিন গুণছি। মা ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে গেছেন। তুমি কেমন আছ বাবা!

সুদেব। শরীর গত ভালই আছি মা! বল মা! আমার সুদর্শন নিরঞ্জন কুশধ্বজ এরা সব কেমন আছে?

কল্যাণী। এরা সকলেই ভাল আছে। মা আর কুশী ভিক্ষেয় গেছে, সুদর্শন আর নিরঞ্জন কাষ্ঠ চয়ন ক'র্‌তে গেছে, তুমি কুটীরে এস বাবা!

সুদেব। হা ভগবান! জানিনা, তোমার স্বপ্নলীলা মধ্যে কি দুজ্ঞেয় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। কিন্তু মানুষের স্থূলদৃষ্টি যে সে পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্‌তে পারে না প্রভো! আজ সত্যবতী, দুধের বালক কুশীকে সঙ্গে ক'রে, ভিক্ষায় গিয়েছে, এ কথা শুনলে, কেবল এক আমার মত পাষাণ ভিন্ন, অন্য কেহ স্থির থাকৃতে পারে না।

অদূরে গুপ্তভাবে রঞ্জনলাল ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রঞ্জন। (কল্যাণীকে দেখাইয়া) ঐ দেখুন, সত্য কি না?

মন্ত্রী। সত্যই ত তাই।
পাণ্ডুপত্রাবৃত ঐ বিকচকমল।
সত্যই ত ফুটিয়াছে বন-পারিজাত।
কিবা অপরূপ লাবণ্যের খনি,
মণি যেন জ্বলিছে নিভৃতে।
আ মরি মরি!
কি সুন্দর বিম্ব ওষ্ঠদ্বয়।
কিবা চারু বাহুলতা দুটী।
পীন বক্ষ অতি মনোরম।
খঞ্জন-গঞ্জিত আঁখি বাঞ্ছিত প্রাণের।
সঞ্চিত রসের ভাণ্ড গণ্ডদ্বয় মাঝে।
কুঞ্চিত কুন্তল দোলে, গলে ফুলমালা।
দশনে মুকুতাপাতি, মরালের গতি।
অতি মনোলোভা বামা হৃদয়তোষিণী।
রঞ্জন! রঞ্জন!
ধৈরজের নাহি অবসর।
জ্ঞানহারা হইয়াছি হেরি ও মূরতি।

রঞ্জন। মহারাজ তো ক'রে আছেন এই পর্য্যন্ত ?

মন্ত্রী। কেন? তা কেন?
যে মৃগনয়না ঐ র'য়েছে সম্মুখে,
পারি যদি করিতে সন্ধান,
তবে বল, বন্যমৃগবধে কিবা লাভ হবে?
শত মৃগয়ার সুখ হবে এই নব মৃগয়ায়।
চল যাই!
প্রেমশর ল'য়ে মৃগীরে বিঁধিতে।
(রঞ্জন ও মন্ত্রীর প্রকাশ্যে আগমন)

কল্যাণী। (দেখিয়া) যাই কুটীরে যাই বাবা! কারা যেন আস্‌ছে।
[ প্রস্থান।

সুদেব। আপনারা কে?

রঞ্জন। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) আহাহা, চটিও না যেন।

সুদেব। মহাশয়ের পরিচ্ছদে রাজপুরুষ ব'লে অনুমিত হ'চ্ছে। এই বনপ্রদেশে আগমনের কারণ?

মন্ত্রী। মৃগয়া ক'র্‌তে। মহাশয়ের নাম?

সুদেব। শ্রীসুদেব দেবশর্ম্মা।

রঞ্জন। বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ না? একজন নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ।

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) আহা করকি?

সুদেব। তাই বটে, আমি নিষ্কর্ম্মাই বটে, আমার স্বকর্ম্মবল নাই ব'লেই এই কঠোর দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছি।

মন্ত্রী। আপনার সন্তান সন্ততি কি?

সুদেব। একটী কন্যা, তিনটী পুত্র।

মন্ত্রী। গ্রাসাচ্ছাদন কিরূপে নির্ব্বাহ হয়?

সুদেব। ভিক্ষাদ্বারা।

মন্ত্রী। কন্যাটী কি বিবাহিতা ?

সুদেব। বিবাহিতা নয়, ভবিষ্যতে হবে কিনা, তাও ভগবান জানেন।

মন্ত্রী। ( স্বগতঃ ) এযে দেখ্‌ছি মাহেন্দ্র সুযোগ।

রঞ্জন। কেন ঠাকুর ! ভবিষ্যতের দিকে অত কম নজর কেন ?

সুদেব। যার দিন গেলে, কল্যকার অন্নের সংস্থান নাই, তার মত দীন-দরিদ্রের চক্ষে ভবিষ্যৎপথ অন্ধকার ভিন্ন, আর কি হ'তে পারে ?

মন্ত্রী। বুঝতে পাচ্ছনা ? অর্থাভাব। অর্থ ভিন্ন কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হওয়া অসম্ভব নয় কি ?

সুদেব। কি ব'লব আজ পঞ্চবর্ষ যাবৎ একমাত্র কন্যার জন্য, দেশবিদেশে কত পাত্রের অনুসন্ধান ক'র্‌লেম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন কেহই বিবাহ ক'র্‌তে সম্মত হ'লেন না। অর্থের তরে, কত ধনীর দ্বারে উপস্থিত হ'য়েছি, হায় ! এ সংসারে আমার দুঃখমোচন ক'র্‌তে, একজন সদাশয়ও প্রাপ্ত হ'লেম না। তাই হতাশ প্রাণে এইমাত্র কুটীর-দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

রঞ্জন। কন্যাটীর বয়স এখন কত ?

সুদেব। যোড়ষবর্ষ উত্তীর্ণ হয়।

রঞ্জন। তাহ'লে দেখ্‌ছি, গৌরী-দানের ফল ভোগটা আর মহাশয়ের ভাগ্যে ঘ'টে উঠ্‌ল না।

সুদেব। আর গৌরী দান। এখন জাত মান বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে হয়।

রঞ্জন। একটা কাজ ক'র্‌তে পারেন ?

সুদেব। কি, বলুন।

রঞ্জন। কাজটা বেশ সুবিধারই হবে। আপনার ন্যায় অবস্থার লোকের পক্ষে, বামনের চাঁদধরা গোছেরই হবে। একটী পয়সাও খরচ

ক'র্‌তে হবে না, পাত্রও অতি সুপাত্র, কন্যা সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আর্থিক অবস্থারও বিশেষ স্বচ্ছলতা হবে।

সুদেব। মহাশয়! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমার অত দুরাশার প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র কল্যাণীকে পাত্রস্থ ক'র্‌তে পার্‌লেই, আমি কন্যাদায় হ'তে নিষ্কৃতি পাই। মহাশয় যদি কৃপাই ক'র্‌লেন, তবে পাত্রটী কোথায়? কি নাম? দয়া প্রকাশ ক'রে বলুন।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) রঞ্জন নিশ্চয়ই আমার কথা ব'ল্‌বে। আহাহা! অমন সদ্যফোটা পদ্ম যদি পাই, তবে আর চাই কি?

সুদেব। তবে কৃপা ক'রে নাম ধাম প্রকাশ ক'র্‌লে, উৎকণ্ঠা দূর হয়।

রঞ্জন। (মন্ত্রীকে দেখাইয়া) এই ইনিই হ'লেন পাত্র। মহারাজ যযাতির প্রধান মন্ত্রী। আর পরিচয় কি চান বলুন?

সুদেব। মহারাজ-যযাতির মন্ত্রী ব'ল্‌ছেন, তবে কি ব্রাহ্মণ?

রঞ্জন। ব্রাহ্মণ না হ'য়ে ক্ষত্রিয়ই হ'লেন। গলায় পৈতে থাক্‌লেই হ'ল?

সুদেব। সেকি ব'ল্‌ছেন!

রঞ্জন। বেশ ভালই ব'ল্‌ছি। বুঝে দেখ, যে সে নয়, রাজমন্ত্রী একরূপ রাজা ব'ল্লেই হয়।

সুদেব। আমি যে ব্রাহ্মণ।

রঞ্জন। দেখ ঠাকুর! অত কুল বিচার ক'র্‌তে গেলে হ'য়ে উঠ্‌বে না। এদিকে একটী পয়সা দিবার সাধ্য নাই। থাক বনের মধ্যে পাতার কুটীরে, সভ্যতা জাননা, অথচ ওদিকে আবার কুলের বিচার ষোল-আনা দেখ্‌তে পাচ্চি! যদি তোমার অদৃষ্ট ফিরে থাকে, পাতার কুড়ে থেকে যদি রাজঅট্টালিকায় বাস ক'র্‌তে সাধ থাকে, তবে দ্বিরুক্তি ক'র না, মেয়েটী দিয়ে ফেল।

সুদেব। ক্ষমা করুন, আমার কন্যা চিরকুমারীই থাক্‌বে, আমরা চিরদিন এই পর্ণকুটীরেই বাস ক'র্‌ব, তথাপি জাতিভ্রষ্ট হ'তে পার্‌ব না।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) সব পণ্ড হ'ল রে।

রঞ্জন। তা, এঁটো পাতের ধোঁয়া স্বর্গে উঠ্‌বে কেন? যেমন কপাল ক'রে এসেছ, তাই ত হবে? মূর্খ লোকেরা জাত জাত ক'রেই মারা গেল। কবে যে এদের চোখ ফুটবে, কবে যে এদের অন্ধকার কাটবে, তাই ভাবি। এদিকে জাতের গুমরে মেয়েটী এমন সৎপাত্রের হাতে প'ড়্‌ল না। এমনি দেশের গতি।

সুদেব। হরি, হরি! এ কি শুন্‌ছি? মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ হ'লেও করযোড়ে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, আপনি আর ওরূপ কথা মুখে আনবেন না।

মন্ত্রী। আপনি জানেন, আমাদের রাজ্যে বাস ক'রে, কেহ অনূঢ়া যুবতি কন্যাকে যদি গৃহে রাখে, তা হ'লে তাকে রাজদণ্ডে বিশেষ দণ্ডিত হ'তে হয়। আপনি এখন সেই দণ্ডের যোগ্য। হয় কন্যা অর্পণ করুন, নতুবা দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হউন।

সুদেব। মহারাজ যযাতির ধর্ম্মাধিকরণে যদি এরূপ অসম্ভব অযৌক্তিক কূটনীতির প্রচলন থাকা সম্ভবপর হয়, তা হ'লে আমি সেই দণ্ড-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি।

রঞ্জন। ঠাকুর! বড় বাড়াবাড়ি ক'র না। এতক্ষণে নরমে নরমে চ'ল্‌ছিল, কিন্তু এখন গরমে গরমে না চালালে দেখ্‌ছি, তুমি ছাড়ছ না। এখন যদি ভাল চাও, তবে মেয়েটী এনে হাজির কর, নতুবা বল্ প্রকাশ হবে।

সুদেব। মহাশয়! ক্ষমা করুন, আপনারা পরমভাগবত মহাত্মা নহুষের পবিত্র বংশে কলঙ্কারোপ ক'র্‌বেন না।

গীত

হায় অকলঙ্ক কুলে দিও না কলঙ্ক-কালী।
এ কি কূট পদ্ধতি, এ ত নহে ভদ্রনীতি,
সুধার সাগরে কেন গরলরাশি॥

দীনজন দুঃখ হর, দরিদ্রে পালন কর,
ধর্ম্মদণ্ড করে ধর অধর্ম্ম-নাশী ॥

রঞ্জন। আচ্ছা থাক ব্রাহ্মণ! দেখি তুমি কেমন ক'রে আমাদের হাত হ'তে কন্যাকে রক্ষা কর।

সুদেব। আমার কি শক্তি আছে যে রক্ষা ক'র্‌ব? এক ধর্ম্ম ভিন্ন আমার আর অন্য বল নাই। যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, যদি আমি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে পেরে থাকি, তবে সেই বলেই আমার কল্যাণী অত্যাচারের হস্ত হ'তে রক্ষা পাবে।

মন্ত্রী। দেখা যাবে তোমার কেমন ধর্ম্মবল। আজ আমরা তোমাকে ক্ষমা ক'রে এবং ভাব্‌বার অবসর দিয়ে চ'ল্লেম, বেশ ক'রে ভেবে দেখো, যদি রাজদণ্ড হ'তে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদের আদেশ অপালন ক'র না। চল যাই রঞ্জন!

[ উভয়ের প্রস্থান।

সুদেব। হা দীননাথ! এ আবার কি নূতন বিপদে ফেল্লে? এক চিন্তায় অস্থির, তার উপর আবার এই অত্যাচার। কেমন ক'রে পাষণ্ডদের কবল হ'তে আমার কল্যাণীকে রক্ষা ক'র্‌ব? দীনবন্ধু! অনাথনাথ! দুর্ব্বলের বল! আমি যে নিরাশ্রয়। "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" এই ব'লে তোমার দিকে চেয়ে প'ড়ে থাক্‌লেম হরি! তুমি যা কর।

গীত

যা কর হে তুমি ওহে অন্তর্যামী, কি জানি হে আমি শ্রীমধুসূদন।
কিছু নাই সম্বল, আমি যে দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের বল তুমি নারায়ণ ॥
সুখে দুঃখে কিবা সম্পদে বিপদে,
সঁপেছি এ জীবন তব বাঞ্ছা পদে,
তুমি ইচ্ছাময়, যেবা ইচ্ছা হয়, কর ইচ্ছাময় সে ইচ্ছা সাধন ॥
এ অনন্ত ভবে কে পায় তব অন্ত,

আদি অন্ত সব তুমি হে অনন্ত,
তোমারি গঠিত তোমারি রচিত,
তোমারি সৃজিত অনন্ত ভুবন ॥

কল্যাণীর পুনঃপ্রবেশ

কল্যাণী। বাবা! আমি আড়াল থেকে সব শুন্‌তে পেয়েছি। তুমি ভেবনা বাবা! হরি আমাদের সহায় আছেন, তিনিই রক্ষা ক'র্‌বেন।

সুদেব। সেই ভরসায় ত আছি মা! কিন্তু এ হতভাগ্যের ভাগ্যদোষে যে সব ভেঙ্গে যায়। আমরা যদি হরির কৃপাভাজনই হ'তেম, তাহ'লে কি তিনি আমাদের এই করুণ রোদন শুন্‌তে পেতেন না? তা হ'লে এতদিন কি তোমার সীমন্ত সিন্দুরশূন্য থাক্‌ত মা?

কল্যাণী। বাবা! আশীর্ব্বাদ কর, ভগবান যেন চিরকালের জন্য, এই সীমন্ত সিন্দুরশূন্যই রাখেন। বাবা! তোমার কল্যাণী চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ ক'রেছে। কল্যাণীর জন্য তোমার চিন্তা ক'র্‌তে হবে না। তুমি এখন কুটীরে এস বাবা! মা আর কুশী এখনি আস্‌বে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

( প্রয়াগ রাজভবন )

উদাসভাবে যযাতির প্রবেশ

যযাতি। কেমনে বুঝিব হায়!
উন্মাদ ল'ক্ষণ কি না মোর।
রাজবৈদ্যগণে ডাকি,
একে একে ক'রানু পরীক্ষা;
কেহ নাহি কহে আছে ব্যাধি মম।

তবে কি সত্যই মোর পিতার আদেশ,—
নরমেধ করিতে হইবে ?
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণে করি আমন্ত্রণ,
করালাম শাস্ত্র-সিন্ধু সাব অন্বেষণ,
কিন্তু, কোন শাস্ত্রের কোনও বচনে,
না পাইনু এই নরমেধ বিধি।
হায় ! তবে এ অবিধির বিধি দিবে কেবা ?
বিধি-সৃষ্ট বিধি বিনা,
তবে, হেন বিধির কে দেবে বিধান ?

নারদ সহ হরিদাসের প্রবেশ

নারদ। আমিই দেব মহারাজ !

যযাতি। প্রণিপাত করিনু চরণে। (প্রণাম)

নারদ। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক্, এত উদ্বেগের কারণ ?

যযাতি। তপোধন !
কি কহিব কত যে উদ্‌বেগ।
দিবানিশি কার্য্যহীন নিদ্রাহীন হ'য়ে,
সাগরসদৃশ সন্দেহ-তরঙ্গে,
ভাসিতেছি আমি হায় কুল নাহি দেখি।
কি যে চঞ্চলতা কত যে উৎকণ্ঠা,
কত যে ব্যাকুল ভাব,
নিরন্তর পুষিতেছি হৃদে।
কি যে করি, কি যে ভাবি, কিছু স্থির নাই ;
অস্থির মস্তিষ্ক মোর বিষম চিন্তনে।
লক্ষ্যহারা জ্ঞানহারা আমি,
রাজকার্য্য করিয়াছি ত্যাগ।

এ দারুণ ধাঁধাঁ মোর কে দিবে কাটিয়া ?
কহ কহ দেবর্ষি আমায়,
নরমেধ-বিধি কোন্ শাস্ত্রে লেখে ?
পিতা মম স্বর্গচ্যুত শূন্যে ঘূর্ণ্যমান,
নরমেধ বিনা না হবে উদ্ধার তাঁর।

নারদ। আমি সেই মহাযজ্ঞের বিধি দিতেই, আজ প্রয়াগভবনে উপস্থিত হ'য়েছি। কোন চিন্তা নাই, এই যজ্ঞ ক'র্লেই আপনার পিতার উদ্ধারলাভ হবে।

যযাতি। পদে ধরি কহ মতিমন্!
এ যজ্ঞের কিবা বিধি তবে ?

নারদ। অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশুকে মুদ্রা বিনিময়ে ক্রয় ক'র্তে হবে, পরে যজ্ঞের প্রজ্জলিত বহ্নিকুণ্ডে, সেই বিপ্র-মুণ্ডকে আহুতি প্রদান ক'র্লে নরমেধযজ্ঞ পূর্ণ হবে।

যযাতি জানিতে কি পারি প্রভো!
কোন্ শাস্ত্রে হেন বিধি আছে ?

নারদ। শাস্ত্র আবার কি ? ঋষি বাক্যই শাস্ত্র।

হরিদাস। (স্বগতঃ) ভেবে ভেবে বুঝ্তে নারি।
একি গুরুর খেলা।
বামুন মেরে যজ্ঞি হবে,
হায়রে অদ্ভুত লীলা॥
গোলযোগে নাই প্রয়োজন,
আছে গুরুর মানা।
যা হবার তা হ'য়ে থাক্গে,
চক্ষু থাক্তে কাণা॥

যযাতি। মূঢ় আমি বুঝিতে না পারি।

সদা মন সংশয়ে জড়িত।
কহ দেব সর্ব্বদর্শি!
ব্রহ্মবধে—
কবে কেবা রৌরব ব্যতীত,
পাইয়াছে স্বর্গের দুয়ার?

নারদ। যা কখন হয়নি, পরে কখন হবে না বা হ'তে পারে না, একথা আপনি কোথায় শুনেছেন মহারাজ! এই বিরাটসংসার, নিয়ত নূতন নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হ'চ্ছে। এই পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত সংসারে, কাল যা ছিল, আজ তা নাই। কাল যা ঘ'টবে, আজ তা কেহই জানে না। কালের ভবিষ্যৎগর্ভে, সেই লীলাময় বিশ্ববিধাতা কি নূতন ভাব লুকাইত রেখেছেন, তা কে ব'লতে পারে? যাঁর ইচ্ছায়, অনন্ত নীলাম্বু-পরিপূরিত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা, গগনস্পর্শী হিমালয়ের শৈলসোপানে পরিণত হ'চ্ছে, যাঁর ইচ্ছায় মরুভূমে মরীচিকা, রজ্জুতে সর্প-বিভীষিকা নিয়ত সাধিত হ'চ্ছে, তাঁর ইচ্ছায় যে ব্রহ্মহত্যা দ্বারা স্বর্গপথ উন্মুক্ত হবে, এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মহারাজ! লীলাময় হরির সমস্ত লীলাই বৈচিত্র্যময়। সেই বৈচিত্র্য বুঝ্‌তে পারে, এমন শক্তি কার আছে মহারাজ!

গীত

কে জানে মহিমা হরির, এ ভব মাঝারে।
অপূর্ব্ব লীলামাধুরী বল কে বুঝিতে পারে॥
ইচ্ছাতে যার দিবানিশি, প্রকাশিত রবি শশী,
শিশুমুখে মধুর হাসি, সুধাক্ষরে শশধরে॥
অতল জলধিতলে, যার ইচ্ছায় রত্ন মেলে,
কোমল কুসুমদলে সৌরভ সঞ্চারে॥

যযাতি। মানি ঋষে! সব সত্য।

কিন্তু যেন, কি এক আতঙ্ক সদা,
হৃদি মাঝে হয় সঞ্চারিত।
অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু,—
কোন্ প্রাণে জনক জননী তার,
যজ্ঞের আহুতি হেতু করিবে বিক্রয় ?
হেন শুষ্ক-প্রাণ পাষাণ-পাষাণী,
আছে কি সংসারে কেহ ?
দশমাস দশদিন,
কঠোর জঠর জ্বালা সহি,
ধরে মাতা যেই পুত্রে, আপন উদরে,
সেই পুত্রে, তুচ্ছ অর্থলোভে,
নিজ করে মৃত্যুমুখে দেবে ডালি ?
হায়! কিছুতেই না হয় বিশ্বাস।
বুঝিলাম—
নরমেধ হবে না পূরণ।

নারদ। বৃথা অসম্ভব মনে ক'র্‌ছেন মহারাজ! অর্থের দ্বারা সিদ্ধ হ'তে না পারে, এরূপ কার্য্য জগতে অতি বিরল। অর্থের সহিত প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা থাক্‌লে, নিশ্চয়ই অসাধ্য সাধ্য হয়। সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, দেশে দেশে লোক প্রেরণ করুন। কিন্তু মহারাজ! স্মরণ থাকে যেন শিশুটী অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-বংশজাত হওয়া চাই এবং শিশুর বিনিময়ে যেন অর্থ প্রদান করা হয়। আর এই যজ্ঞে সেই বালক যে আহুতি রূপে প্রদত্ত হবে, এ কথাও যেন অপ্রকাশ না থাকে। কিন্তু কৌশলপূর্ব্বক বিনা অর্থে, কিংবা যজ্ঞাহুতি প্রদানের কথা গোপন ক'রে, যদি কোন বিপ্রশিশু আনীত হয়, তবে সে বালক দ্বারা নরমেধ পূর্ণ হবে না, অধিকন্তু ব্রহ্মহত্যার ভীষণ ফলভোগ

ক'র্তে হবে। তাই বারংবার এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। এখন বিলম্ব না ক'রে বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণকে অর্থসহ প্রেরণ করুন।

হরিদাস। (স্বগতঃ) কাজেই,
এমন শুভ কাজ হত্যাকাণ্ড,
যত সত্বর কর সাঙ্গ।
নইলে পর গুরুর আমার,
শান্তি মনে হ'চ্চে না আর।
কি ব'ল্‌ব যে মুখ বাঁধা,
নইলে ভাঙ্গতাম সকল ধাঁধাঁ।

যযাতি। (স্বগতঃ) হায় ভ্রান্ত আমি,
ভ্রান্তি মোর কিছুতে না ভাঙ্গে।

যযাতি। (স্বগতঃ) হায় ভ্রান্ত আমি,
ভ্রান্তি মোর কিছুতে না ভাঙ্গে।
ত্রিলোক-পূজিত দেবর্ষি নারদ,
অবতীর্ণ—দিতে মোরে নরমেধ-বিধি।
শুনে তাঁর মুখে বিধি,
হৃদি হ'তে সংশয় না যায়।
সংশয় হৃদয়ে ল'য়ে,
শত নরমেধে না হইবে ফল।
অবিশ্বাসীর কোন কার্য্য সিদ্ধ নহে কভু!
বরং পদে পদে পড়ে সে নরকে।
তবে কেমনে এ কপটতা ল'য়ে,
হেন যজ্ঞে হইব উদ্‌যোগী?
কি করি উপায়,
কেমনে এ ভ্রান্তিজাল করিব ছেদন?

নারদ। কি মহারাজ! নীরব রইলেন যে? মনের সন্দেহ দূর হ'লনা? স্বয়ং মহাত্মা নহুষ প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত হ'য়ে, তোমাকে নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন ক'র্‌তে ব'লে গেলেন, তোমার সে পিতৃ-বাক্য বিশ্বাস হ'ল না? আজ আবার আমি স্বয়ং এসে তোমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিলেম, আমার বাক্যেও আস্থা স্থাপন ক'র্‌তে পার্‌লে না? তা পার্‌বে কেন? নিয়ত পাপকার্য্য অনুষ্ঠান ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিশেষ অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছ, এখন পুণ্যের পবিত্র পথে যেতে মন অগ্রসর হবে কেন? হা চন্দ্রবংশের কুলাঙ্গার! তোমা হ'তেই লোক-বিশ্রুত চন্দ্রবংশের বিমল যশোগৌরব সবই বিনষ্ট হ'ল! যে পুত্র পিতাকে উদ্ধার ক'র্‌তে পারে না, যে কুপুত্র, পিতার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা মোচনের চেষ্টা হ'তে বিরত থাকে, তার মত মহানারকীর আর গতি নাই। শোন যযাতি! আমি অধিকক্ষণ আর অপেক্ষা ক'র্‌ব না, যদি তোমার পিতৃদেবের প্রেতাত্মার উদ্ধার সাধন ক'র্‌বার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার উপদেশ মত নরমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হও, নতুবা মহানরকার্ণবে নিমগ্ন হবার জন্য প্রস্তুত থাক।

যযাতি। কৃপা কর তপোধন!
ক্রোধানল করগো নির্ব্বাণ।
আমি হীন মতি.
যাহা মোর প্রাণের কাহিনী,
যাহা মোর মরমের বাণী,
কিছু নাহি করেছি গোপন।
অকপটে প্রাণ খুলি কহি ঋষিবর!
সত্য বটে মহাপাপী আমি,
কিন্তু কপটতা নাহি জানি কভু।

শুন মুনি !

সরল প্রাণের কথা করিব প্রকাশ।

নারদ। আচ্ছা, যা হয়, সত্বর ব'লে ফেল, অধিকক্ষণ অপেক্ষার সময় আমার নাই।

হরিদাস। খোলা মাঠে রবির আলো,

আপনা হ'তে পড়ে।

তেমনি, খোলা প্রাণে ধর্ম্ম এসে,

পাপ যায় তেড়ে,

( ওগো ) পাপে যায় তেড়ে।

নারদ। চুপ কর হরিদাস !

হরিদাস চুপ ক'রেই ত আছি ঠাকুর,

ঠোঁট রেখেছি যুড়ে।

রূপ ক'রে ঐ, দুই এক কথা,

বেরয় ঠোঁট ফুঁড়ে॥

নারদ। বল মহারাজ ! তোমার বক্তব্য কি ?

যযাতি। শুনি তব নরমেধ বিধি,

প্রাণ মম হ'য়েছে আকুল।

ব্রহ্মহত্যা করি,

সেই পুণ্যে পিতার উদ্ধার,

এ বিশ্বাস কিছুতেই না ক'রিছে প্রাণ।

তবে বল দেখি মহামুনে !

হেন অবিশ্বাস মতে,

করিলে সে যাগ,

হইবে কি পিতার উদ্ধার ?

নারদ। ( সক্রোধে ) হুঁ।

যযাতি। আরো এই ভাবনা আমার,
পূর্ণাহুতি কালে,
হেরি সেই সজল-নয়ন—
কম্পিতকোমল অঙ্গ—
বাতাহত পদ্মপত্র সম ব্রাহ্মণ শিশুরে,
মনে হয় ধৈরজ ধরিয়া,
না পারিব থাকিতে সুস্থির।

নারদ। আর তোমার পিতা যে, শুষ্ককণ্ঠে, শত বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হ'য়ে, দিবানিশি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, জল জল ক'রে শূন্যে শূন্যে বিঘূর্ণিত হ'য়ে বেড়াচ্ছে, তা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছ ত?

যযাতি। না তাও পার্‌ছিনে।
তাই প্রভো করি কৃতাঞ্জলি!
কর হেন উপায় বিধান,
নরমেধ বিনা যাহে হয় পিতার উদ্ধার।

নারদ। সেরূপ উপায় সৃষ্টি ক'র্‌তে বিধাতার একটা মহাভ্রমই হ'য়ে আছে। তুমি একজন পৃথিবীর সম্রাট্, মহারাজ চক্রবর্ত্তী যযাতি, তোমার সুযোগ সুবিধা দেখে, বিধাতার বিধি সৃষ্টি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। তা যখন না হ'য়েছে, তখন সে ভ্রমের সংশোধন এখন আর কর্‌বার সময় নাই, অতএব যদি প্রবৃত্তি হয়, তবে সেই বিধাতার ভুলকেই এখন স্থূল ব'লে ধারণা কর, নতুবা অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মের পথ যদি অতদূর সুকোমল কুসুমাবৃতই হ'ত, তাহ'লে এতদিনে সংসারে একটী পাপীও দেখ্‌তে পাওয়া যেত না।

হরিদাস। গীত

একি ফেরে ফেল্লে হরি।
চৌদিকেতে বিপদ-সাগর এ কূল ও কূল নাহি হেরি।

কেন ঘুরণ পাকে ফেলে জীবে,
চুবন খাওয়াও বুঝ্‌তে নারি ॥
তোমার খেলার মজা যায় না বুঝা ধন্য লীলা বলিহারি ॥
আগুণে পোড়ায়ে সোণা বাড়াও বুঝি তার রূপ-মাধুরি,
মোরা, তোমার হাতের পুতুল, যখন তুমি বাঁচাও বাঁচি মার মরি ॥

নারদ। তবে মহারাজ! এখন আমি আসি। এস হরিদাস!

[ উভয়ের প্রস্থান।

যযাতি। ক্রমেই জটিলমূর্ত্তি ধরিছে ঘটনা।
কে জানে কি হবে।
ভবিষ্যৎ ঘিরিছে আঁধারে।
আর না ভাবিতে পারি।
দুশ্চিন্তার বিষদিগ্ধ বাণে,
হইতেছি বিষম জর জর।
যাই এবে, রাজসভা করিয়ে আহ্বান,
কর্ত্তব্যের পথ করিগে নির্ণয়।

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

### বনভূমি

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। (স্বগতঃ) কেন বিধি! সংসারের নারী-সৃষ্টি করেছিলে? নারী হ'তেই সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। যদি নারীই সৃষ্টি ক'র্‌লে, তবে তাতে সৌন্দর্য্য দিলে কেন? সৌন্দর্য্য দিলে ত, তাতে পুরুষ-মনোহরণের শক্তিপ্রদান ক'র্‌লে কেন? হায়! এই অসার

অস্থায়ী রূপ, এই রূপের এত গর্ব্ব! এই রূপের এত বিড়ম্বনা! এই রূপে পুরুষ,—পাগল ঘৃণিত পশু। এই রূপে,—রমণী, রাক্ষসী—পিশাচী—সর্ব্বনাশী। এমন পোড়া রূপ হায় বিধাতা! কেন সৃষ্টি ক'রেছিলে। এই দুদিনের চাকচিক্য, এই দুদিনের উন্মাদনা, এই দুদিনের সুখ, এই দুদিনের শান্তি, এই দুদিনের পরিতৃপ্তি, হায় ভগবান! কেন নির্ম্মাণ ক'রেছিলে? এই দুদিনের তরে, প্রমদার প্রেম-পিপাসু পুরুষ-প্রাণে, নরকের ভীষণ অনল প্রজ্বলিত কর্‌বার জন্য, নারীর মুখে মধুর হাসি কেন দিয়েছিলে? কে বলে সংসারে রমণী রত্নতুল্য? রমণী শান্তিস্বরূপিণী-সুশীতল সরসী? যদি কেহ দিব্যচক্ষে দেখ, তবে দেখ্‌তে পার, রমণী,—সংসার-ক্ষেত্রে বিষবল্লরী। রমণী মরীচিকাময়ী ভীষণ মরুভূমি। রমণী,—সোনারসংসারধ্বংসকারিণী। রমণীর নিশ্বাসে, আনন্দময় সরস সংসার ভস্ম হ'য়ে যায়, রমণীর কটাক্ষে, কালানল দাউ দাউ ক'রে জ্ব'ল্‌তে থাকে। রমণীর হাসিতে বিষের সহস্রধারা নির্গলিত হয়। রমণীর গুপ্ত হৃদয়ে গুপ্ত লৌহশলাকা লুক্কাইত থাকে। আমি সেই সর্ব্বনাশিনী রমণী। আমার জন্য পিতা মাতা আমার, দুঃসহ চিন্তায় মৃতপ্রায়। হায়! আমার কেন সূতিকাগৃহে মৃত্যু হ'লো না? এত চেষ্টা করি, প্রাণ ত যায় না। এত কামনা করি, মরণ ত হয় না। হা হরি! হা করুণানিধান! দুঃখিনী কল্যাণীর কথায় কর্ণপাত কর। এ সংসার কণ্টককে, সংসার হ'তে চিরদিনের মত উৎপাটন ক'রে ফেল। আর ধরার ভার ভারী ক'র না।

মন্ত্রীসহ রঞ্জনলালের প্রবেশ

কল্যাণী। ও কারা? ও সেই কামান্ধ বর্ব্বরেরা। পালাই, কোন্ পথে পালাই? (চতুর্দ্দিকে পলায়নোদ্যোগ)

মন্ত্রী। (বাধা দিয়া) কোথা যাও হৃদয়-তোষিণী!

হৃদয়বাসিনি !
এস মম হৃদয়-মাঝারে !
রাখিব লো তোরে, প্রাণে প্রাণ গাঁথি।
সাথী মোর তুই লো রূপসী !
যে অবধি ওরূপ-সরসী, হেরেছি নয়নে,
সে অবধি প্রাণের প্রেয়সি !
ভাসিতেছি তব প্রেম-সরসী-সলিলে
প্রাণ দিছি ঢেলে,
মন দিছি যেচে,
প্রেম দিছি সঁপে,
যা ছিল আমার, সুধাংশুবদনি !
সব সঁপিয়াছি তোরে।
বিকচ কমল তুই,
আমি তব লুব্ধ মধুকর,
প্রাণবঁধু তোর শোন বিধুমুখি !
সুখী কর আমারে সম্ভাষি।
হাসি মুখে চাহ লো ভামিনি !
দিবস যামিনী,
তব রূপ ধ্যান, তব রূপ জ্ঞান ;
আর কিছু না জাগে মরমে।
সরমে কেন লো এত র'য়েছ সুন্দরি !
ভালবাস মোরে,
ভালবাসি তোরে,
হেরে মরি মদনের শরে।

কল্যাণী। ( পশ্চাৎ পদ হইয়া ) সাবধান কামান্ধ কুক্কুর !

অন্ধ তুই, তাই তোর লাজ নাহি পায়।
হায় হায়, নারকী পামর!
মর্ মর্ কেন তোর হেন পাপমতি?
সতী আমি জানিস্ দুর্জ্জন!
এ বিজনবনে নহি আমি সহায়-বিহীনা।
শক্তিহীনা কুলটা রমণী নই।
অশনি পড়িবে তোর শিরে,
যারে ফিরে আপন আলয়ে।
দুখিনী রমণী বটে, ভিখারিণী আমি,
তবুও জানিস্ তুই, কাপুরুষ ভীরু!
অসুর-নাশিনী ভীমা ভৈরবী ঈশানী,
শাণিত কৃপাণ করে,
করে সদা রক্ষা অবলারে।
সতীমান রাখিবার তরে,
তাই সতী শিবনিন্দা শুনে,
দক্ষালয়ে ত্যজেছিল প্রাণ।
তুচ্ছ প্রাণ এখনি ত্যজিতে পারি।
হাসিতে হাসিতে পারে সতী,
ধর্ম্ম তরে—প্রাণ বিসর্জ্জিতে।
তাই বলি কুক্কুর অধম!
পাপবৃত্তি কর পরিহার।
সার ধর ধর্ম্মের সোপান।
ফুটিয়াছ বনমাঝে বন পারিজাত,
তাই ধনি চেননি সংসার।
তাই শুনি তব মুখে অসার কাহিনী।

হানি তীক্ষ্ণ কটাক্ষের শর,
জর জর করিয়াছ প্রাণ।
মান অভিমান্ সকলি হ'রেছ।
ধ'রেছ প্রেমের ফাঁস।
আশ নাহি মিটে, হেরি চারুমুখ।
বুক ভরা তোর প্রেমময়ী ছবি।
কবি হ'লে বুঝাতাম তোরে,
হৃদয়-মাঝারে কার রূপ ভাসে।
শুধু তোরই আশে,
রাখিয়াছি এই দগ্ধ প্রাণ।
বাক্যব্যয় তাহে নাহি কর আর,
বার বার কেন কর বল এ ছলনা ?

কল্যাণী। ছলনা ?
না চিনি ললনা-মন মজিলি বর্ব্বর !
সর্ সর্ পাপানল জ্বলে তোর দেহে।

মন্ত্রী। না সুন্দরি !
কামানল জ্বলে মোর প্রাণে।
শয়নে স্বপনে,
তোর মুখ জাগে হৃদে।
প্রাণ দেলো প্রাণময়ি ! প্রাণ দিছি তোরে।
( ধরিতে অগ্রসর )

কল্যাণী। আরে আরে পিশাচ দুর্ম্মুখ।
সাবধান, সতী-অঙ্গ না স্পর্শিস্ কভু।

মন্ত্রী। রঞ্জন ! রঞ্জন !
বল মোর কি কর্ত্তব্য এবে ?

রঞ্জন। ভ্রমর-গুঞ্জন জ্ঞান করি বামা তিরস্কার,
সার কর পুরুষকার।

মন্ত্রী। তবে আয় মুখরা রমণি,
নাহি শুনি তোর কথা আর।
প্রাণ আমার বাধা নাহি মানে,
মানে মানে এস সুলোচনে!
সংগোপনে সাধিব প্রণয়।

(আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর)

কল্যাণী। (ব্যস্ত হইয়া)
রক্ষ রক্ষ বিপদ-ভঞ্জন!
নারায়ণ! শ্রীমধুসূদন!
কোথা আছ দৈত্যনিসূদন!
রাখ মোর সতীত্ব-রতন।

গীত

কোথা আছ শ্রীমধুসূদন।
নারায়ণ, রাখ এ বিপদে, কর বিপদ-হারী বিপদ নিবারণ॥
সতীর সতীত্ব রতন, বিনে আর কি আছে রতন,
বুঝি তায় আজ ক'রেছে হরণ।
যদি জীবন যায়, (ক্ষতি নাই হে)
(এই নারীর জীবন বৃথা জীবন)
(ছার জীবনে আর নাই প্রয়োজন)
খেদ নাই তায়, যেন রয় হে সতীর সতীত্ব-ধন॥

রঞ্জন। কাল ক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।
ত্বরা কর উদ্দেশ্য সাধন।

মন্ত্রী। বৃথা ডাক বিধুমুখি! বিপদ-ভঞ্জনে।
সুলোচনে!

প্রেমের লোচনে চাহলো বারেক।
প্রত্যেক শিরায় মম প্রেমস্রোত বহে অনিবার।
তোর লো পরাণে,
কেন এত কঠোরতা মাখা।
সখা ব'লে কর সম্বোধন,
ধন রত্ন সব দিব তোরে।
প্রাণ ভ'রে দুজনেতে করি পান পীযূষ-মাধুরী।
বঞ্চিব রজনী দিবা পরম সুখেতে।
বন্যতিক্ত ফলমূলাহারে,
রূপে তব পড়িবে কালিমা।
যৌবনের প্রেম-স্রোতস্বিনী,
যাবে শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে।
তাই বলি কেন ধনি!
একাকিনী কাননবাসিনী হ'য়ে,
স'য়ে রবে প্রাণের বেদনা?
জীর্ণবাস পরিহরি,
পট্ট বাস পরি,
সহচরী হ'য়ে মম,
মহারাণী সম, রহিবে প্রাসাদমাঝে
দাস হ'য়ে প্রাণময়ি!
দিবানিশি সেবিব চরণ।
তাই বলি হৃদয়-বাসিনি!
রাখ কথা,
এস মম হৃদয়মাঝারে।

( ধরিতে উদ্যোগ )

কল্যাণী। ( সভয়ে চঞ্চল ভাবে )
রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ কোথায় ?

মন্ত্রী। আরে আরে বুদ্ধিহীনা নারী !
দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে।
( বেগে হস্ত ধারণ ও কল্যাণীর মূর্চ্ছা )

অদূরে গান করিতে করিতে মোহিনী-বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। গীত

প্রেম যদি চাস্ আয়রে আয় প্রেমিক।
গেঁথে মালা দিব গলে প্রেমের মাণিক ॥

মন্ত্রী। দেখ দেখ মরি কিবা জ্যোছনার ছবি।
এ বন-লতিকা, ও যে প্রমোদ-বল্লরী।

লক্ষ্মী। গীত

আমার এই প্রাণের মাঝে,
প্রেমের নদী ব'য়ে যাচ্ছে,
ভাস্‌ছে ছুট্‌ছে প্রেমের লহর,
ক'র্‌ছে গো ঝিক্ ঝিক্ ॥

[ গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কোথা যাও কোথা যাও বালা !

[ রঞ্জন সহ মন্ত্রীর বেগে প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া ব্যাধ-বালিকাবেশে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মী। পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর পাপ গ্রাস হ'তে আমার কল্যাণীকে ত রক্ষা ক'রেছি। আজ যদি আমি মোহিনী-বেশে পাপিষ্ঠের সম্মুখে এসে উপস্থিত না হ'তেম, তা হ'লে কল্যাণীর সতীত্ব রক্ষা করা হয় ত কঠিন হ'ত। বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সঙ্গে যে জিদ ক'রেছিলেম, এতদিন পরে তার একটী জিদ রক্ষা ক'রেছি। আমি লক্ষ্মী, লক্ষ্মী স্বয়ং সতী-

স্বরূপিণী পার্ব্বতীর কন্যা, সে থাক্‌তে সতীর লাঞ্ছনা হবে? কখনই না। কল্যাণীর সতীত্ব রাখ্‌তে আমাকে মোহিনী রূপ ধ'র্‌তে হ'য়েছে, আবার এখন ব্যাধবালা সেজেছি। কল্যাণী আর কুশধ্বজের জন্য সব ক'র্‌ব। দেখি, নারায়ণ এদিগে কিরূপে কষ্ট প্রদান করেন.? আহা! সতী-প্রতিমা কল্যাণী আমার এখনও মূর্চ্ছাগত। এখন চৈতন্য সঞ্চার করি ( কল্যাণীর অঙ্গ স্পর্শ করণ )

কল্যাণী। ( চেতন পাইয়া ) আ—কি শীতল স্পর্শ, কে আমার সর্ব্বাঙ্গে শান্তির সুধা-ধারা ঢেলে দিলে?

লক্ষ্মী। আঁখি মেলি নজর কর্‌, হাঁমি তুঁহার বহিন্‌ এসেছি।

কল্যাণী। ( চাহিয়া উত্থিত হইয়া ) কে গো তুমি?

লক্ষ্মী। হাঁমি তুঁহার বহিন্‌ আছি বটে।

কল্যাণী। তোমায় ত ব্যাধের মেয়ে ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

লক্ষ্মী। হাঁ হাঁ, হামি ত তাই আছি বটে।

কল্যাণী। তোমার নাম কি গা?

লক্ষ্মী। হামায় সবে লচ্‌মী বলিয়ে ডাকে।

ব্যাধবালক-বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। আরে, না না, উহারে সবাই ক্ষেপীর মেইয়ে বলিয়ে ডাকে।

লক্ষ্মী। উঁহার কথায় তুঁ কান্‌ দিস্‌ না, ও কেলে ছোঁড়া বোড়ো দুষ্ট আছে।

কৃষ্ণ। হামি দুষ্ট আছি রে ক্ষেপীর মেয়ে? তুঁহার সয়তানী সব ভেঙ্গিয়ে দিব।

কল্যাণী। ( স্বগতঃ ) কারা এরা? আমি কোথায়? সেই পিশাচ কুক্কুরেরা কোথায় গেল?

লক্ষ্মী। হামি তাদের তাড়িয়েছি রে বহিন্‌!

কল্যাণী। ( স্বগতঃ ) এ কি? আমার মনের কথা বলে কি ক'রে?

লক্ষ্মী। মন্তর জানি রে বহিন্! মন্তর জানি! হামি বেহাধের মেয়ে আছি, হামি সব জানি।

কৃষ্ণ। তু ছুষমনি ক'র্‌তে জানিস্! দেখ্ দেখ্ বামুনের মেয়ে! ও বড় সয়তানী আছে, উহার কথা তু না মানিস্। ও কেবল জোঞ্জালি ঘটিয়ে বেড়ায়।

লক্ষ্মী। হামি জোঞ্জালি ঘটাই, না তু রে সয়তান? দেখ্ বহিন! উহার মাথা খারাপি আছে। খবরদার, উহার কথা তু মনে ধরিস্ না।

কৃষ্ণ। সত্যি কথা শুন্ বামুনের মেয়ে! ও ক্ষেপীর মেয়ে তুঁহার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। ও সয়তানি, সেই বদ্‌মাস্ মুন্সীর কুট্‌নি। হাঁ, হামার কথা সত্যি জানিস্, খুব হুঁষিয়ারসে রহিস্। উহার মিষ্টিভাষা শুনি যেন ভুলি যাস্ না।

কল্যাণী। (স্বগতঃ) কার কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌ব? এ দুজনকে দেখেই যেন প্রাণ আমার, কেমন এক নূতন ভাবে বিভোর হ'য়ে গেছে। ব্যাধ হ'লেও এদের দুজনার মুখেই, যেন কি এক অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃ ফুটে বের হ'চ্ছে।

লক্ষ্মী। তুঁহার মনে ধাঁধাঁ ধরিয়েছে, সে হামি বুঝেছে, আচ্ছা তু বহিন্! আপন ঘরকে চলি যা।

কল্যাণী। (স্বগতঃ) তাই যাই, সেই ভাল কথা। হায়! আজ কি কুক্ষণেই কুটীর ছেড়ে এই বনের শোভা দেখ্‌তে এখানে এসে-ছিলেম! ওঃ পাপিষ্ঠদের মূর্ত্তি যেন এখনও আমার চোখের সমক্ষে বিভীষিকা উৎপাদন ক'র্‌ছে। এ বিপদের কথা, মা ও বাবাকে বলা হবে না, তাঁরা শুন্‌লে আরও ভীত হবেন। যাই, কুটীরে যাই, মা হয় ত কত ভাব্‌ছেন। [ প্রস্থান।

কৃষ্ণ। যা হ'ক লক্ষ্মি! বেশ বহুরূপী সেজেছ।

লক্ষ্মী। তুমিও যা হ'ক, বেশ মিথ্যে কথা শিখেছ।

কৃষ্ণ। কেন ক্ষেপীর মেযে ব'লেছি ব'লে?

লক্ষ্মী। দেখ, সব সহ্য হবে, কিন্তু মাকে আমার ক্ষেপী ব'ল্লে সে আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না।

কৃষ্ণ। রাগে দম্ ছুটে মারা যাবে না কি?

লক্ষ্মী। তোমার সঙ্গে আমি কথা ক'ইতে চাইনে, আমি চ'ল্লেম।

[ বেগে প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য এখনও দূর হ'ল না। যাই, দেখি অভিমানিনী অভিমানে কোথায় গেলেন।

রঞ্জন সহ মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। কৈ? রঞ্জন। সবই কি ভোজের বাজী?

রঞ্জন। বাবাজী! ভোজ কোথায়? দুদিনের মধ্যে দুটো ফলার জুটল না আর ফলমূল খেয়ে পেট্ ছিঁড়ে যাবার যো হ'য়ে এল যে।

মন্ত্রী। কৈ? সেই কল্যাণী কৈ? এই যে এই মাত্র মূর্চ্ছাগতা হ'য়েছিল।

রঞ্জন। মূর্চ্ছা কোথায়? ও ত ভাবধরা মূর্চ্ছা, স্ত্রীচরিত্র বোঝা তোমার কর্ম্ম নয়।

মন্ত্রী। তুমি কি মনে কর, কল্যাণী আমার হবে? কল্যাণী আমায় ভালবাসে?

রঞ্জন। শুধু মনে করা কি? একবারে খড়িপেতে গণনা ক'রে রেখেছি, কল্যাণী তো—মা—রি।

মন্ত্রী। তবে অমন কড়া ভাব দেখালে কেন?

রঞ্জন। দেখ্‌লে, তোমায় পরীক্ষা ক'র্‌লে, তুমি কতটা তারে ভালবাস।

মন্ত্রী। তবে পালাল কেন?

রঞ্জন। অভিমানে।

মন্ত্রী। অভিমান কিসের?

রঞ্জন। অভিমান হবে না? এই তুমি কল্যাণীকে প্রাণ প্রাণময়ী,

তোমা বই জানিনে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভী, কত কি ব'লে প্রেম সম্ভাষণ ক'র্‌লে, এর মধ্যে কোত্থেকে একটা মায়াবিনী এসে যাই, "আয়রে আয় ব'লে" গান ধ'রেছে, অমনি তোমার কল্যাণীর প্রতি যত প্রেম, যত ভালবাসা ছিল, সব গিয়ে সেই মায়াবিনীর পরে ঝুঁকে প'ড়্‌ল, কাজেই কল্যাণী বেগতিক দেখে স'রে প'ড়েছে। মানিনী কি কখনো পুরুষের এরূপ খামখেয়ালী সইতে পারে ?

মন্ত্রী। তবে এখন উপায় ?

রঞ্জন। উপায় এখন পুনরায় পায় পড়া, অমন থাপ্পা ক'র্‌লে কি কখনো কাজ চলে।

মন্ত্রী। যথার্থ রঞ্জন! আমি জ্ঞানহারা হ'য়েছি, আমার মস্তিষ্ক স্থির নাই। তুমি সত্যই ব'লেছ, সে মায়াবিনী। কল্যাণী—কল্যাণী আমার—আমার প্রাণের পুতুলী। এখন কল্যাণীকে পাবার ফিকির কি ?

রঞ্জন। ফিকির আছে বই কি। তবে এখন দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তে হবে।

মন্ত্রী। তারপর।

রঞ্জন। তারপর যখন, বুঝ্‌তেই ত পাচ্ছ, আইবুড়ো মেয়ে পুরুষের গন্ধ পেয়েছে, আর তাকে বদ্ধ করে কার সাধ্য। বাধ্য হ'য়ে তোমার কাছে আস্‌তেই হবে। এখন চল যাই, দুদিন রাজভবনে যাই। পেট্ ঠাণ্ডা ক'রে আসি। মণ্ডাগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। রাজা ব'সে ভেরেণ্ডা ভাজছে। পাণ্ডার দল সব পুরু হ'য়ে উঠছে। সব দিকই ত সামলাতে হবে ? এখন চল যাই, আবার দুদিন বাদে এসে দেখবে, কল্যাণী তোমার জন্য বিরহ-শয্যা পেতে শুয়ে আছে।

মন্ত্রী। তোমার বাক্যই বেদ-বাক্য।

রঞ্জন। ভেদ্‌জ্ঞান ক'র্‌লে কি, রঞ্জন তার কাছে ঘেঁসে ? এখন চল যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### প্রয়াগ-রাজসভা

যযাতি, মন্ত্রী, রঞ্জন, সেনাপতি ও সভাসদগণ

যযাতি। কহ মন্ত্রি? কিবা সুমন্ত্রণা?

মন্ত্রী। যখন মহারাজের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছি, তখন কেমন ক'রে মহারাজের মনোরঞ্জনের জন্য আপাত মধুর কুমন্ত্রণা প্রদান ক'র্‌ব? নরমেধযজ্ঞই এখন কর্ত্তব্য।

যযাতি। বল সখা! তোমার কি মত?

রঞ্জন। মন্ত্রিমহাশয়ের বাক্যই অনুমোদন করি।

যযাতি। সেনাপতি! কি কর্ত্তব্য তবে?

সেনা। আমি মাত্র সেনাপতি,
ভাল মন্দ এ সব ব্যাপারে,
কি বুঝিব ধরণী-ঈশ্বর!

মন্ত্রী। সকল সময়ই কি ভূমিকা ভাল লাগে?

যযাতি। না, না বল সেনাপতি!

সেনা। সুধালেন যদি,
তবে সামান্য বুদ্ধিতে
ভাল বুঝি যাহা,
কহিতেছি করিয়া প্রকাশ।
হে সম্রাট্!
যে অবধি শুনিয়াছি তব মুখে,
হেন নরমেধবিধি দিলেন দেবর্ষি,

অহর্নিশি চিন্তিয়াছি আপনার মনে,
হেন যাগে ফলিবে কি ফল ?

রঞ্জন। আমও ফ'ল্‌বে না, জামও ফ'ল্‌বে না,
ফ'ল্‌বে মহারাজের পিতৃ-উদ্ধারের ফল।

সেনা। ভাল, বিদ্রূপ ত ক'র্‌ছেন, জিজ্ঞেস করি, মহাশয় কি কখন কাহাকে পিতৃ-উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মহত্যা ক'রে নরমেধযজ্ঞ ক'র্‌তে দেখেছেন ?

রঞ্জন। ঢের, ঢের, গণ্ডায় গণ্ডায়।

মন্ত্রী। সেনাপতি, তবে কি, দেবর্ষি নারদের যুক্তি অসদ্ যুক্তি মনে ক'র্‌তে চাও না কি ?

সেনা। কৈ! সে কথা ত, এখনও সেনাপতি কিছুমাত্র বলে নাই।

যযাতি। থাক্, সেনাপতির বাক্য শেষ ক'র্‌তে দাও। বল সরল! তারপর ?

সেনা। তারপর ভাবিলাম,
যদি, ব্রহ্ম হত্যায় এত পুণ্য হবে,
তবে কেন মহাত্মা নহুষ,
দ্বিজে মাত্র করি অপমান,
হইলেন নরকে পতিত ?
বলুন দেখি মহারাজ
যে ব্রাহ্মণের অপমানে নরক নিশ্চিত,
সে ব্রাহ্মণে করিলে বিনাশ,
হবে স্বর্গ-বাস, এ বিশ্বাসে কেমনে আশ্বাস পাব ?

যযাতি। সত্য কথা বলেছ সরল!
আমারও অন্তরে সদা,
ও ধারণা দৃঢ় বদ্ধমূল।

তাই কূল নাহি পাই,
অকূল সাগর হেরি চারি দিকে,
কি হবে উপায় ভাবি আকুল পরাণে।
দিনে দিনে ক্রমে দিন ব'য়ে যায়।
কালের প্রবাহমুখ কে পারে রোধিতে ?
অবিরাম ধায় দ্রুতবেগে,
আমার ভরসা, আশা, ল'য়ে যায় সাথে।
নিরাশার গাঢ় অন্ধকার,
একে একে হ'য়ে স্তূপাকার,
ভবিষ্যৎ দৃষ্টি-পথ ক'রিছে আবৃত।
সুখ-শান্তি, জনমের মত,
যযাতির মন হ'তে হ'য়েছে অন্তর।
এ মরু-প্রান্তর-সংসারমাঝারে,
ধূ ধূ বালুকণা যেন ছুটে নিরন্তর।
প্রখর ভাস্কর-কর,
করে তাহে অনলসঞ্চার।
ছার প্রাণে কিছু মাত্র নাহি আকিঞ্চন।
আলিঙ্গন মৃত্যুসনে কবে হবে মোর ?
হায়! কবে এ বৃশ্চিক-জ্বালার হবে নিবারণ।

গীত

কবে এ বিষম জ্বালার হবে নিবারণ।
যাতনায় জীবন জ্বলে, জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে,
যেন বাড়বানল জলে জ্বলেরে ভীষণ ॥
গেছে সুখ গেছে শান্তি, সদা প্রাণে ঘোর অশান্তি,
অশান্তি-সাগরে ভাসি যাবেরে জীবন।

বিষময় হেরি যেন যে দিকে করি দরশন ॥
গেলরে ভরসা আশা, ঘিরেছেরে ঘোর তমসা,
যেন মহাঅমানিশা গ্রাসিছে ভুবন।
দিবানিশি হেরি যেন নিরাশা-কুহক-স্বপন ॥

মন্ত্রী। তবে মহারাজ! আমরা এখন আস্‌তে পারি?

যযাতি। সে কি মন্ত্রি! অদ্যকার সভা আহ্বানের কারণ, এই নরমেধ কর্ত্তব্য কি না? সেই আলোচনার জন্য। বিশেষতঃ তুমি মন্ত্রী, এ সম্বন্ধে তোমার সুমন্ত্রণা বিশেষ রূপে আশা করি।

মন্ত্রী। সুমন্ত্রণা হ'লেত? কুমন্ত্রণা হ'লেত আর নয়?

যযাতি। কেন, এ কথা বল্‌বার তাৎপর্য্য কি মন্ত্রি! আর তুমি কুমন্ত্রণাই বা, দেবে কেন?

মন্ত্রী। সুমন্ত্রণা হ'লে গ্রহণ ক'র্‌তে মহারাজ বাধ্য?

যযাতি। সে কথা নূতন ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কেন? মন্ত্রীর সুমন্ত্রণার দ্বারাই ত রাজার বিপুলরাজ্য পরিচালিত হয়।

মন্ত্রী। তবে আর এত হা হুতাস ক'র্‌ছেনই বা কেন? আর সেনাপতিকেই বা অত জিদ্ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌বার কারণ কি? আমি ত নরমেধ-বিধি সুবিধি ব'লেই মহারাজকে তাতে ব্রতী হ'তে ব'লেছি। কিন্তু মহারাজ মন্ত্রীর সে কথা গ্রাহ্য ক'র্‌ছেন কৈ?

রঞ্জন। ক'র্‌বেন বৈ কি। মহারাজ অবশ্যই মন্ত্রীমহাশয়ের কথা গ্রাহ্য ক'র্‌বেন। তবুও একবার মহারাজ সভ্যগণের মনের ভাবই বা কি অবগত হ'য়ে শিষ্টাচার রক্ষা ক'র্‌ছেন।

সেনাপতি। (স্বগত) হা পাপাত্মন? তোদের পাপ-অন্তঃকরণের যে কি পাপ উদ্দেশ্য, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

যযাতি। (স্বগতঃ) হায়! কিছু না বুঝিতে পারি।
একমাত্র সেনাপতি বিনা,

সকলেই একবাক্যে নরমেধে দিতেছে সম্মতি।
আমি পাপমতি,
তাই প্রতি কাজে পাপাশঙ্কা জাগে।
প্রথমতঃ পিতার আদেশ,
দ্বিতীয়তঃ দেবর্ষির উপদেশ।
পরে মন্ত্রী-আদি সকলের মত।
কেন তবে অমত আমার
দূর হ'ক আর না ভাবিব।
যত মহাপাপ হ'ক,
পিতৃদেবে করিব উদ্ধার।
'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

সেনাপতি। তবে কি মহারাজ! এই নরমেধযজ্ঞ করাই স্থির সঙ্কল্প হ'ল?

মন্ত্রী। তুমি কি ক'র্‌তে নিষেধ কর?

সেনাপতি। যদি বিবেক-বুদ্ধির ইঙ্গিত মান্‌তে হয়, তাহ'লে ক'র্‌তে নিষেধ করি, যদি পাপে পুণ্য ক্ষয়, ও পুণ্যে পাপ ক্ষয়, এ কথা সত্য হয়, তবে এ যজ্ঞে ব্রতী হ'তে নিষেধ করি। যদি শাস্ত্রে লিখিত ব্রহ্মহত্যার পাপফল অব্যর্থ ব'লে যথার্থ বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়, তবে একবার কেন, সহস্রবার এই ভীষণ নরমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'তে মহারাজকে নিষেধ করি।

রঞ্জন। দেবর্ষির বাক্য তা হ'লে মিথ্যা?

সেনাপতি। কে জানে কলহ-প্রিয় দেবর্ষির এ বিষয়ে কি উদ্দেশ্য আছে।

রঞ্জন। আর মহাত্মা নহুষের উক্তি?

সেনাপতি। সেও, সেই নারদের উপদেশ। নারদের উপদেশেই ত মহাত্মা নহুষ, মহারাজকে নরমেধযাগ ক'র্‌তে ব'লে গিয়েছেন।

রঞ্জন। আর এই যে মন্ত্রীমহাশয় মত দিচ্ছেন, এটা ?

সেনাপতি। যদি সত্য, সরল কথা ব'ল্‌তে হয়, তা হ'লে ব'ল্‌তে হয়, মন্ত্রীমহাশয়ের এটা কুমন্ত্রণা।

মন্ত্রী। কি যন্ত্রণা, মহারাজ! সেনাপতিকে এমন অনধিকার-চর্চ্চা ক'র্‌তে কেন প্রশ্রয় দিচ্ছেন ?

সেনাপতি। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, যাহা ধর্ম্ম, তা বল্‌বার অধিকার সকলেরই থাক্‌তে পারে।

রঞ্জন। তবে আমরা সকলেই তোমার মতে অন্যায়, অসত্য, অমঙ্গল, অধর্ম্ম ক'র্‌তে ব'সেছি ?

সেনাপতি। শুধু তাই নয়, প্রয়াগ-রাজ্যকে শ্মশান ক'র্‌তে ব'সেছ, মহারাজ—সরলপ্রাণ-যযাতিকে মহানরকে নিমগ্ন ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছ।

মন্ত্রী। মহারাজ ঔদ্ধত্য দেখ্‌ছেন ?

রঞ্জন। এরূপ অমর্য্যাদা নিতান্তই অসহনীয়।

যযাতি। সেনাপতি! আজ এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথা ব'ল্‌ছ কেন ?

সেনাপতি। কেন ব'ল্‌ছি! কেন আজ প্রধূমিত-বহ্নি প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠেছে, হায়! কি ব'ল্‌ব মহারাজ! এতদিন অনেক সহ্য ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু আর পার্‌লেম না। মহারাজের ভাবী সর্ব্বনাশের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য মনে ক'রে, আর এই ঘৃণিত নারকী—বিষকুম্ভ-পয়োমুখদ্বয়ের, বাক্য-বাণ সহ্য ক'র্‌তে পার্‌লেম না। হে পৃথিবীশ্বর! করযোড়ে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, যদি রাজ্যের সুমঙ্গল কামনা করেন, যদি ছিদ্রান্বেষী বিদেহরাজের লোলুপদৃষ্টি হ'তে সাম্রাজ্য রক্ষা ক'র্‌তে চান, তবে মহারাজ! ঐ পাপদ্বয়ের সংসর্গ পরিত্যাগ করুন। আপনি কখনই, ঐ বিষধর সর্প-দ্বয়কে বিশ্বাস ক'রে, তীব্র-বিষদন্তের বিষম দংশনে নিজ জীবন জর্জ্জরিত ক'র্‌বেন না। আপনি সরলপ্রাণ,

আপনি ঐ অগ্নি-গর্ভ শমী-বৃক্ষ-দ্বয়কে চিন্‌তে পারেন নাই। তাই ওদের মনোরঞ্জনকর বাক্য শুনে মুগ্ধ হ'য়ে র'য়েছেন। একবার ভেবে দেখুন দেখি নরনাথ! সেনাপতির ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। মহারাজ! বড় হৃদয়ের আবেগে, আজ বাধ্য হ'য়ে সেনাপতির মুখ হ'তে সত্য, অথচ অপ্রিয় কথা বহির্গত হচ্ছে, তার জন্য আমি বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ছি। একবার ভেবে দেখুন দেখি নরনাথ! একবার অন্তর্দৃষ্টিতে আত্ম-জীবনের পূর্ব্বাপর, বিশেষ ক'রে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখুন দেখি। নিষ্কলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্র কলঙ্কিত হ'য়েছে কি না? চন্দন-তরু এতদিনে নির্গন্ধকিংশুকে পরিণত হ'য়েছে কি না? প্রয়াগের সুপবিত্র রাজপুরীতে পাপের ভীষণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে কি না?

রঞ্জন। বু'ঝতে পারিনে, মহারাজের দেহের রক্ত শুকিয়ে গে'ছে, কি জ'মে বরফ হ'য়ে গেছে। নতুবা সসাগরা ধরার অধীশ্বর হ'য়ে, আপনারই সেনাপতির মুখে, এরূপ কুৎসিত তিরস্কার বাক্য শুনে, চুপ ক'রে, অমনি না রাগ না গঙ্গা ব'সে আছেন? একে কি ধৈর্য্য ব'ল্‌ব? না বীর্য্যহীনতা ব'ল্‌ব?

মন্ত্রী। দেখ রঞ্জন! আর আমাদের এখানে থাকা পোষায় না। কেন না, মহারাজের গতিক তো বুঝ্‌তে পার্‌ছ? বিশেষতঃ সেনাপতির নিকটে, এরূপ পদে-পদে লাঞ্ছিত, অপদস্থ হ'তে হবে, তা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না।

সেনাপতি। স্ব-ইচ্ছায় প্রস্থান কর ভালই, নতুবা লাঞ্ছনার চরম হবে।

রঞ্জন। শুন্‌ছেন মহারাজ! এ হ'তে স্পষ্ট কথা কি হ'তে পারে?

মন্ত্রী। বেরিয়ে পড় না, আর কেন?

সেনাপতি। প্রয়াগবাসীর এমন দিন কি হবে যে, যেদিন তাদের অদৃষ্ট-গগন হ'তে এরূপ কুগ্রহ আপনা হ'তে অপসৃত হবে?

রঞ্জন। মহারাজ! তবে আমরা আসি?

যযাতি। আমার এরূপ বিষম বিপদের সময়ে, তোমাদের কি আত্ম কলহ করা কর্ত্তব্য? আমার অবস্থা ত সকলি দেখ্‌চ। উদরে অন্ন নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, দিবানিশি কেবল একমাত্র নরমেধ-চিন্তায় মস্তিষ্ক অস্থির। ন্যায়-অন্যায় নির্দ্ধারণের শক্তি অন্তর্হিত। এ সময়ে, কোথায় তোমরা সকলে একমত হ'য়ে, যাতে আমার কর্ত্তব্য সাধন হয়, তার বিহিত বিধান ক'র্‌বে, তা না হ'য়ে, আজ নিজেদের মধ্যেই বিবাদের সঞ্চার ক'র্‌ছ? এই কি উচিত? এই কি সঙ্গত? সরল! তুমিও কি আজ আমার অদৃষ্টগুণে বিরূপভাব অবলম্বন ক'রলে?

সেনাপতি। না মহারাজ! আমি বিরূপভাব অবলম্বন করি নাই। এ জীবনে কখনও সরলসিংহ তিলার্দ্ধকাল প্রয়াগরাজ্যের মঙ্গলচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেয় নি। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, এ ভাবের অন্যথা বোধহয় কখনও হবেও না। আমি কিছুমাত্র অন্যায় কথা বলি নাই। মহারাজ! পূর্ব্বেও ব'লেছি, এখনও ব'ল্‌ছি, মহারাজ! সর্পদষ্ট-অঙ্গুলির ন্যায় ঐ পার্শ্বচরদ্বয়কে পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যযাতি। আশ্রিতকে কি পরিত্যাগ করা ন্যায়-সঙ্গত?

সেনাপতি। সকল আশ্রিতকেই নয়, কিন্তু আশ্রিত-বিষধরকে শুধু পরিত্যাগ করা নয়, দর্শনমাত্রই তার প্রাণ নাশকরা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। (জনান্তিকে রঞ্জনের প্রতি) এঁ্যা কি ব'ল্লে? শেষটা কি এমন অমূল্য জীবনটা এই প্রয়াগধামেই রেখে যেতে হবে?

রঞ্জন। (জনান্তিকে) দেখনা রঞ্জনের বুদ্ধির মার-প্যাঁচটা। (প্রকাশ্যে) তা হ'লে মহারাজ! এ বিষধর দুটীকে ঘরে আর না পোষাই ত ভাল।

যযাতি। কেন অমন ক'র্‌ছ রঞ্জন! আমি কি তোমাদের কিছু ব'লেছি?

রঞ্জন। তা অবশ্য বলেন নি, কিন্তু আপনার সেনাপতির যেরূপ ব্যবহার, তাতে এখানে টেকা আমাদের এখন কঠিন। তা শুধু আমাদের না হয় দুর্ব্বাক্য বলুক, কিন্তু যখন দেখছি মহারাজকে পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে কসুর ক'র্‌ছে না, তখনই বুঝে নিয়েছি সীমা ছেড়ে বহুদূর উঠেছে। তা মহারাজ! ব'ল্‌তে গেলে তোষামোদ হ'য়ে দাঁড়ায়, আপনার তুল্য দয়াবান, বুদ্ধিমান সম্রাট, আর কোথাও দেখি নাই। আপনার সরলতা-গুণে আমরা বাঁধা প'ড়ে গিয়েছি, আপনার মুখখানি যদি একবার বিষাদমাখা দেখি, তখন মনে হয়, প্রাণ দিয়ে শুধু মহারাজের হাস্য-বদনখানি একবার দেখি। কয়দিন মহারাজের এইরূপ চিত্ত-বিকার দেখে, কিসে আপনার এই চিত্ত-বিকার দূর হয়, এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে রাত্রি কাটিয়েছি, মহারাজকে কিসে সুখী রাখ্‌ব, কিসে সন্তুষ্ট ক'র্‌ব, এ উদ্দেশ্য ভিন্ন যদি অন্য কোনও উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ ক'রে থাকি, তবে যেন আমার নরকেও স্থান না হয়। মহারাজ! কি ব'ল্‌ব। দয়া ক'রে সখা ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন, একটু স্নেহের চক্ষেও দেখেন, প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে দুটো হেসে কথাও বলেন, এই হ'য়েছে লোকের হিংসার কারণ। তাই সরল-হৃদয় মন্ত্রীমহাশয় আর আমি লোকের চক্ষে বিষতুল্য হ'য়েছি।

সেনাপতি। (স্বগতঃ) ওঃ ভণ্ড ধূর্ত্তগণের বাক-চাতুর্য্য কি আপাত-মধুরমনোমুগ্ধকর। ছল-কৌশলশূন্য-সরলহৃদয়-মহারাজ যযাতি এই জন্যই এদের মায়াজালে জড়িত হ'য়েছেন।

রঞ্জন। তবে এখন কথা হ'চ্ছে, মহারাজ! যদি সেনাপতির কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে থাকেন, তা হ'লে সে বিষয়ে আমাদের আর কিছু বল্‌বার নাই। আপনি ইচ্ছা ক'র্‌লে, এখনি আমাদিগকে

পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারেন। সে জন্য চক্ষুলজ্জা কর্‌বারও কিছু দরকার নাই। মহারাজের যদি সন্দেহই হ'য়ে থাকে, তবে এখনি আমাদের খুলে বলুন, এই মুহূর্ত্তেই আমরা বিদায় হচ্ছি। মহারাজের অদর্শনজনিত দুঃখে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে, যাক্, তথাপি মহারাজের মতের বিরুদ্ধে কাজ ক'র্‌তে চাইনে।

[জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। অভিবাদন। সেনাপতি-সরলসিংহের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে, একটি বিদেশীয়সৈনিক দ্বারদেশে উপস্থিত।

যযাতি। কি বিদেশীয় সৈনিক? তাহ'লে যাও সরল! তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তার উদ্দেশ্য অবগত হওগে।

সেনাপতি। যে আজ্ঞা। কর্ত্তব্য স্থির রাখ্‌তে, সেনাপতি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। [ প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) হা ভগবান! বাঁচালে।

রঞ্জন। (স্বগতঃ) ব্যাটার বিষদাঁত শীঘ্রই ভাঙ্গবো। বাবা! আমি পাপ, আমার কাজে বাধা দেবে তুমি? (প্রকাশ্যে) তা হ'লে মহারাজ! নরমেধযজ্ঞ করা রহিত ক'র্‌ছেন বোধ হয়?

মন্ত্রী। নিশ্চয়ই। সেনাপতি যখন নিষেধ ক'রেছে, তখন আর ক'র্‌বেন কি ক'রে?

রঞ্জন। কেন আপনি মন্ত্রি, আপনার কথাই ত অধিক প্রামাণ্য।

মন্ত্রী। হাঁ নামটা মন্ত্রী এখনও আছে বটে।

যযাতি। কেন মন্ত্রী! তোমার মন্ত্রণা কবে না গ্রহণ ক'রেছি?

রঞ্জন। দেখুন, ওটা মন্ত্রীমহাশয় অভিমানে ব'ল্‌ছেন, কেননা, আপনি বর্ত্তমানে, সামান্য একজন সেনাপতি এসে, যা খুসী ব'লে গেল, আপনি তার কোনও প্রতীকার ক'র্‌লেন না। এতে সাধারণ লোকেরই অভিমান হ'তে পারে, তাতে উনি একজন প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রী। না রঞ্জন! এ বিষয়ে আর মহারাজকে কিছু ব'লনা। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, এখন পদে পদে হয়ত, মহারাজের আমার প্রতি সন্দেহ হবে। তার চেয়ে, আমার অন্যত্র প্রস্থানই কর্ত্তব্য।

রঞ্জন। হাঁ, ঘটনা যেরূপ ঘনিয়ে আস্‌ছে, তাতে এইরূপ ইচ্ছাই হয় বটে। আমারও কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ ভাব মনেই হ'য়েছিল যে, আর এক মুহূর্ত্তকালও এখানে অপেক্ষা ক'র্‌ব না। কিন্তু মহারাজের বিষাদমাখা মুখের দিকে চাইলে, আর যেতে ইচ্ছা হয় না। ভেবে দেখ্‌লাম, মহারাজ যেরূপ নরমেধ কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য, এই কথা ভেবে ভেবে সন্দেহ-দোলায় দুল্‌ছেন, এবং সেনাপতির সেই গুপ্ত পরামর্শ—না,—না, সে কথা যাক্।

যযাতি। কি? কি? কি ব'ল্‌ছিলে রঞ্জন! কথাটা সম্পূর্ণ না ব'লে চেপে গেলে কেন?

রঞ্জন। না না, কিছুই না। ঐ সেনাপতির কথা। না, তা আর শুনে কাজ নেই।

যযাতি। শুনে কাজ নেই কেন? অবশ্য ব'ল্‌তে হবে।

রঞ্জন। সে মহারাজের বিশ্বাসও হবে না, মিছে কেন হিতে বিপরীত ক'র্‌তে যাব।

যযাতি। সন্দেহ ক্রমেই বর্দ্ধিত ক'র্‌ছ, অথচ কথা গোপন রাখ্‌ছ?

রঞ্জন। তা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, কিছুতেই কিছু ক'র্‌বার উপায় নাই, সে পথ আমরা পূর্ব্ব হ'তেই, ভিতরে ভিতরে বন্ধ ক'রে রেখেছি।

মন্ত্রী। এই ঘটনার সূত্রটী যদি আমরা পূর্ব্ব হ'তে আবিষ্কার না ক'র্‌তাম, তা হ'লে কি ভীষণ ব্যাপার হ'য়ে যেত বল দেখি রঞ্জন!

রঞ্জন। সেই দুঃখেই ত মরি, আমরা সর্ব্বদা মহারাজের হিতসাধনের জন্য চেষ্টা করি, আর লোকে বলে কিনা, আমরা খল, কপট। তা ব'লুক

আমরা ত আর নাম কিন্‌বার জন্য কাজ ক'র্‌ব না, প্রাণের টানে ক'র্‌ব। সেনাপতি বোধ হয় জান্তে পেরেছে যে, আমরা তার গুপ্তমন্ত্রণা ধ'রে ফেলেছি।

মন্ত্রী। নিশ্চয়ই, নইলে কি আজ ওরূপ হঠাৎ ওরূপভাবে কথা বলে? ভাব্‌লে যে, এরূপ ক'রে কুৎসা প্রকাশ ক'র্‌লে মহারাজ বিরক্ত হ'য়ে, আমাদের ত্যাগ ক'র্‌বেন, তা হ'লেই তার উদ্দেশ্য-পথের কণ্টক দূর হয়।

যযাতি। বল মন্ত্রি! বল রঞ্জন! সরলসিংহ-সম্বন্ধে কি জা'ন্‌তে পে'রেছ?

রঞ্জন। কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নতুবা মহারাজকে একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ করিয়ে দিতাম। তখন বুঝ্‌তে পার্‌তেন যে, আপনার সরল সিংহের অন্তরে, কিরূপ গরলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী। ঘটনা, বড় ভীষণ ঘটনা। বিদেহরাজের সেনাপতি গুপ্ত ষড়যন্ত্র ক'র্‌ছে। যাতে মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হন। ওঃ—স্মরণ ক'র্‌লে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠে। বলুন দেখি মহারাজ! এরূপ বিদ্রোহীকে কি করা কর্ত্তব্য?

রঞ্জন। মহারাজ হয়ত ভাব্‌ছেন, যদি তাই হবে, তবে কিছু দিন পূর্ব্বে বিদেহরাজকে পরাজিত ক'র্‌লে কেন? কিন্তু আমরা বিদেহ-রাজের সে পরাজয়ের উদ্দেশ্যও জেনে ফেলেছি।

যযাতি। কি উদ্দেশ্য?

রঞ্জন। ঐ টুকুই ত মজা, ঐ টুকুই ত ধাঁধাঁ, ঐ টুকুই ত কৌশল। সেনাপতির হাতে বিদেহরাজের যে পরাজয়, সেও, ঐ দুইজনের মধ্যে পূর্ব্ব হ'তেই পরামর্শ ক'রে স্থির করা ছিল। কেন না, এরূপ ক'র্‌লে, আর কারো মনে কোনও সন্দেহ আস্‌বে না। বুদ্ধিটে ঘুরিয়ে ছিল মন্দ নয়, তবে কি না, আমাদের চক্ষে ধুলা দেবে, এরূপ মানুষ কৈ বিধাতার সৃষ্টিতে ত দেখ্‌তে পাইনে।

যযাতি। (স্বগতঃ) উঃ—লোক চরিত্র কি দুর্জ্ঞেয়! অমন সরল-শান্ত-ধীর-প্রভুভক্ত-ধার্ম্মিক-সেনাপতি, তারও মনে এমন ঘৃণিত উদ্দেশ্য স্থান পায়! না, বিশ্বাস হয় না। অসম্ভব, নিতান্ত অসম্ভব। যদি তাই হয়, অমন সরল-বন্ধুসম হিতৈষী-সরলসিংহ যদি যথার্থই আমার শত্রু হয়, তবে এ সংসারে কারে বিশ্বাস ক'র্‌ব? কারে প্রকৃত সৎবন্ধু ব'লে, তার সদুপদেশ গ্রহণ ক'র্‌ব? হায়! আমার মত এরূপ মহাবিপদে কি আর কেহ কখনও নিমগ্ন হ'য়েছে? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, আমার কে শত্রু, কে মিত্র? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, আমি এখন শত্রু দ্বারা, কি মিত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত? এরূপ স্থলে ক্রমে যে নিজেকেই বিশ্বাস করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। হা ভগবন্! আমাকে কি বিপদেই ফেলেছ?

গীত

বিধি আমায় কেন হ'লে প্রতিবাদী।
বিপদ-জলধি-জলে ভাসালে হে নিরবধি॥
সরল ব'লে সরল প্রাণে, সরলে দেখেছি প্রাণে,
সেই সরলের সরল প্রাণে হেরি কেন গরলের নদী।
বুঝিতে পারি না হায় গো, শত্রু মিত্র কে সংসারে,
আপন পর মোর ভাবি কারে, সতত সংশয় হৃদি॥

রঞ্জন। ঐ জন্যই কথাটা খুলে ব'ল্‌তে এদিক্ ওদিক্ ক'র্‌ছিলাম। একে মহারাজার মস্তিষ্ক অস্থির, তার উপর আবার চির বিশ্বাসীর প্রতি অবিশ্বাস ধারণা, মহারাজ যেন একেবারে চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছেন।

যযাতি। (বিচলিত ভাবে)
ওঃ—বিষে গড়া এ ছার সংসার,
বিষে ভরা মানবজীবন।

বিষ, বিষ, বিষ।
সর্ব্বাঙ্গে জলিছে বিষ,
যাই, যাই, বিষের আগার ছাড়ি।

[ বেগে প্রস্থান।

রঞ্জন। যাও—যাও, এখনও বিষের হ'য়েছে কি? ঝলকে—ঝলকে বিষের ঢেউ গড়িয়ে উঠ্‌বে তবে ত?

মন্ত্রী। বলিহারি তোমার ফিকির রঞ্জন! ভোজবাজীর মত যা মনে ক'র্‌ছ, তাই ক'র্‌ছ। রাজাকে যেন হাতের ক্রীড়াপুতুল ক'রে তুলেছ।

রঞ্জন। তুল্‌তে এখনও অনেক বাকী, সিকি মাত্র তোলা হ'য়েছে, পটল তুলিয়ে তবে শেষ। এই যে সেনাপতি দেখ্‌ছেন, ওকে নাকের জলে চ'খের জলে ক'রে ছাড়ব। দেখুন না, দিন ক'তক, আগে যজ্ঞটা ঘুনিয়ে আসুক, তখন মজাটা ছুট্‌তে থাক্‌বে।

মন্ত্রী। রাজা যে যজ্ঞ ক'র্‌বে, এরূপ বোধ হয় না।

রঞ্জন। তবে আর ক'র্‌লেম কি? যজ্ঞ না ক'রে কি রক্ষা আছে। এই রাখনা, কুন্দুলে নারদ ঠাকুর যখন চ'টে গেছে, তখন আবার সেই নহুষের প্রেতাত্মাকে পাঠালে ব'লে। সেই ভূত এলেই যজ্ঞ করা ঠিক হ'য়ে যাবে।

মন্ত্রী। তুমি এতদূর ভেবে রেখেছ?

রঞ্জন। মনে মনে এঁকে রেখেছি, ঠিক না হ'য়ে যায় না।

মন্ত্রী। রঞ্জন! সব পার্‌বে, সবই হবে, এদিকে একরূপ সব রকম সুখই দিতে পার্‌বে, কিন্তু—

রঞ্জন। কিন্তু কি? কল্যাণীর কথা ত? আ গেল ছাই, সে ত হ'য়েই র'য়েছে?

মন্ত্রী। যথার্থ ই কি কল্যাণী আমার জন্য বিরহ-শয়নে জেগে আছে?

রঞ্জন। থাক্‌বার ত কথা, তা যদি একান্তই না থাকে, তাহ’লেও কল্যাণী-লাভের আরও সুযোগ উপস্থিত হ’য়েছে।

মন্ত্রী। কি রকম? কি রকম?

রঞ্জন। এই নরমেধ যজ্ঞ ক’র্‌তে হ’লে, আট বৎসরের একটী ব্রাহ্মণের ছেলে চাই ত?

মন্ত্রী। তাই ত শুনেছি।

রঞ্জন। সেই সুদেবশর্ম্মার তিনটী ছেলে, আর একটী কন্যা ত?

মন্ত্রী। হাঁ।

রঞ্জন। বাস, এবারে গিয়ে সেই ভিখেরী বামুনকে বলি যে, দেখ ঠাকুর! হয় তোমার কন্যাকে প্রদান কর, না হয় তোমার ছোট ছেলেটীকে দাও, মহারাজ যযাতির যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে।

মন্ত্রী। যদি ছেলেই দেয়?

রঞ্জন। ও ছেলেও দেবে, মেয়েও দেবে। কোন চিন্তা নাই। একান্ত না দেয়, বল প্রয়োগ করা যাবে। এক কাজে দুই কাজ হ’য়ে যাবে, সবই হবে, এখন চল যাই, দেখি, রাজা কোথা গেলেন।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### বনভূমি

চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যবতী ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুশধ্বজের প্রবেশ

কুশধ্বজ। কেন কাঁদ্‌ছ বলনা মা!

সত্যবতী। বড় কষ্টে।

কুশধ্বজ। কিসের বড় কষ্ট মা!

সত্যবতী। বাবা আমার! তুমি আমার অজ্ঞান বালক, তুমি আমার কষ্ট কি বুঝ্‌বে?

কুশধ্বজ। না মা! সব বুঝ্‌ব, তুমি আমায় বল না?

সত্যবতী। বাবারে! বুঝ্‌লেও যে সে কষ্ট সাম্‌লাতে পার্‌বে না, মিছে শুনে তুমিও কেন কষ্ট পাবে?

কুশধ্বজ। একজনে কষ্ট পাবার চেয়ে সবাই মিলে কষ্ট পাওয়াই ত ভাল মা! একটা ভার একজনে না ব'য়ে যদি, সকলে ভাগ ক'রে লয়, সেই ভার সকলকার কাছেই হাল্‌কা ব'লে বোধ হয়। নয় কি মা?

সত্যবতী। বাপ কুশীরে! তোর সঙ্গে কথায় কেউ পেরে উঠ্‌বেনা জানি। কিন্তু হতভাগা! অভাগিনীর সন্তান! তোরা কেবল কষ্ট পেতে আর কষ্ট দিতেই এই পাপিনীর উদরে জন্মেছিলি। ( রোদন )

গীত

কেন এসেছিলি তোরা অভাগিনীর উদরে।
আমার মত কে আছে মা জগৎ-সংসারে॥
আমি মহাপাতকিনী, ঘোর পাষাণী,
হ'য়েছি কাল ভুজঙ্গিনী রে,
পেয়ে তোদের হৃদয়-রতন, মা হ'য়ে করিনি যতন,
( আমায় মা ব'লে আর ডাকিসনারে )
( মা হ'লে কি হয়রে এমন )
তোদের দুখে বনের পাখী কাঁদেরে॥ ( হায়রে )
কেন মরুভূমে ফুটিলি বল্, সোনার কমল,
অকালে শুকাতে কেবল রে,
বারিবিনে মীনের যেমন, বাঁচেনা বাঁচেনা জীবন,
( থাকিস্ বনবাসে উপবাসে )
( তোদের ক্ষুধার জ্বালায় যাবে জীবন )
দুধের বালক তোদের কত সয় রে॥ ( হায়রে )

কুশধ্বজ। মা! মা! দুঃখিনী মা! আর কাঁদিস নে, তোর কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়।

সত্যবতী। হাঁ বাপ কুশী! কাঁদবার জন্যই যার জন্ম, জন্মান্তরের পাপের ফল ভোগ কর্‌বার জন্যই যার জীবন ধারণ, তার কান্না কে নিবারণ ক'র্‌বে বাবা!

কুশধ্বজ। কেন মা! যিনি দীনের দুঃখ দূর করেন, তিনিই ক'র্‌বেন।

সত্যবতী। তবে করেন না কেন বাবা?

কুশধ্বজ। তাঁকে কি তুমি ব'লেছ?

সত্যবতী। হা অবোধ! তাঁকে কি কিছু ব'ল্‌তে হয়?

কুশধ্বজ। না ব'ল্লে কেমন ক'রে জান্‌বে?

সত্যবতী। আরে, সরল শিশু! তাঁর দৃষ্টি না আছে এমন স্থানই নাই।

কুশধ্বজ। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারেও কি তিনি দেখ্‌তে পান?

সত্যবতী। সহস্র অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারেও তাঁর দৃষ্টিকে রোধ ক'র্‌তে পারে না।

কুশধ্বজ। গভীর সাগরের কাল জলের মধ্যেও তিনি দেখ্‌তে পান?

সত্যবতী। জলে, স্থলে, রসাতলে, আকাশে, বনে, ত্রিলোকের মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে তিনি দেখ্‌তে না পান; এমন স্থান নাই, যেখানে তিনি যেতে না পারেন; এমন কথা নাই, যা তিনি শুন্‌তে না পান। এমন ভাব নাই, যা তিনি না বুঝ্‌তে পারেন।

কুশধ্বজ। হাঁ মা! তুমি সত্যই ব'ল্‌ছ, আমার মনের মধ্যেও এসে তিনি এক একবার ব'সে থাকেন। কিন্তু চোখের সাম্‌নে কখনও দেখ্‌তে কেন পাইনে মা?

সত্যবতী। বাবা আমার! তিনি ত বাইরে দেখ্‌বার জিনিস নন্। তাঁকে যারা দেখ্‌তে পায়, তারা মনের মধ্যেই দেখ্‌তে পায়।

কুশধ্বজ। মনকে বুঝি তিনি খুব ভালবাসেন?

সত্যবতী। তা ব'লে সব মনকে নয়, যার মন খুব সরল, যার মন সর্ব্বদা তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল, যার মন, এক সেই হরিভিন্ন অন্য কিছু

চায় না, সেই মনকেই তিনি ভালবাসেন ; আর সেই মনের মধ্যেই তাঁর বস্‌বার আসন।

কুশধ্বজ। তাহ'লে তিনি আমার মনকেও ভালবাসেন, নয় মা ?

সত্যবতী। (স্বগতঃ) আহা অবোধ কুশীর মনে যে কত ধারণা!

কুশধ্বজ। ভালবাসেন না মা ?

সত্যবতী। বাসেন। (স্বগতঃ) বালকের এরূপ ধারণা ভাল বই মন্দ নয়।

কুশধ্বজ। আচ্ছা মা! এই তুমি ব'ল্লে যে তিনি সবই জান্‌তে পারেন। তবে আমাদের দুঃখও জান্‌তে পার্‌ছেন ?

সত্যবতী। হাঁ পার্‌ছেন।

কুশধ্বজ। তবে আমাদেব দুঃখ দূর করেন না কেন ?

সত্যবতী। সে আমাদের কর্ম্মদোষ।

কুশধ্বজ। কি কর্ম্মদোষ আমরা ক'রেছি ? আমরাত কারুর কোন জিনিস চুরি করি না, কাউকে কোন কষ্ট দিই না, কারুর কোনরূপ অনিষ্ট করি না, প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা কই না, তবে আমাদের কর্ম্মদোষ কি মা ?

সত্যবতী। এ জন্মে না করি, পূর্ব্বজন্মে ক'রেছি, তারই ফল এই।

কুশধ্বজ। ও—এ জন্মের ফল বুঝি পরজন্মে ফলে ? তবে ত মা! আমরা আর জন্মে অনেক পাপ ক'রেছি, তা নইলে এ জন্মে আমাদের এত কষ্ট হবে কেন ?

সত্যবতী। বাবা! কত মহাপাপ ক'রেছি তার কি আর অন্ত আছে ?

কুশধ্বজ। তবে মা! এ জন্মে আর কোন পাপ ক'র্‌ব না। কি ক'র্‌লে কর্ম্মফল ভাল ফলে মা!

সত্যবতী। তাঁর চিন্তা ক'রে, তাঁর পদে মন প্রাণ স'পে দিতে পার্‌লেই কর্ম্মফল ভাল ফলে বাবা!

কুশধ্বজ। তবে আয় না মা! সবাই মিলে তাই কবি।

সত্যবতী। তেমন ভাগ্য কি আমাদের আছেবে কুশী? এক উদর-চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আর কোন চিন্তাই যে হৃদয়ে স্থান পায় না।

কুশধ্বজ। দিদি আমায় ব'লেছে "জীব দেছেন যিনি, খেতে দেবেন তিনি" তবে আর খাবার ভাব্‌না আমরা ভাবি কেন মা?

সত্যবতী। (স্বগতঃ) আহা! কল্যাণী আমার যথার্থ জ্ঞানময়ী। তার যে জ্ঞান, তার যে বিশ্বাস, সে জ্ঞান, সে বিশ্বাস আমাদের কিছুমাত্র নাই। আহা! অভাগিনী আমার, কেবল আমাদের দুঃখ দেখেই চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ ক'রেছে। সুশীতল সরোবরের শান্তিময়ী-কুমুদিনী আমার, কেবল আমাদের জন্যই নিদাঘসন্তপ্ত হ'য়ে শুষ্ক-মলিনভাব ধারণ ক'রেছে। হায়! হায়! মা হ'য়েও, এ দৃশ্য দেখে স্থির হ'য়ে আছি। (রোদন)

কুশধ্বজ। মা! মা! আবার কাঁদ্‌ছিস্?

সত্যবতী। (চক্ষু মুছিয়া) না বাবা! কাঁদিনি।

কুশধ্বজ। মিছে কথা! আর জন্মে আবার কষ্ট পাবার ইচ্ছা?

সত্যবতী। বাবা কুশীরে! এ মহাপাপিনীর কষ্ট কি কেবল এক জন্মেই পরিশোধ হবে? জন্ম জন্মান্তরেও এই পাপের ফলভোগ ক'র্‌তে হবে।

কুশধ্বজ। না মা! তুই কেবল হরি ব'লে ডাক, তা হ'লে আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না।

সত্যবতী। তা যদি পার্‌তেম, তেমনি প্রাণ খুলে যদি হরি ব'লেই ডাক্‌তে পার্‌তেম, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? পাপ-উদরের চিন্তায় যে সব চিন্তা ভুলে গেছি।

কুশধ্বজ। তাঁর নাম নিলে ত আর ক্ষিদে তেষ্ণা থাকে না।

সত্যবতী। তেম্‌নি ক'রে নাম নিতে পার্‌লে ত?

কুশধ্বজ। কেন পারিস্ নে মা! আমি ত পারি।

সত্যবতী। মাণিক আমার! বাবা আমার! তুমি যে আমার হরিবোলা-পাখী।

কুশধ্বজ। এই দেখ মা! আমি হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কেমন মেতে যাই।

গীত

হরি বুলি বল্‌ ও প্রাণ-পাখী।
হরি প্রেমে প্রাণ ঢেলে দে, প্রাণে প্রাণে কর মাখামাখি॥
গিছে দিন যায় রে ব'য়ে, এই বেলা চল উধাও হ'য়ে,
নাম-সুধা অধরে দিয়ে; দেখনা সেরূপ মুদে আঁখি॥
দিতে পারিস্‌ ভালবাসা, পাবি তবে ভালবাসা,
প্রাণের মাঝে সে ক'র্‌বে বাসা, আর কি আশা থাক্‌বে বাকী॥

ছদ্ম-বালকবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। গীত

হরি নাম আর কেউ ক'রনা তার সে গুমোর গেছেগো ছুটে।
হরিনাম ক'রে পরিণাম দেখ, সদাশিব ক্ষেপে শ্মশানে ছুটে॥
যেম্‌নি চতুর চূড়ামণি, তেমনি শঠের শিরোমণি,
নতুবা কি সেই ভৃগুমুনির লাথি খেয়ে গেছে বুকটা ফেটে॥

ছদ্ম-বালিকাবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

গীত

লক্ষ্মী। ওর কথা কেউ শুননা শুননা,
ওর কথা কেউ কানেতে তুলনা;
ও গিছে কথা ক'য়ে ক'রিছে ছলনা।

কৃষ্ণ। ও মেয়েটা আছে সকল ঘটে॥

লক্ষ্মী। যেমনি রূপে তেমনি গুণে,
ডোবে না জলেতে পোড়ে না আগুনে,
কাণে কালা কার কথা না শুনে,
নামটীও আবার কাল কুহুটে।

কৃষ্ণ। দুষ্টু মেয়ে দুষ্টমী ছাড়,
লক্ষ্মী। নষ্টামি বল কেন কর আর,
কৃষ্ণ। খাবে গো এবার মুষ্টি প্রহার,
লক্ষ্মী। হার মেনেছ বল না ফুটে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

কুশধ্বজ। কারা এরা মা!

সত্যবতী। আমিও তাই ভাব্‌ছি কারা এরা? কেমন যেন বিদ্যুতের মত এল, আবার তেমনি ক'রে ছুটে চ'লে গেল। কত কি জিজ্ঞাসা ক'রবো, কিছুই ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লেম না, অবাক্ হ'য়ে তাক্ হারিয়ে চেয়ে রইলেম। কে জানে বাবা! এরা কারা? এ বনে ত আর কোন দিন এদের দেখেনি।

কুশধ্বজ। কিন্তু মা! দিদি একদিন ব'লেছিল, এক ব্যাধের মেয়ে আর এক ব্যাধের ছেলে, একদিন এইরূপ তার কাছে এসে ঝগড়া ক'রেছিল। দিদি সেদিন দুজনাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেছ্‌লো। এরা কি তবে তারা?

সত্যবতী। না বাবা! এরা ত ব্যাধের ছেলে, ব্যাধের মেয়ে নয়। এদের দেখে প্রাণ যেন কেমন ক'রে উঠ্‌লো।

কুশধ্বজ। সত্যি ক'রে মা! ঐ কালো ছেলেটির কথা যেন আরও কালো রং হ'লেও, তার চেহারাখানি যেন কত সুন্দর দেখ্‌লেম।

সত্যবতী। সব সত্য। কিন্তু সে তোমার হরির নিন্দা করে যে?

কুশধ্বজ। কৈ? তাতে ত আমার ওর উপর রাগ হ'ল না, বা হরির উপর ভক্তিও ক'মলো না। মা! আমার ইচ্ছা ক'র্‌ছে, এখনি গিয়ে তাকে ডেকে আনি।

সত্যবতী। আর কি এখন দেখ্‌তে পাবে! কোথায় চ'লে গেছে।

শূন্যভিক্ষাঝুলিস্কন্ধে ধীরে ধীরে সুদেবের প্রবেশ

কুশধ্বজ। মা! ঐ যে বাবা এসেছেন, আমি এগিয়ে গিয়ে বাবার ভিক্ষের ঝুলি ব'য়ে নিয়ে আসি। ( কিঞ্চিৎ গমন )।

সুদেব। এই শূন্য-ঝুলি বহন কর কুশি! একটি তণ্ডুলকণাও পাইনি, আজ হ'তে এ ভিক্ষার ঝুলি চিরশূন্যই থাক্‌বে।

সত্যবতী। এ কথা ব'ল্‌ছেন কেন প্রভো!

সুদেব। আমি ব'ল্‌ছিনে সত্যবতি! যিনি তোমার আমার অদৃষ্ট একসূত্রে গ্রথিত ক'রেছেন, যিনি তোমার আমার ন্যায় দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, এই কয়টী কোমল প্রাণ শিশুর অনশন-জনিত অকাল-মৃত্যুর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, যিনি তোমার আমার পাষাণ-হৃদয়কে, অপত্য-শোকের ভীষণ বজ্র দ্বারা অচিরাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ ক'র্‌বেন ব'লে স্থির ক'র্‌ছেন, এ কথা তিনিই আজ ব'লেছেন সত্যবতি!

সত্যবতী। আপনি স্থির হ'য়ে ক্লান্তি দূর করুন। অত বিচলিত হবেন না। শেষে সব শুন্‌ব।

সুদেব। আর শুন্‌বে কি অভাগিনি! যা ব'ল্‌বার সব ব'লেছি, এখন সেই বজ্রাঘাত সহ্য ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

কুশধ্বজ। বল বাবা! অমন ক'র্‌ছ কেন? একদিন ভিক্ষে পাওনি; তা কি হ'য়েছে? আমি আর দিদি ত, দুদিন না খেয়েও থাক্‌তে পারি। দাদারা না হয়, একদিন গাছের ফল খেয়ে কাটাবে; তার জন্য অত ভাব্‌ছ কেন বাবা!

সুদেব। না বালক! আর ভাব্‌ছিনে, ভাব্‌বার, বুঝ্‌বার এখন আর কিছু নাই। এখন আমি চির নিশ্চিন্ত, শান্ত, স্থির। বিপদের শত ঝঞ্ঝাবাতে আর আমাকে বিচলিত ক'র্‌তে পার্‌বে না।

সত্যবতী। নাথ! দাসী পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছে, বলুন, আজ কি হ'য়েছে?

সুদেব। অকূল সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির সামান্য আশ্রয়—তৃণমুষ্টি, তাও হস্তচ্যুত হ'য়েছে। সত্যবতি! সত্যবতি! কি ব'ল্‌ব, এ দরিদ্রের একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা, শিশুগণের জীবনসম্বল একমাত্র ভিক্ষা, সেই ভিক্ষার পথও এতদিনে বন্ধ হ'ল! পাপাশয় মন্ত্রী এবং বিদূষকের আদেশ, কেউ আমাদের ভিক্ষা দেবে না। যদি কেহ দেয়, তা হ'লে তার কঠিন কারাগারে ভীষণ শাস্তি। প্রচারক এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার ক'রে দিয়েছে।

কুশধ্বজ। কেন বাবা! তুমি কি দোষ ক'রেছ?

সুদেব। কি দোষ ক'রেছি, তাত জানি না বাবা! তাদের কোন পাপ অভিসন্ধি পূর্ণ না ক'রে, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছি; এই যদি দোষ হয়, তবে সেই দোষে দোষী হ'য়েছি।

সত্যবতী। হা জগন্নাথ! দীনবন্ধু! শেষে এই ক'র্‌লে! (রোদন)।

সুদেব। কেঁদনা সত্যবতি! এখনও কাঁদ্‌বার সময় পাবে। ভবিষ্যতের কল্পনা-চিত্র মনের মধ্যে বেশ ক'রে এঁকে দেখ দেখি, কি দেখ্‌তে পাও? অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থি-কঙ্কালসার এই পুত্রগণের নিদারুণ হাহাকার? উত্থান-শক্তি-রহিত পুত্রগণের মা মা ব'লে সেই হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ? কণ্ঠাগত প্রাণ-পুত্রগণের শুষ্ক বক্ষের সেই সকরুণ কাতরধ্বনি? আসন্ন মৃত্যুর মলিন ছায়া-ক্লিষ্ট-চাঁদমুখগুলির সেই ভীষণ হ'তে সেই ভীষণতর অবস্থা? আর কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? একে একে,—অথবা একসঙ্গেই আমাদের হৃদয়সরোবরের স্নেহবর্দ্ধিত-অফুটন্ত পদ্মগুলি চিরদিনের মত,—ঐ দেখ সত্যবতি! ঐ দেখ, কি হ'য়ে গেল? বুঝেছ এখন? কত দেখতে হবে, কত সইতে হবে, কত পুড়্‌তে হবে, কত জ্বল্‌তে হবে, কত কাঁদ্‌বে, কেঁদো তখন! কেঁদে কেঁদে কত কত সমুদ্রের সৃষ্টি ক'র্‌তে পার, ক'র তখন। এখন স্থির হও, আমার মত স্থির হ'য়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে

থাক। কাল-বৈশাখের পশ্চিম কোণে মেঘ দেখা দিয়েছে, ঝড় উঠ্‌বেই উঠ্‌বে।

গীত

কেন প্রিয়ে কাঁদ বল, কাদ্‌বার সময় পাবে আর।
পুত্র-শোকানলে জ্বলে, কেঁদো কত কাঁদ্‌তে পার॥
বাঁধরে পাষাণে প্রাণ, হওরে পাষাণ-সমান,
হবে না দুখের অবসান, বাড়িবে শোকের ভার।
হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী, যাবে যে দিন দিয়ে ফাঁকি,
সেদিন একবার ভাব দেখি, হবে সব অন্ধকার॥
নয়নতারা ছেড়ে যাবে, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে,
মায়ের প্রাণে কত সবে, ক'র্‌বে কেবল হাহাকার॥

সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। বাবা! মা! দিদির অসুখ আবার বেড়েছে, কেমন যেন ক'র্‌ছে, শীঘ্র এস।

সুদেব। সত্যবতি! সকলই আমাদের সেই ভবিষ্যৎ-কল্পনার অনুকূল ঘটনা। চল যাই, কল্যাণীর কাছে যাই।

সত্যবতী। মধুসূদন! রক্ষা কর, তুমিই ভরসা।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

নিভৃতে রঞ্জনলালের প্রবেশ।

রঞ্জন। বক্ বকম্, বক বকম্। আমি একটা সুখের পায়রা। বক্ বকম্। বড় লোকের বাড়ীর পায়রা গুলোর আদর কত, কত যত্ন ক'রে, তাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়। ধারণা—গৃহস্থের পায়রাই হ'চ্ছে লক্ষ্মীর শ্রী। পায়রা যেখানে, লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণকেও

অমনি হাস্‌তে হাস্‌তে, ক্রমে বাধ্য হ’য়ে, সেখানে উপস্থিত হতেই হবে, না হ’লে কোনরূপেই উদ্ধার নাই। এই ধারণাতেই গৃহস্থ, পায়রাকে অত তোয়াজ ক’রে রাখে। কিন্তু এদিকে শ্রীমান্ লক্ষ্মীঠাকুরুণের ঘটক-পায়রা চাঁদের হজমাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ তরল যে পদার্থ নির্গত হয়, যদ্যপি তা দ্বারা কেউ গোবরের কাজ করেনা বটে, তথাপি তাকে একবার, সেই বিশ্রী জিনিষের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত ক’র্‌তে কিছুতেই কেউ রাজি নয়। তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না? বড়লোকের বাড়ীতে পায়রার বাসা যেখানে, সেখানকার নীচেটা, রঙ্গবেরঙ্গের ছিটেফোটা দ্বারা সুশোভিত হ’য়ে, অঙ্গনের শোভা সংবর্দ্ধন ক’রেছে। যেন নাট্যশালার মেজ, দিব্যি মখমল দ্বারা মণ্ডিত র’য়েছে। অনেক জন্মের তপস্যার ফলে তবে পায়রা জন্ম হয়, বেড়ে সুখ, খড় কুটো কুড়িয়ে বাসা বাঁধ্‌তে হয় না; কোন হাঙ্গামা নেই, অথচ রাজার হালে রাজবাড়ীতে বাস। বাস্, এর থেকে আর চাই কি? যদি বল, তোমার তাতে সুখ কি? এই যে এতক্ষণ ধ’রে পায়রার বর্ণনা ক’রলে, তাতে তোমার কি? হা কপাল! তা জাননা বুঝি? আমিও যে এইরূপ রাজবাড়ীতে “উড়ে এসে জুড়ে বসা” গোছের একজন সুখের পায়রা; যদি বল কিসে? তাও শুন ব’লে দিচ্ছি। পায়রার বাসা বড়লোকের বাড়ীতে, আমার বাসাও এই পৃথিবীশ্বর যযাতির খাস কামরায় নির্দ্দিষ্ট। স্পষ্ট ক’রে ব’ল্‌তে গেলে, রাজা একটী আমার হাতের খেলার পুতুল। আমি আস্‌বার পর থেকেই নাকি রাজার শ্রী ফিরে গেছে। এ ধারণা কিন্তু বদ্ধমূল। তা হ’লে দেখ, এটাও পায়রার সঙ্গে মিলে গেল! তবে বাকী কেবল এক সেই দুর্গন্ধ জিনিষটে? না বাবা! ঐটেতে মিশ খাওয়াতে পারব না। ছিটেফোটা হ’লে না হয় হ’ত; এ যে একেবারে ঝুড়ি, ঝুড়ি। বুঝতেই পাচ্ছ, রাজ-

বাড়ীর রাজভোগ। এ মরা নাড়ীতে সইবে কেন? রাজা ত রঞ্জন ব'ল্‌তেই অজ্ঞান। মন্ত্রীও আমার মন্ত্রে জ্ঞানশূন্য। সরলসিংহ কে? ওকে একেবারে পথের ফকির ক'র্‌লেম্ ব'লে! ফিকির ক'র্‌লে কে আঁটতে পারে? এখন যত শীঘ্র পারি, নরমেধটা সাবাড় ক'র্‌তে পার্‌লেই প্রাণটা ষোলআনা ঠাণ্ডা হয়। থাক, সে সব কথা, এখন আমার সঙ্গিনীরা কৈ? এখনও আস্‌ছে না কেন? অনেক দিন পরে তাদের আজ এই নিভৃত স্থানে, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার কথা। ঐ যে, সব এদিকেই আস্‌ছে। এস এস বিরহিনীগণ! আজ এই শুভমিলনে বিরহানল সব নির্ব্বাণ করি।

পাপসঙ্গিনীগণের প্রবেশ

ম সঙ্গিনী। আর কত দিন এমন ক'রে বিরহ ভোগ ক'র্‌তে হবে বল দেখি?

ঞ্জন। আর বেশি দিন নয়, দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

য় সঙ্গিনী। তোমার বিরহ যে আর আমরা সইতে পারিনে ভাই!

ঞ্জন। আমার বিরহটাতে তাহ'লে কিছু রকমারী আছে বল?

য় সঙ্গিনী। মাইরি। তোমার বিরহ গুণে আমরা পুড়ে জ্বলে গেলাম।

ঞ্জন। বেগুণ হ'লে ত পোড়া খাওয়া যে'ত।

ম সঙ্গিনী। সে যন্ত্রণা যদি বুঝ্‌তে, তা'হলে আর রঙ্গ ক'র্‌তে না।

ঞ্জন। আচ্ছা, বিরহ আরম্ভ হ'লে, বুকের ভিতর কেমন ক'র্‌তে থাকে বল দেখি?

২য় সঙ্গিনী। দুপ্ দাপ্।

রঞ্জন। উঁহু, হ'ল্‌না। তোমার?

৩য় সঙ্গিনী। ধুপ্ ধাপ্।

রঞ্জন। তার ত্রিসীমানাতেও গেল না। আচ্ছা তুমি?

১ম সঙ্গিনী। দুর্ দুর্ ক'র্‌তে থাকে।

রঞ্জন। হাঁ, তোমার ঠিক খাঁটী বিরহ হ'য়েছে। আর প্রাণটা কেমন একচ্ প্যাকচ্ ক'র্‌তে থাকে?

১ম সঙ্গিনী। তা আর ব'ল্‌তে? একচ্ প্যাকচ্ ওলোট্‌ পালট্‌ কত কি ক'র্‌তে থাকে।

রঞ্জন। বড় বড় জোরে জোরে শ্বাস প'ড়্‌তে থাকে?

১ম সঙ্গিনী। সে একেবারে ঝড় ব'য়ে যায়।

রঞ্জন। ঠিক্ হ'চ্ছে। আচ্ছা! বল দেখি—(ক্ষণেক ভাবিয়া) এই—চাঁদের আলো কেমন বোধ হয়?

১ম সঙ্গিনী। আগুনের হল্‌কা।

রঞ্জন। মলয় বাতাস?

১ম সঙ্গিনী। মাগো! ও নাম ক'র্ না।

রঞ্জন। ঠিক। কোকিলের ডাক?

১ম সঙ্গিনী। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) উহুঁ উহুঁ।

রঞ্জন। (স্বগতঃ) বাস্ আর চাইনে, এ একেবারে খাঁটী সাড়েষোলআনা দস্তুর মত বিরহ। তাহ'লে এদ্দিন পরে, আমার নাম উপন্যাস নাটকে স্থান পাবার মত হ'য়েছে। লেখকদের আর নায়ক খুঁজে বেড়াতে হবে না। (১মার প্রতি) তা দেখ, প্রিয়সঙ্গিনি! তুমিই আমার প্রকৃত বিরহিণী হ'য়েছ; এইবার তোমার নাম নাটকে উঠ্‌ল ব'লে।

২য় সঙ্গিনী। আর আমরা তবে বিরহিণী নই?

রঞ্জন। তোমাদের ত সে সব লক্ষণ দেখ্‌তে পেলাম না।

৩য় সঙ্গিনী। কেন, আমাদের যখন বড় ক্ষিদে পায়, তখন দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, রাশ রাশ ভাত—হাপুস হুপুস ক'রে গিলে ফেলি। আবার যখন ঘুম ধরে, তখন কার সাধ্যি আছে যে, নাক ডাকার শব্দে সে

ঘরে তেষ্টাতে পারে। এত বিরহের লক্ষণ থাক্‌তেও, হা কপাল! বিরহিণী হ'তে পার্‌লেম না।

২য় সঙ্গিনী। মিথ্যেদিদির ভাগ্য ভাল, তাই অমন বিরহিণী সাজ্‌তে পার্‌লে।

৩য় সঙ্গিনী। হিংসেদিদি! দুঃখ ক'রিসনে ভাই! আজ গিয়ে কেমন ক'রে বিরহিণী সাজ্‌তে হয় শিখিয়ে দেব। তবে এখন আমরা আজকার মত আসি?

রঞ্জন। তা এস। কিন্তু কাজ ভুলোনা যেন, যে জন্য আমাদের এই যযাতির রাজ্যে আসা, সে কথা যেন মনে থাকে। তোমরা সহায় আছ ব'লেই, এই পাপের এত প্রতিপত্তি। আমি যাই, আজ অনেক কাজ হাতে। [ সকলের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### নিভৃত অঙ্গন

চিন্তিত সরলসিংহের প্রবেশ

সরলসিংহ। হায়! কে জানে,
কোথায় যাবে ঘটনার স্রোত?
কেমনে জানিব,
ভবিষ্যতের গুপ্ত গর্ভদেশে,
কিবা ফল আছে লুকাইত?
কে জানে কেন বা হায়!
রাজ্যময় এত পাপ-খেলা?
যযাতির সরল হৃদয়ে,

কোন্ দুষ্টা সরস্বতী আসি,
করিলরে হেন পাপমতি ?
গতি হায় ! কি হবে রাজার ?
কোমল-কোরকে কীট প্রবেশি অলক্ষ্যে,
ছিন্ন ভিন্ন করে বুঝি হায় !
কি জানি কি বিষম দুর্দ্দৈব,
রক্তনেত্রে ক'রিছে কটাক্ষ।
মনে হয়—যেন,
নিয়ত এই নগরের মাঝে,
ভ্রমে কত পিশাচের দল।
রাজলক্ষ্মী যেন ত্যজি এ রাজত্ব,
বহুদিন চ'লে গেছে কোথা।
যেদিকে নেহারি ;
সেই দিকে হেরি ঘোর অমঙ্গল
সুমঙ্গল, আর না ফিরিবে।
পাপের জলন্তমূর্ত্তি রাজ-বিদূষক,
সহচর মন্ত্রীসহ—
মহারাজে করিল উন্মত্ত।
মত্ত সদা মহারাজ,
মুখে বুলি নরমেধ যাগ।
কে শুনেছে কবে, কোন দেশে কেবা,
নরমেধ-পাপ-যজ্ঞে দিয়েছে আহুতি ?
দেখিতেছি স্পষ্টাক্ষরে,
হেন যজ্ঞে হবে সর্ব্বনাশ।
শ্মশানে ধূ ধূ চিতা জ্বলিবে নগরে।

পিশাচের প্রমত্ত তাণ্ডবে,
যাবে পুরী রসাতলমাঝে।
কি করিব? কি আছে উপায়?
মহারাজে কেমনে রক্ষিব?
হায়! প্রাণ দিলে যদি কোন হ'ত প্রতীকার,
তুচ্ছ প্রাণ প্রভু-তরে এখনি দিতাম।

নিয়তির প্রবেশ

গীত

যা হবার তা হবে, বাধা না মানিবে, কারু মানা কভু শুনিবে না।
শত প্রাণ ঢাল, শত অশ্রু ফেল, বারেক সে ফিরিয়ে চাহিবে না॥
পুড়ে যাক্ তোমার সোনার সংসার,
ভেঙ্গে যাক্ তোমার সাধের বাজার,
শুকাক্ তোমার সুখ-পারাবার, কোনও কথা সে কহিবে না॥
বৃথা করে নর আকুলি ব্যাকুলী,
বৃথা আশা বুকে ঘুরিছে কেবলি,
ঘটনার স্রোতে ভাসিছে সকলি, কেহ ত বাকী রইবে না॥

[ প্রস্থান।

সরলসিংহ। চিনেছি নিয়তি তোমা।
জেনেছি নিয়তি তব সত্য উপদেশ।
জানি জানি আরও জানি তুমিই নিয়তি!
ঘটনা-রূপিণী তুমি তেজস্বিনী বামা।
উত্তম পুরুষকারে বাম পদে দলি,—
সত্য বটে তুমি সে নিয়তি!
চলি যাও এক লক্ষ্যে অভিমত পথে।
সত্য বটে সত্য কথা—
শত অশ্রু শত কাতরতা,

পারে না গলাতে তব কঠিন হৃদয়।
জানি জানি, পুত্র-শোকাতুরা জননীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ,
পশে না নিয়তি তব বধির শ্রবণে।
কিন্তু, রক্ত মাংস সম্বলিত এ নর-শরীর,
ধরে প্রাণ কোমলতাময়।
অশ্রুবারি হেরিলে নয়নে,
আত্মপর ভুলে গিয়ে সে অশ্রু মুছাতে,
করে নর প্রসারিত কর।
সুসাধ্য অসাধ্য হ'ক—
ঝাঁপ দেয় অকূল সাগরে,
পরপ্রাণ রক্ষিবার তরে।
এইরূপে নর-ধর্ম্ম বিধির সৃজিত।
এইরূপেই মনুষ্যত্ব হয় সুরক্ষিত।

*ভিক্ষুকবেশে মন্ত্রী, রঞ্জন ও সহচরগণের প্রবেশ, বস্ত্র মধ্যে প্রত্যেকের অস্ত্রাদি গুপ্ত ভাবে রক্ষা*

সকলে। সেনাপতির জয় হ'ক, সেনাপতির জয় হ'ক।

সবলসিংহ। সকলই যে তপস্বীবেশধারী ব্রাহ্মণ; দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। ( প্রণাম করিতে মস্তক নত করণ )

( সকলে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া একসঙ্গে চাপিয়া ধরণ )

সবলসিংহ। ওঃ—প্রতারণা! প্রতারণা!

( সকলের সেনাপতিকে বন্দী করণ )

মন্ত্রী। কেমন এত দিনের পর ঠিক হ'য়েছে?

রঞ্জন। কিহে, বাপু! আর যে ফোঁস ধর না?

সবলসিংহ। কাপুরুষদের এ হ'তে আর অধিক আত্মগৌরব কিসে হবে?

মন্ত্রী। নেও, আর সময়ক্ষেপ না ক'রে কারাগৃহে ল'য়ে যাও।

রঞ্জন। এই ফচ্‌কে বাঘগুলোকে খাঁচায় পুর্‌লে, তখন তাদের সেই অসার তর্জ্জন গর্জ্জন দেখ্‌তে বড় আমোদ।

সরলসিংহ। তোদের ন্যায় কাপুরুষের বিদ্রূপ শুনে তার প্রত্যুত্তর দিতে এ সরলসিংহ ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু, রে—ঘৃণিত পিশাচগণ! তোরা মহাপাপী হ'লেও আজ তোদের কাছে, সরলসিংহ সরল ভাবে একটী প্রার্থনা ক'র্‌ছে। আমাকে বন্দী ক'রেছিস্‌, আবার অন্ধকার কারাগৃহে রক্ষা ক'র্‌বি, কিছুতেই আমি দুঃখিত হব' না। কিন্তু যেন মহারাজ যযাতির কোন সর্ব্বনাশ ক'রিস্‌নে। মহারাজ যযাতির সোনার রাজ্য যেন শ্মশান ক'রিস্‌নে। আমাকে বন্দী না ক'রে, না হয় হত্যা ক'রে ফেল্‌, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে বল্‌, বল্‌ একবার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌, "মহারাজ সরলপ্রাণ যযাতির আমরা কোন সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব না?" তা যদি ক'রিস্‌, তাহ'লে জানিস্‌, এখনও আকাশ বজ্র শূন্য হয়নি, এখনও নরক-কুণ্ডে নরকানল সমান ভাবে প্রজ্বলিত হ'চ্ছে, এখনও প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মহাপাপীদের দণ্ডবিধান ক'র্‌তে, ধর্ম্মের ন্যায়-দণ্ড বিস্মৃত হয়নি। এ কথা কয়টি যেন পরীক্ষার জন্য, অক্ষরে অক্ষরে নিজ নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে রাখিস্‌।

মন্ত্রী। আর বাক্যাড়ম্বর ক'র্‌তে হবে না।

রঞ্জন। আর ন্যাজ কাটা সাপের-ফোঁস ফোঁসানি মানায় না। এখন গর্ত্তে মাথা দেওয়াই ভাল।

সরলসিংহ। হাঁ—অকপট সরলপ্রাণ মহারাজ যযাতি! না জানি, মহাপাপীর দল, তোমার কি সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌বে। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, জীবনান্ত পণ ক'রেছিলেম, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট হ'তে দেব না। তা সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌বার সৌভাগ্য, এ হতভাগ্য সরলসিংহের হ'ল না। তাই আজ মনের সাধ মনেই র'য়ে

গেল। ভয় নাই মহারাজ! ধর্ম্ম আছেন, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা ক'র্‌বেন। যত বিপদই হ'ক্ না কেন, ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য।

মন্ত্রী। নে, নে, বেটাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যা।

( সহচরগণের তথা করণ )

সরলসিংহ। পাপচক্রে সিংহ আজ সামান্য শৃগালের করে বন্দী। ধন্য নিয়তি! তোর অব্যর্থ ঘোষণা। [ সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

### রাজ-প্রাসাদ

যযাতির প্রবেশ

যযাতি। বুদ্ধি ভ্রংশ, তারপর? মৃত্যু। তাই আমার এখন একমাত্র প্রার্থনীয়। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র প্রিয় সুহৃদ! মৃত্যুই এখন আমার এই তাপদগ্ধ যন্ত্রণাময় জীবনের একমাত্র শান্তি-সুধা। মৃত্যুই এখন আমার এই দুঃসহ বিষাদময় জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা। সেই যবনিকা পতনের জন্য যযাতি আজ সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত। কিন্তু তাকি হবে? সে যবনিকা কি হায় এত শীঘ্র পতন হবে? জীবনের সেই চিরশান্তি, অনন্ত বিশ্রামের দিন কি, এত শীঘ্র নরাধম মহাপাপী যযাতির নিকট উপস্থিত হবে? এ পাপ জীবন, দারুণ দুর্দ্দশার কঠিন নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত না হ'য়ে কি, শান্তিময়ী মৃত্যুর শান্তিময় অঙ্কে এত শীঘ্র স্থান পাবে? কখনই না, এখনও যে এ নারকীর অনেক খেলা বাকী আছে। তার মধ্যে প্রধান এবং শেষ খেলা হ'চ্ছে নরমেধ। প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রসুতকে আহুতি প্রদান। হাঁ হাঁ, ঠিক ব্যবস্থাই হ'য়েছে, নরকের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন ক'র্‌তে, যযাতির পক্ষে ঠিক ব্যবস্থাই হ'য়েছে। হা হতভাগ্য যযাতি!

তোর পূর্ব্বপুরুষগণ যে বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে, যে কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী উত্তোলন পূর্ব্বক, জগতের স্মৃতি-পটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছে, তোর মত কুলাঙ্গার আবার সেই উজ্জ্বল চন্দ্রবংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে, সেই কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী ছিন্ন ক'রে, দুষ্কীর্ত্তির অক্ষয়স্তম্ভ স্থাপন—পূর্ব্বক, জগতের পটে স্বীয় কলঙ্ক-মসী লেপনে উদ্যত। হা কুলকণ্টক! হা কুলপাংশুল! হা নরকের অন্ধ তামসে পতনোন্মুখ মহাপাতকি! এ হ'তে আর তোর মহাপাপের পুরস্কার কি হ'তে পারে? এ হ'তে আর ধর্ম্মের অপক্ষপাত ন্যায়-দণ্ডের নিকট তুই কোন দণ্ডের আশা হৃদয়ে পোষণ ক'র্‌তে পারিস্? হা অন্ধ বর্ব্বর! দুর্দ্দম যৌবনের বিষম তাড়নে, বিষ-কুম্ভ পয়োমুখ নারকীগণের মোহন মন্ত্রে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, বিলাস-তন্দ্রার ঘোরে বিভোর ভাবে যে আপাত সুখের আশায় প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছিলি, এতদিনে সেই পরিণাম-চিত্র, ঐ দেখ্ মহাপাপি! ঐ দেখ, তোর ভবিষ্যৎ পটে কেমন উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত র'য়েছে। ঐ দেখ্, নরাধম! ঐ দেখ্ অবশ্যম্ভাবী ঘটনার ভয়াবহ দৃশ্য ঐ দেখ্, তোর দৃষ্টি পথে, কেমন দেদীপ্যমান র'য়েছে। আর কি চাস্? সবই দেখ্‌লি, সবই বুঝ্‌লি, পাপপুণ্যের স্বর্গ নরক ব্যবধান, সবই এখন বিশেষরূপে অনুভব ক'র্‌ছিস্, আর কি চাস্? এখনও কি পাপ-নরকের দ্বারা পিতৃ উদ্ধারের আশা রাখিস্? এখনও কি ব্রহ্মহত্যা হ'তে স্বর্গ-ফলের কামনা ক'রিস্? না, না, কখনই না, মিথ্যাকথা, মিথ্যাকথা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মহাপাপের প্ররোচনা, কপট-কলহ-প্রিয় নারদের বিষম ছলনা! পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাত্মা নহুষের প্রেতমূর্ত্তি! অসম্ভব স্বপ্ন কল্পনা! না, না, ক'র্‌বনা, ক'র্‌বনা, কিছুতেই নরমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌ব না। কিছুতেই সেই অষ্টমবর্ষীয় বিপ্র শিশুর কোমল অঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে পাপের ভীষণ স্রোত আর বৃদ্ধি ক'র্‌ব না। (পদচারণা)

পিতৃভক্তির প্রবেশ

গীত

কেন ভ্রান্ত হেন ভ্রান্তি বল্‌না।
এত দেখে এত শুনে, তবু ভ্রমান্ধকার গেলনা ॥
যার তরে জগতে এলি, যার তরে জগৎ চিনিলি,
সেই পিতায় তোর না বুঝিলি, হায় কিবে বিড়ম্বনা ॥

যযাতি। (সক্রোধে) আরে আরে দুষ্টা কুহকিনি!
নারিবি ভুলাতে আর কুহক-প্রভাবে।

পুনর্গীত

ভুলেতে ভুলিয়া রইলি, মোহেতে উন্মত্ত হ'লি,
ভাল মন্দ না বুঝিলি, আমি কে তা জানিলি না।

যযাতি। (স্বগতঃ) কেন ভ্রান্তি?
কে বলিবে?
কেহ নাই, কে দিবে উত্তর?
কেন ভ্রান্তি মম?
ভ্রান্তি-জালে জড়িত সংসার।
যে দিকে নেহারি,
সেই দিকে, ভ্রান্তির সাকার মূর্ত্তি—
গ্রাসিবারে মোরে,
বিকট বদন করে ব্যাদান নিয়ত।
হ'ত জ্ঞান হই শুধু ভ্রান্তির তাড়নে।

পিতৃভক্তি। পুনর্গীত

দেখরে দেখরে ভ্রান্ত, ভাব আত্ম আদি অন্ত,
স্মর পিতৃপদপ্রান্ত, হবে শান্ত মনোবেদনা ॥

[ প্রস্থান।

যযাতি। হব' শান্ত সেইদিন,
যেই দিন কৃতান্তের করে,
হবে অন্ত এ পাপ জীবন।

( নহুষের প্রেতাত্মার আবির্ভাব )

নহুষ। যযাতিরে!
এখনও ভ্রান্তি তোমা চিতে?

যযাতি। কে? কে? পিতৃদেব তুমি?
কহ, কহ, সত্যই কি পিতৃদেব তুমি?
সত্যই কি নহুষের প্রেতআত্মারূপে
ঘূর্ণি-বায়ু সনে দিবানিশি ঘোর বায়ুপথে?

নহুষ। হা অবোধ!
এখনও গেল না সংশয়?
হা অদৃষ্ট!
এখনও বুঝিলিনা আমার যাতনা?
হা কুলাঙ্গার!
এখনও পিতৃ-গতি ক'রিলি না স্থির?
হা দুর্ম্মতি!
এখনও নরমেধে হ'লি না প্রবৃত্ত?
রে দুর্ব্বৃত্ত!
চিত্ত তব হ'য়েছে বিকৃত।
নতুবা কি
পুত্র হয়ে পিতৃবাক্যে ক'রিস্ উপেক্ষা।

যযাতি। পিতা! পিতা!
অজ্ঞান সন্তানে তব কর এবে ক্ষমা।

নহুষ। ক্ষমা ?

আরে আরে মহাপাপী নরকের কীট !

তোরে মম ক্ষমা !

আরে আরে পাপিষ্ঠ সন্তান !

তুই বিদ্যমানে,

পিপাসা কাতর কণ্ঠে,

কণ্ঠাগত প্রাণে, জল জল করি,

দিবানিশি করি ছুটোছুটী।

তুই হেথা সিংহাসনে বসি,

বিলাসে বিভোর আরে মত্ত কুলাঙ্গার !

ক্ষমা ?

ক্ষমা তোর অনন্ত নরকে।

চলিলাম এবে।

বুঝিলাম সব।

তো হ'তে উদ্ধার-আশ নাহি একতিল।

চলিলাম অনিশ্চিত পথে।

থাক্ তুই রাজত্ব লইয়ে।

থাক্ তুই বিলাস-শয়নে।

কিন্তু রে যযাতি !

শেষ দেখা এই, শেষ বাক্য এই—

হয় নরমেধ ক'রিবি পূরণ,

নতুবা পিতৃ-অভিশাপে,

অচিরাৎ ধ্বংস-পথে ক'রিবি গমন !

( অন্তর্দ্ধান )

হরিদাস সহ নারদের প্রবেশ

নারদ। (প্রবেশ পথ হইতে) পিতার অব্যর্থ অভিসম্পাতের কর হ'তে রক্ষা পাবার জন্য যযাতি! এখনও সময় থাকতে প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে সতর্ক ক'র্‌তে আবার এসেছি।

যযাতি। দেবর্ষি প্রধান!
যতই জ্ঞানের বর্ত্তি জ্বালিছ সম্মুখে,
ততই অজ্ঞান ঘোরে ঘিরিছে আমারে।
সেই দিন হ'তে,
যেই দিন তব সনে প্রথম দর্শন,
সেই দিন হ'তে,—
কি কহিব তপোধন!
তব উপদেশ মত পিতার আদেশ,
করিতে পালন হায়!
কত যুদ্ধ করিতেছি আপনার সনে।
কিন্তু দেব! আমি জ্ঞান হীন,
মনের সংশয় মোর না অন্তর।

নারদ। এ অজ্ঞানতার ফল কি? তাও ত তোমার পিতৃদেবের মুখেই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শ্রবণ ক'র্‌লে। তবু ও মহারাজ! তোমার সংশয় দূর হ'ল না? বড় আশ্চর্য্য কথা। স্বচক্ষে বারংবার পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ দর্শন ক'র্‌ছ, স্বকর্ণে পিতার উপদেশবাণী শ্রবণ ক'র্‌ছ, আর আমিও স্বয়ং এসে তোমাকে বারংবার উপদেশ প্রদান ক'র্‌ছি, এতেও যখন তোমার ভ্রান্তি দূর হ'ল না, তখন বুঝ্‌লেম মহারাজ! চন্দ্রবংশের আর উদ্ধার নাই। ধ্বংসের প্রলয়-চিতা, চন্দ্রবংশকে ধ্বংস ক'র্‌বার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছে। বুঝ্‌লেম, অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ভীষণ দৃশ্য, অচিরাৎ এই ইন্দ্রভবন তুল্য প্রয়াগভবনে পরিদৃষ্ট হবে।

দুঃখ রইল যে, জেনে শুনেও যযাতি ! তোমাকে সেই বিষম বিপদের করালগ্রাস হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

হরিদাস। গীত

এ সব দেখে শুনে ধাঁধাঁ লাগে বুঝে উঠা দায়।
( হায়রে ) কোন্‌টা যে ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক,
ঠিক ক'র্‌তে না পারি তায় ॥
কেউ বা সত্যপথে চ'লে, ভাসে শুধু নয়ন-জলে,
আবার, কত পাপী ভূমণ্ডলে, হেসে খেলে চ'লে যায় ॥
সারাদিন খেটে খেটে, দিনান্তে কেউ পায় না খেতে,
আবার, কারু খাবায় দিন রেতে, জোটে কত কেবা খায় ॥
দেখ্‌ছি যতই ঘুরে ঘুরে, ততই যেন প'ড়্‌ছি ঘোরে,
ক্ষেপা অঘোর বলে ঘুরে ঘুরে, মাথা আরও ঘুরে যায় ॥

যযাতি। ( স্বগতঃ )
বৃথা ভাবি দুর্ব্বল মানব।
নাহি শক্তি নিয়তিরে করিতে অন্যথা।
জয়ডঙ্কা বাজাবে নিয়তি।
কার সাধ্য করে রোধ তায়।
ঘটনার স্রোতে,
ভেসে যাই চ'লে,
কোন দিকে ফিরে নাহি চাব,
কুল পাই ভাল,
নাহি পাই অকূলে ছুটিব।

নারদ। কি চিন্তা ক'র্‌ছেন মহারাজ !

যযাতি। আর কিছু নাহি চিন্তা দেব !
চিন্তার বিষম বিষে হ'য়েছি জর্জ্জর।

চিন্তা-শক্তি চিত্ত হ'তে হ'য়েছে অন্তর।
নিরন্তর এ অন্তর নিতান্ত অস্থির,
স্থির মম এতদিনে "নরমেধ যাগ"।

নারদ। সাধু, সাধু, বড় সুখী হ'লেম মহারাজ। উপস্থিত অন্য কিছু বক্তব্য নাই। এই বক্তব্য, যাতে সপ্তাহমধ্যে যজ্ঞ আরম্ভ হয়, তার চেষ্টা করুন। আর সেই ব্রাহ্মণ-শিশু ক্রয় ক'র্‌তে, উপযুক্ত লোক প্রেরণ করুন। আর চলুন মহারাজ। মন্ত্রণাগৃহে গিয়ে আপনার কুলপুরোহিতের সহিত, যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারের, বিষয় নির্দ্ধারণ করা যাক্‌গে।

যযাতি। যে আজ্ঞা।

হরিদাস। (স্বগতঃ)

সাপের মাথায় ধূলো প'ড়লো,
সব লেঠা চুকে গেল।
গুরুর মুখে হাসি ফুট্‌ল,
মরা গাঙ্গে বান ডাক্‌লো।

নারদ। এস হরিদাস। [ সকলের প্রস্থান।

---

## সপ্তম দৃশ্য

### কারাগৃহ

শৃঙ্খলাবদ্ধ সরলসিংহ

সরলসিংহ। (স্বগতঃ) সব যায়, স্মৃতি যায় না। শক্তি গেল, তেজ গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, কৈ স্মৃতি ত গেল না? অতীতের সুখ-স্মৃতিই বর্ত্তমানের দুঃখ-বিষাদকে প্রবল ক'রে তুলে। স্মৃতির

অস্তিত্ব না থাক্‌লে, জগতের দুঃখ ক্লেশকে দুঃসহ ক’র্‌তে পার্‌ত না। হায়! অতীত আর বর্ত্তমান, আমার জীবনে যেন এক মহাস্বপ্ন আনয়ন ক’রেছে। কাল কি ছিলেম? আজ কি হ’য়েছি। কাল ছিলেম সেনাপতি, আজ একজন সামান্য বন্দী। গিরি-বিহারী-কেশরী আজ ক্ষুদ্র জম্বুকের নিকট বন্দী! জগতের ইতিহাসে এ দৃশ্য বিরল নয়। এই উন্নতি অবনতি, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদই বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্রের অপূর্ব্ব কৌশল। কে জানে এই বিচিত্র কৌশলদ্বারা সেই সৃষ্টি কুশল-ভগবানের কোনও মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় কি না? শুনেছি, তিনি মঙ্গলময়, তাঁর প্রত্যেক লীলাই মঙ্গলময়ী। এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানব—সরলসিংহকে লাঞ্ছিত ক’রে, যদি সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তবেত সরলসিংহ ভাগ্যবান। হয় ত আমি জানিনা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি সীমাবদ্ধ-জীব আমি, হয় ত বুঝ্‌তে পারি না, এই নরমেধ যজ্ঞদ্বারা হয় ত মহারাজ যযাতির কোনও মঙ্গলকার্য্য সাধিত হবে। পাছে আমাদ্বারা কোন বিঘ্ন সঙ্ঘটন হয়, সেইজন্য ভাগ্যবিধাতা আমার ভাগ্যে হয় ত এই কঠোর কারা-যন্ত্রণার ব্যবস্থা ক’র্‌ছেন। হয় ত ঐ মহাপাপী মন্ত্রী এবং রঞ্জনের দ্বারা মহারাজের মঙ্গল-পথ পরিষ্কৃত হবে, তাই সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান হরি, ঐ পাপীদ্বয়কে এই প্রয়াগরাজ্যে প্রেরণ ক’রেছেন। যে বিষে প্রাণ বিনাশ হয়, সেই বিষয়ই আবার সময় গুণে, বিকারক্ষেত্রে অমৃতের কার্য্য করে। যে জলে অনল নির্ব্বাণ হয়, সেই জলেই আবার বড়বানলের সৃষ্টি হ’য়ে থাকে। অজ্ঞ জীব আমরা, অজ্ঞান-তমসায় আচ্ছন্ন হ’য়ে, ভাল মন্দ, সৎ অসৎ কিছুই নির্দ্ধারণ ক’র্‌তে পারি না, তাই অনেক সময়ে সেই মঙ্গলময়ের কার্য্য দেখে, হৃদয়ে সংশয় পোষণ ক’রে, বৃথা অশান্তি ভোগ করি।

গীত

অজ্ঞান-তমসা ঘোরে রেখেছ হে অন্ধ ক'রে।
কি বুঝিব লীলা-তত্ত্ব, মত্ত চিত্ত বিত্ত তরে॥
যে জলে নির্ব্বাপে অনল, সে জলেতে জ্বলে অনল,
সকলি তার লীলা-কৌশল, কে পারে বুঝিতে তায় রে॥
কে জানে কোন্ সূত্র ধরি, কি খেলা খেলান হরি,
ভেবে কিছু বুঝ্‌তে নারি, ব্রহ্মাণ্ড ধরে উদরে॥

সরলসিংহ। কিন্তু কি যে ভ্রম, কি যে অজ্ঞানতা, সব যেন ভুলিয়ে দেয়। বুঝ্‌তে যাই বুঝ্‌তে দেয় না। ধ'র্‌তে যাই ধ'র্‌তে দেয় না। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়, সব জ্ঞান নষ্ট ক'রে দেয়। সব বুদ্ধি, সব বিবেক কোথায় যেন—কোন অন্ধকারে যেন ডুবিয়ে দেয়। এও সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

প্রহরীর প্রবেশ

এস ভাই প্রহরি! এস, আজ কিছু শুন্‌তে পেলে?

প্রহরী। যা শুন্‌লেম, তা আপনার পক্ষে বড়ই ভয়ের কথা।

সরলসিংহ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমার পক্ষে? তাতে ক্ষতি নাই। মহারাজের কুশল ত?

প্রহরী। মহারাজের কুশল অকুশল কিছুই জান্‌তে পারি নাই। কিন্তু আপনার বিপদের কথা শুনেই ছুটে এসেছি। এখন আসুন, আপনাকে আমি শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দি, আপনি এ রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করুন, নতুবা আপনার জীবন সংশয়।

সরলসিংহ। জীবনের মমতায় সরলসিংহ কখনও চোরের ন্যায় পলায়ন ক'র্‌বে না, তা ত তোমাকে প্রহরি! অনেকবার ব'লেছি। আরও দেখ প্রহরি! এখন যদি আমি তোমার সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হ'য়ে, এই কারাগৃহ হ'তে পলায়ন করি, তাহ'লে জান, তার জন্য

তোমাকে কি পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হ'তে হবে? কেন প্রহরি! তুমি সাধ ক'রে, সেই বিপদকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছ?

প্রহরী। এ কথার উত্তর আমি আর অধিক কি দিব,— তবে এই ব'ল্‌তে পারি যে, আমরা অর্থের তরে প্রাণ বিক্রয় ক'রেছি বটে, কিন্তু সেনাপতি মহাশয়! অন্তরের দয়ামায়া বিক্রয় করি নাই। দাসত্বের তরে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়েছি সত্য, কিন্তু সেনাপতি মহাশয়! ধর্ম্মধনকে ত বিসর্জ্জন দি নাই। এক দিন এই দাস-জীবন কার কৃপায় রক্ষা পেয়েছিল? সে কথা ত এখনও ভুলে যাইনি সেনাপতি মহাশয়! তাই ব'ল্‌ছি, আপনি আমার জীবনরক্ষক। আপনার সেই ঋণের পরিশোধ ক'রে দাস-জীবন সার্থক কর্‌বার এই অবসর পেয়েছি। দোহাই সেনাপতি মহাশয়! দাসের এই প্রার্থনা রক্ষা ক'রে, তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। আর অধিক কথা বল্‌বার সময় নাই, এখনি হয় ত তারা আপনার প্রাণনাশ ক'র্‌তে আস্‌বে। অনুমতি করুন, আমি আপনাকে মুক্ত করি।

সরলসিংহ। (স্বগতঃ) ধন্য হরি! তোমার লীলামাহাত্ম্য, তুমি যে তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-অমূল্য মহত্ত্বনিধি কথন্‌ কোথায় রক্ষা কর, তা কে ব'ল্‌তে পারে? আজ এই সামান্য প্রহরী-হৃদয়ে মহত্ত্ব দর্শনে মোহিত হ'য়ে, তোমার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। তাই বুঝি মণির উৎপত্তি স্থান সুরম্য-কুসুমউদ্যানে স্থির না ক'রে, বন্ধুর পর্ব্বত-গহ্বরে নির্দ্দিষ্ট ক'রেছ? হায়! শিক্ষিতাভিমানী উচ্চবংশোদ্ভব মানব! একবার চেয়ে দেখ, প্রকৃত মহত্ত্বের আধার কোথায়?

প্রহরী। কৈ সেনাপতি মহাশয়! দাসের কথায় উত্তর দিচ্ছেন না?

সরলসিংহ। তোমার কথার যে উত্তর খুঁজে পাচ্ছি নে ভাই! তোমার কথা শুনে আমি তোমার হৃদয় বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু কি ক'র্‌ব, আমি তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লেম না। মৃত্যুর জন্য চিন্তা

কি ভাই! আজ হ'ক্, কাল হ'ক্ বা দুদিন পরেই হ'ক্, মৃত্যুর কর হ'তে যখন রক্ষা পাবার সাধ্য নাই, তখন সে মৃত্যুর জন্য এত চিন্তা কি? বরং আমার এ ভাবে জীবন অতিবাহিত কর্‌বার চেয়ে, মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। তাই ব'ল্‌ছি প্রহরি! তুমি আমার জন্য বিশেষ চিন্তিত হ'ও না। তবে ব'ল্‌তে পার যে, এইরূপ কাপুরুষোচিত মৃত্যু, বীরের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নয়। কিন্তু গুপ্তভাবে পলায়ন ক'রে, আত্মরক্ষা করা যে, তা হ'তেও কাপুরুষের কার্য্য।

প্রহরী। বিনা দোষে দৈবাৎ দস্যুহস্তে পতিত হ'লে, যে কোন ভাবে তার হাত হ'তে আত্মাকে রক্ষা করা উচিত নয় কি?

সরলসিংহ। কে দস্যু প্রহরি? যাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ক'রে থাকি, যাঁর নিকটে অকপটে আত্ম বিক্রয় ক'রেছি, সেই মহারাজ যযাতির আদেশেই আজ আমি কারারুদ্ধ। এখন পলায়ন ক'র্‌লে কি সেই রাজাদেশ লঙ্ঘন করা হবে না?

প্রহরী। এ যে রাজ-আদেশ, তা কিরূপে জান্‌লেন?

সরলসিংহ। মন্ত্রী এবং রঞ্জনই আমায় ব'লেছে।

প্রহরী। তারা যে মিথ্যা বলে নাই তার প্রমাণ কি?

সরলসিংহ। সে সত্য মিথ্যা প্রমাণ কর্‌বার ত আমার অধিকার নাই ভাই!

প্রহরী। আমি এ কথা স্থির জানি, মহারাজের আদেশে আপনি বন্দী হন নাই। আমার কথা বিশ্বাস করুন।

সরলসিংহ। সরল প্রাণ প্রহরি! তোমার উদার মহান্ সরল প্রাণে, রাজনীতির কূট কৌশল প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না। রাজ-আদেশ রাজকর্ম্মচারীর মুখেই ব্যক্ত হয়। মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীর দ্বারাই যখন রাজ্য-পালন বা রাজ্য-শাসন সম্পন্ন হয়, তখন তাঁদের আদেশ, রাজ-আদেশ ব'লেই মান্য ক'র্‌তে হয়। ভাই প্রহরি! আমার জীবন রক্ষার জন্য তুমি কিছু মাত্র চেষ্টা ক'রনা। যদি৹ তোমার

মহত্ত্বের নিকট, আমার মস্তক অবনতক ক'রেছি, তথাপি তোমার বাক্য পালন ক'রে তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

প্রহরী। আচ্ছা পলায়ন যদি না করেন, তাহ'লেও আমি নিজের প্রাণ দিয়ে আজ আপনার প্রাণ রক্ষা ক'র্‌ব। দেখি কিরূপে আপনার প্রাণ নাশ করে!

সবলসিংহ। ভুল বুঝ্‌ছ প্রহরি! ভুল বুঝ্‌ছ। যদি আমার জীবন-লীলার শেষ হ'য়ে থাকে, যদি আমার সংসার খেলার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়ে থাকে, যদি আমার জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময় আসন্ন হ'য়ে থাকে, তবে—তবে ভাই! তুমি শত প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেও ত আমাকে আজ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না, যিনি জীবনের প্রথম দিনে সূতিকাগৃহে এসে, আমার অদৃষ্ট-পটে আমার নশ্বর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, সেই অব্যর্থ বিধির বিধি খণ্ডন ক'র্‌তে, বৃথা প্রয়াস ক'র্‌ছ কেন ভাই! আরও ভেবে দেখ ভাই! তুমি এই কারারক্ষক প্রহরী, তোমার কর্ত্তব্য একমাত্র দ্বার রক্ষা করা, কোন বন্দী পলায়ন ক'র্‌লে, সে দোষ যখন তোমারই স্কন্ধে পতিত হয়, তখন তুমি তোমার সে কর্ত্তব্য পালন না ক'রে, তার বিপরীত আচরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পথ-ভ্রষ্ট হ'য়ে বৃথা পাপ সঙ্কলন ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছ কেন? প্রহরি! কর্ত্তব্য পালনই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম। কর্ত্তব্যের সুতীক্ষ্ণ-খড়্গে, মানুষকে মায়া মমতা, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়। এই আত্ম-বলিদানই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এই স্বার্থ বিসর্জ্জনই পশু হইতে মানুষের পৃথকত্ব। যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই ভগবানের মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে বল ভাই! সেই দুর্লভ মনুষ্যত্ব লাভ কোন স্ব-ইচ্ছায় পরিত্যাগ ক'র্‌ছ। মানুষ নিজ ধর্ম্ম-ফলে চালিত হ'য়ে সুখ দুঃখ ভোগ করে, সে কর্ম্মফল খণ্ডন ক'র্‌তে পারে কার সাধ্য?

খড়্গ হস্তে ঘাতুকের প্রবেশ

সবলসিংহ। এস, এস, ঘাতুক! তুমি বোধ হয় আমায় হত্যা ক'র্‌বার জন্যই নিয়োজিত? তবে আর বিলম্ব ক'র না। প্রভুর আদেশ ও স্বকর্ত্তব্য পালন কর।

প্রহরী। দেখ ঘাতুক! তুমি মানুষ, তোমার দেহও ত রক্ত মাংসের দ্বারা গঠিত?

ঘাতুক। রক্ত মাংস নয়, তবে কি মাটি দিয়ে গ'ড়েছে?

প্রহরী। মায়া-মমতা বোধ হয় তোমার প্রাণেও আছে?

ঘাতুক। সেটা ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌লেম না।

প্রহরী। তোমার ছেলে মেয়ে আছে?

ঘাতুক। কেন থাক্‌বে না! ছেলে মেয়ের ঘর বোঝাই।

প্রহরী। আচ্ছা বল দেখি, তাদের যদি এইরূপ ক'রে কেউ হত্যা ক'র্‌তে যায়, তখন তুমি কি কর?

ঘাতুক। কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলি।

প্রহরী। তবে তুমি এ কাজ ক'র্‌তে এসেছ কেন?

ঘাতুক। হুকুম।

প্রহরী। কার হুকুম?

ঘাতুক। মন্ত্রী মহাশয়ের আর বিদূষক মহাশয়ের।

প্রহরী। তাদের হুকুম পালন না ক'র্‌লে তোমার কি হবে?

ঘাতুক। অত খবর জানি না, তবে যে কাজের জন্য আমি পয়সা খাচ্ছি, তাই ক'র্‌তে হবে জানি।

প্রহরী। হত্যা করা মহাপাপ, তা জান?

ঘাতুক। পাপ কাকে বলে, তা জানিও নি, শুনিও নি, এই কেবল তোমার মুখে শুন্‌ছি।

প্রহরী। যাতে লোকের কষ্ট হয়, তাকেই পাপ বলে।

ঘাতুক। তাতেই ত মহা আনন্দ, লোকের চোখ দিয়ে যত জল বেরোবে, ততই প্রাণে ফুরতি জ'মে উঠ্‌বে। এই হাতে কত ঘাড় মাথাশূন্য ক'রেছি, কত বুকের রক্ত ফোয়ারার মত ছুটিয়েছি। কত কলজেয় লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়েছি। কত ছেলের মাকে ভুঁয়ে প'ড়ে লুটপুট খেয়ে কাঁদ্‌তে দেখেছি, তা দেখে, যে আমোদ, যে সুখ পেয়েছি, তা আর কি ব'লব ?

প্রহরী। এ আমোদ, এ সুখের শেষ ফল কি, তা চিন্তা ক'রেছ ?

ঘাতুক। চিন্তা ? চিন্তার ধার কখনো ধারিওনি, ধার্‌বও না। প্রাণে ফুর্‌তি আছে, ফুর্‌তি ক'র্‌ব, একএকটা মাথা কেটে সাবাড় ক'র্‌ব। রক্তের নদী ব'য়ে যাবে, আর অমনি আহ্লাদে নাচ্‌তে থাক্‌ব। অনেক দিন পরে আজ সেই আনন্দের দিন এসেছে, দেখ্‌তে পাবে কিরূপ ফুর্‌তি, কিরূপ মজা।

সরলসিংহ। ঘাতুক! কেন তবে সে আনন্দ ভোগ ক'র্‌তে বিলম্ব ক'র্‌ছ ?

ঘাতুক। বিলম্ব আমি ক'র্‌ছিনে, এই প্রহরীই কেবল ছাই ভস্ম কথা ব'লে, সে আনন্দে বাধা দিচ্ছে। এখন তুমি চল, মশানের হাড়কাঠে তোমায় ল'য়ে যাই।

সরলসিংহ। দাঁড়াও ঘাতুক! তোমার আনন্দে আমি বাধা দেব না। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি একবার আমার ইষ্ট চিন্তা ক'রে নি।

ঘাতুক। কি ক'র্‌বে ক'রে নেও, বেশীক্ষণ সময় দেব না—কিন্তু।

সরলসিংহ। (করযোড়ে স্তব)

কাতরে করুণা কর কৈবল্যদায়িনী,
কৈলাসবাসিনী মাগো কলুষনাশিনী।
গতি দেমা গতিদাত্রী গণেশজননী,
গিরিজায়া গায়ত্রী মা গিরিশ-গৃহিণী।
চরাচর চতুর্ব্বর্গ ফলসঞ্চারিণী,

চরণে চরণ দেহ্যা চামুণ্ডারূপিণী।
জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী জগৎ-রূপিণী,
জয়দে জয়দে মাতঃ জীবনদায়িনী।
তার মা তনয়ে তারা ত্রিতাপ-হারিণী,
তুমি ত ত্রিলোক-মাতা তারণ-কারিণী।
দয়াময়ী দয়া কর দুরিত-বারিণী,
দুর্গমে দুর্গতি হর দানবদলনী।
পরাৎপরা পর-হরা পৃথিবী-পালিনী,
পলকে প্রলয়ঙ্করী পরশু-ধারিণী।
বিমলা বগলেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী,
বরদে! বরদে মাগো বিশ্ববিধায়িনী।
মহাশক্তি মহামায়া মহেশ-মোহিনী,
মাতঙ্গী মঙ্গলা মাগো মঙ্গলদায়িনী।
শিবানী শ্যামলা শ্যামা শান্তিস্বরূপিণী,
শঙ্করী শঙ্কিত-শঙ্কা-শমন-নাশিনী।

গীত

ওমা শঙ্করী, সর্ব্বাণী শিব-সীমন্তিনী,
সতীশ-শোভিনী আশুতোষ-রমা।
কর কৃপা দিনে, এই গতি হীনে,
তব কৃপা বিনে, কেমনে তরি মা॥
শুনেছি তোর নামে শমন শিহরে,
সেই আশার আশে ডাকি গো মা তোরে,
(তখন) রাখিস্ মা চেতনা, ওমা শবাসনা,
যেন ভুলেনা রসনা, ডাকিতে তোরে মা॥
কালী কালী ব'লে যদি ডাকি সময় কালে,
পারিবে না তবে নিতে মোরে কালে,

কালীর নামে কালে ছোঁয়না কোন কালে,
কালাকাল সকলি, ঐ কালী নামে শ্যামা ॥

ঘাতুক। হ'য়েছে ত? হাতটা সুড়্ সুড়্ ক'র্‌ছে। কতক্ষণে খাড়াখানার ধার পরীক্ষা ক'র্‌ব।

সরলসিংহ। আর আমার বিলম্ব নাই ঘাতুক! এখন যা ইচ্ছা হয় ক'র্‌তে পার।

ঘাতুক। তবে চল, মশানে যেতে হবে, এখানে হাড়িকাঠ্ নাই, এখানে সুবিধা হবে না।

প্রহরী। ঘাতুক! আমার একটা কথা রাখ্। আমি তোকে হাত ধ'রে বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, তুই সেনাপতি মহাশয়কে হত্যা না ক'রে, আমাকে হত্যা কর্, আমি স্বচ্ছন্দে ঘাড় পেতে দিচ্ছি। ওরে! আমাদের সামান্য প্রাণ, এ গেলে জগতের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু এমন সাধু মহাত্মার প্রাণ থাক্‌লে, জগতের অনেক উপকার— অনেক সৎকাজ সাধিত হবে।

ঘাতুক। বা রে বা! আমাকে যেন তেমনি হ্যাকা হাবা পেয়েছ আর কি? তোমাকে কাট্‌লে, শেষে যখন জান্‌তে পার্‌বে যে, সেনাপতি বেঁচে আছে, তখন আমাকে ল'য়ে টান্ পাড়াপাড়ি করুক আর কি? লোক মন্দ নও দেখ্‌ছি তুমি।

প্রহরী। তার উপায় ক'র্‌ব ঘাতুক। সেজন্য ভাব্‌তে হবে না। সেনাপতি মহাশয়কে এখনি বন্ধন-মুক্ত ক'রে দিচ্ছি, উনি রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করুন, তুই আমায় কেটে সেই রক্ত দ'য়ে দেখাবি, তাহ'লে আর কোন গোল হবে না।

সরলসিংহ। প্রহরি! এখনও তোমার ভ্রম দূর হ'ল না। এখনও সরলসিংহকে চিন্‌তে পার্‌লে না?

ঘাতুক। (স্বগতঃ) মজা বড় মন্দ নয়, কেউ বাঁচ্‌তে রাজি নয়।

বোকা অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন বোকা আমার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কখন দেখেনি।

সরলসিংহ। ঘাতুক! আর কেন বিলম্ব ক'র্‌ছ? প্রভু আজ্ঞা পালন কর।

ঘাতুক। আজ্ঞে হাঁ, তাই হ'চ্চে। চল দেখি একবার। (সরলসিংহকে লইয়া কিঞ্চিৎ গমন)।

সরলসিংহ। মহারাজ! জানিনা, তোমার আদেশ কিনা! কিন্তু তথাপি তোমার আদেশ মনে ক'রেই, আজ সরলসিংহ সংসার হ'তে শেষ বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে চ'ল্‌ল। দুঃখ রইল, মরণ সময়ে তোমাকে একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে পেলেম না। ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন। জয় মা তারা! [ঘাতুকসহ প্রস্থান।

প্রহরী। দেখি, রক্ষা ক'র্‌তে পারি কিনা। [বেগে প্রস্থান।

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। গীত

এ ভবমাঝারে, মোরে কে বুঝিতে পারে।
আমি পুতুল ল'য়ে করি খেলা, আমার সাধের খেলাঘরে॥
কারে নাচাই কারে হাসাই, কারে ঘুমাই, কারে জাগাই,
কারে বা কখন ভাসাই, অপার দুঃখ-পাথারে॥

[প্রস্থান।

রক্তাক্ত কলেবরে প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ

প্রহরী। ক'রেছি, ক'রেছি, সেনাপতির প্রাণরক্ষা ক'রেছি। স্বহস্তে ঘাতুকের অস্ত্রে ঘাতুকের প্রাণ বিনাশ ক'রেছি। প্রাণের বাসনা পূর্ণ ক'রেছি। আনন্দের আর সীমা নাই। আহা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! আজ আমার ঋণের পরিশোধ হ'য়েছে। এখন পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই। পালাই, পালাই, ছুটে পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

## সপ্তম দৃশ্য

### বনপথ

কুশধ্বজের প্রবেশ

কুশধ্বজ। সমস্ত বন পাতি পাতি ক'রে খুঁজ্‌লেম। একটীও ফল পেলেম না। মানুষের বাড়ী গেলে ভিক্ষা পাব না, বনে এলেও ফল মিল্‌বে না, তবে আমরা বাঁচ্‌ব কিসে? আমার বৃদ্ধ মা বাপ আজ চার দিন উপবাসী। উঠ্‌বার শক্তি নাই। বেলা দুপুর হ'য়েছে। রদ্দুরের তাপে মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর চ'ল্‌তে পার্‌ছিনে। হা হরি! তুমি আমাদের প্রতি দয়া ক'র্‌লে না? আমরা যে তোমার ভরসায় আছি। আমরা তোমার কাছে কি দোষ ক'রেছি যে, আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছ? তোমায় দিন রাত এত ডাক্‌ছি, হরি, হরি ব'লে কেঁদে কেঁদে ধরাতল ভাসাচ্ছি, তবুও তুমি আমাদের পানে তাকাচ্ছ না! আর যে কথা কইতে পার্‌ছিনে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জিব জড়িয়ে আস্‌ছে। ওঃ—প্রাণ যে যায় হরি! কোথায় আছ দয়াল হরি! একবার দুঃখীর প্রতি দয়া কর। দয়াময়!

গীত

দয়া কর শ্রীহরি।
তুমি দয়াময় দীনবন্ধু দীন-দুখহারী।
কোথা আছ দীননাথ দেখা দাও হে দীনে,
তোমা বিনে কেবা তারে এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
( কেন নাম ধ'রেছ ) ( দীননাথ দীনবন্ধু ) ( দীনে দয়া না কর যদি )
কি দোষে নিদয় হ'লে, দীনহীন জনে,
পিপাসায় প্রাণ গেল হরি এ বিজন বনে,

( নাম লবে না, লবে না ) ( ভক্ত যদি প্রাণে মরে )
শুনেছি ঐ অভয় পদে, শরণ লয় যে ঘোর বিপদে,
রাঙ্গা পদে দাও হে তারে স্থান, ( হরি হে )
( তার বিপদ্ ত রয়না ) ( ঐ অভয় পদে স্থান পেয়ে )
সদা হরি হরি ব'লে, ভাসি শুধু নয়ন-জলে,
হরি বিনা নাহি অন্য জ্ঞান ( হরি হে )
( প্রাণ সঁপে যে দিছি হে ) ( ঐ অভয় পদ পাবার আশে )
তুমি ভকত বৎসল হরি।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও হে, হওনা নিদয় মুরারি ॥

আর দাঁড়াতে পারছিনে। বসি, এই গাছের ছায়ায় একটু বসি। ( উপবেশন ) না, আর ব'সতে পারছিনে, একটু শুই। ( শয়ন ) আর যে চোখ চাইতেও পারছিনে। সব অন্ধকার। সব যেন আমার চোখের সাম্‌নে ঘুরছে। উঃ—মাথা ঘুরচে, মাগো! ম'লেম বুঝি। ( মূর্চ্ছা )

জলপাত্র ও মিষ্টান্নপূর্ণপাত্র হস্তে ব্যাধ বালিকার বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। আ হাহা! যাদু আমার ক্ষুধার যাতনায়, পিপাসার তাড়নায় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে। আহা রে! কোমল অঙ্গ যেন ঢ'লে প'ড়েছে। চাঁদ-পারা মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে। ( কুশধ্বজের মস্তক কোলে করিয়া উপবেশন ) হা নির্দ্দয়! হা নিষ্ঠুর! এখনও তোমার পরীক্ষা করা হ'ল না? এখনও তোমার পাষাণ প্রাণ গ'ল্‌লনা? ( শুশ্রূষা করণ ) বাবা আমার! যাদু! আমার!

কুশধ্বজ। ( স্বপ্নঘোরে ) হরি! এসেছ? প্রাণের হরি! এসেছে?

লক্ষ্মী। ( স্বগতঃ ) প্রাণ যায়, তবুও হরিনাম! এমন ভক্ত কি আর কেউ আছে?

কুশধ্বজ। হরি! হরি! যদি এসেছ, তবে জল দাও, প্রাণ ভ'রে জল খাই।

লক্ষ্মী। খাও বাবা? প্রাণ ভ'রে জল খাও। (জল প্রদান)

কুশধ্বজ। আ—আ—বুক জুড়লো প্রাণ ঠাণ্ডা হ'লো। কে গা তুমি? আমার জীবন জুড়ান ধন হরি! আমায় জল দিয়ে বাঁচিয়েছ? আমার মা বাবাকেও একবার এমনি ক'রে খাবার দিয়ে জীবন রক্ষা কর। মা! বাবা! আর ভয় নাই, হরি এসেছেন। হরি আমাদের ডাক্ শুন্‌তে পেয়েছেন।

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) আহা কি ভক্তিরে! আহা কি হরিময় প্রাণ রে! হা নির্দ্দয় কপট! একবার দেখে যাও, তোমার ভক্ত বালক আজ তোমার তরে কিরূপ তন্ময় হ'য়েছে?

কুশধ্বজ। হরি বোল, হরি বোল। মা! বাবা! দেখ, হরি তোমাদের খাবার এনে দিয়েছেন। একবার প্রাণ খুলে হরিবোল বল। দিদি! কেঁদ'না। এই দেখ, দয়াল হরি এসেছেন। তুমি যেমন ক'রে শিখিয়ে দিয়েছ, তেমনি ক'রে ডেকেছি, অমনি এসে দয়ালচাঁদ হাজির হ'য়েছেন। দাদারা কোথায়। ডেকে আন দিদি! তাঁরা আমার হরিকে একবার দেখুক।

লক্ষ্মী। চুপ কর বাবা। বেশী কথা ব'ল্‌লে কষ্ট হবে।

কুশধ্বজ। কষ্ট হ'য়েছিল, সব সেরে গেছে। এমন সুখ আর পাব না। এমন শান্তি আর হবেনা। আ—আ—হরি! হরি!

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) এমন পাষাণ—এমন পাষাণী কে আছে যে, এ দৃশ্য দেখে অশ্রু সম্বরণ ক'রে থাক্‌তে পারে? (বস্ত্র দ্বারা অশ্রু মার্জ্জন)।

কুশধ্বজ। আর কত ঘুমব, ঢের ঘুমিয়েছি। এখন উঠে বসি। (উপবেশন) তুমি কে গা?

লক্ষ্মী। হামারে তুঁ চিন্‌তে নারিলি? হামি যে তোর সেই ব্যাধের মেয়ে আছিরে। কেমন মোনে পড়েনা?

কুশধ্বজ। অঁ্যা, তুমি সেই ব্যাধের মেয়ে? হাঁ, মনে প'ড়েছে। তুমিই আমায় জল দিয়েছ? আমার হরি তবে আসেন নি?

লক্ষ্মী। এগিয়েছিল! এই ফল জল দিয়ে, হামারে বসিয়ে রেখে চলিয়ে গিয়েছে।

কুশধ্বজ। আমাকে কি তবে দেখা দেবেন্ না?

লক্ষ্মী। দিবে, দিবে, দেখা দিবে। তুঁহারে সে বড্ড ভালবাসে।

কুশধ্বজ। তুমি তার কে হও?

লক্ষ্মী। হামি তার ভালবাসা হই। হামি তার সাথে খেলা করিয়ে বেড়াই।

কুশধ্বজ। তবে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল যে, কুশী তোমার জন্য পাগল হ'য়েছে, তার মা বাপ দিদি দাদারা সকলেই, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তাদের প্রতি দয়া ক'র্‌তে ব'লো।

লক্ষ্মী। সব্ কথা ব'ল্‌ব, এখন তুঁ বাবা! এই খাবার ফল লিয়ে, তোর বাপ মা বহিন ভাইকে খেতে দিগে, তাদের পেট ঠাণ্ডা হোবে।

কুশধ্বজ। সারাদিন আমায় দেখ্‌তে না পেয়ে, তাঁরা কত ভাব্‌ছেন, আমি যাই, আর দেরী ক'র্‌ব না। তুমি কিন্তু আমার হরিকে আমার কথা ব'ল।

[ প্রস্থান।

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) নারায়ণ ভেবেছিলেন, মন্ত্রীর আদেশে এদের ভিক্ষা বন্ধ হ'য়ে গেল; বনের ফল খেয়ে পাছে প্রাণ ধারণ করে, তার জন্য নিজেই সমস্ত তরু ফল-শূন্য ক'রে রেখেছেন। কিন্তু আমিই আবার বনফল এনে কুশীকে দিলেম। এবার নারায়ণ বুঝ্‌তে পার্‌বেন, লক্ষ্মী থাক্‌তে কিছুতেই পেরে উঠ্‌বার সাধ্য নাই।

ফল-পাত্র হস্তে কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। ওগো বেয়াধের মেয়ে গো! মনে বড় গর্ব্ব হ'য়েছে? এটা কি

একবার দেখ দেখি ? (ফল পাত্র প্রদর্শন) ওকি ? মুখখানা চূর্ণ হ'য়ে গেল কেন ? কৈ ? হাস না গা ? ফল এনে দিয়ে ভক্ত-গণের প্রাণ রক্ষা ক'রেছ ? এ হ'তে আর আনন্দ কি হ'তে পারে ? নিজের জিদ্ রক্ষা ক'রেছ, আমাকে হারিয়ে দিয়েছ ? একবার হাততালি দিয়ে আনন্দে নৃত্য করনা গা ? কথাই নাই যে ? একে-বারে বাক্‌রোধ ! ধন্বন্তরি ডাক্‌তে হবে নাকি ? রাগে যে ওষ্ঠ দুখানা থর্ থর্ কাঁপ্‌ছে, চোখ দুটো যে জল জল ক'রে জ্ব'ল্‌ছে, ভস্ম ক'র্‌বে নাকি ! ছিঃ ছিঃ বেগোনা লক্ষ্মি ! রাগ্‌তে আছে কি ? সেই প্রথম দিনই ত তোমায় ব'লেছিলাম যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়তির গতি রোধ ক'র্‌তে তোমার সাধ্য নাই। নতুবা কুশীর হাতের ফল আমার হাতে আস্‌বে কেন ? এখনও ক্ষান্ত হও, বৃথা মনঃকষ্ট ভোগ ক'রে লাভ কি ? যা হবার তা হবেই। কিছুতেই অন্যথা হবে না। যে কয়দিন ভক্তগণের অদৃষ্টে উপবাস লেখা আছে, সে কয়দিন তুমি কিছুতেই যে উপবাসের যন্ত্রণা হ'তে, তাদিগে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। হাতে হাতেই প্রমাণ পাচ্ছ তবুও ভ্রম যাচ্চে না ? তবুও জিদ ভাঙ্গ্‌ছে না ?

লক্ষ্মী। (সক্রোধে) কি এতদূর অত্যাচার ? এতদূর অবিচার ? এতদূর নিষ্ঠুরতা ? এতদূর শঠতা ? আমি উপবাসী ভক্তগণের প্রাণরক্ষার জন্য ফল এনে দিয়েছি, তুমি সেই ফল আজ দস্যুর মত কেড়ে নিয়েছ ? ক্ষুধার অন্ন, মুখের গ্রাস, আজ রাক্ষসের ন্যায় কেড়ে নিয়েছ ? উঃ, কি অধর্ম্ম। আচ্ছা দেখি নিষ্ঠুর ! তোমার এত নিষ্ঠুরতার প্রতিফল প্রদান ক'র্‌তে পারি কিনা ?

[ বেগে প্রস্থান।

নারায়ণ। যথার্থই আমি দস্যু ! যথার্থই আমি রাক্ষস ! যথার্থই আমি ক্ষুধার অন্ন, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন ক'রেছি। হায় আমাগত প্রাণ যারা, হরি ব'লতে অজ্ঞান যারা, ধর্ম্ম রাখ্‌তে পাগল যারা, আমি তাদের প্রতি কিনা অত্যাচার ক'রেছি? কেবল এক নিয়তির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তেই আমাকে এতদূর কঠোর নির্ম্মম হ'তে হ'য়েছে। লক্ষ্মীর কোমল প্রাণ এ কঠোর দৃশ্য দেখে একেবারে গ'লে গিয়েছে। উপায় নাই, নিয়তিকে লঙ্ঘন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা ক'র্‌তে পারি না। যাই, এখন ভক্তগণ যাতে অনশনে প্রাণত্যাগ না করে, তার উপায় করিগে। অমৃতময় বায়ু তাদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালন ক'রে তাদের প্রাণ রক্ষা করিগে।

[ প্রস্থান।

---

## অষ্টম দৃশ্য

### বনের অপর পার্শ্ব

সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। কৈ কুশীকেত কোথায়ও খুঁজে পেলেম না। বন ফল আহরণ ক'র্‌তে সেই সকালে বেরিয়েছে, বেলা শেষ হ'য়ে এল। মা বাবা, কুশীর জন্য বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছেন। যদি কুশীকে আজ না পাই, তবে কি উপায় হবে? একে বালক, তাতে এই হিংস্র জন্তুপূর্ণ বন। প্রাণ যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। কি করি? কোন দিকেই যাই? চারিদিকেই বন। এই একটী পথ ব'ইত আর দ্বিতীয় পথও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। ক্রমেই ঐ বনভূমি অন্ধকারময় হ'য়ে আস্‌ছে। বালক হয়ত পথ ভুলে কোনও নিবিড় বনে গিয়ে প'ড়েছে। ভয়ে হয়ত "মা মা" ব'লে

কাঁদ্‌ছে। আমাদের হয়ত "দাদা দাদা" ব'লে কত ডাক্‌ছে। কিংবা সারাদিন ঘুরে ঘুরে এই ফলশূন্য বনের মধ্যে, ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে ছট্‌ ফট্‌ ক'র্‌ছে। একটুও হয়ত চ'ল্‌তে পার্‌ছে না। প্রচণ্ড রবির তাপে তাপিত হ'য়ে, শ্রান্তি দূর ক'র্‌বার জন্য, হয় ত কোনও বৃক্ষের শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। এতক্ষণে হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গেছে; চারদিক ঘোর অন্ধকার দেখে, ভয়ে জড়সড় হ'য়ে র'য়েছে। কত মনে হ'চ্ছে, কত অমঙ্গলের কথা মনে হ'য়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'চ্ছে। কুশিরে! ভাই! কোথায় তুই? আর ভাই! তোর জন্য বাবা, মা, দিদি সব বড় কাতর হ'য়ে প'ড়েছে। একে উপবাসের দারুণ যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ কণ্ঠাগত, তাতে আবার তোর অদর্শন। তোকে কাছে না দেখ্‌তে পেলে যে, কেউ বাঁচবেনা ভাই! তুই যে আমাদের একমাত্র স্নেহের ধন ভাই! তোর মুখ দেখ্‌লে সব ভুলে যাই ভাই! কোথায় আছিস, একবার এসে দেখা দে ভাই!

গীত

কোথারে জীবনধন একবার এসে দেখা দে ভাই।
দাদা ব'লে আয়রে কোলে দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই॥
বন ফল অন্বেষণে, এসেছিলি এ ঘোর বনে,
সন্ধ্যা এল আঁধার হ'ল তবু যে তোর দেখা নাই॥
কাজ নাইরে তেমন ফলে, যে ফলে কুফল ফলে,
ফল নাই মোদের কর্ম্মফলে কুশিরে আয় কুটীরে যাই॥

কুশধ্বজের প্রবেশ

কুশধ্বজ। (সুরে) গীত

এই আমি এসেছি, চেয়ে দেখনা দাদা।
(নিকটে আসিয়া) আর ভেবোনা দাদা॥
(চক্ষু মুছাইয়া) আর কেঁদনা দাদা।
ঘরে চল যাই দাদা॥

সুদর্শন। কুশিরে! কুশিরে! এসেছিস্? আয়, আয়, আগে বুকে আয়। (বুকে ধারণ) সারাদিন কোথায় ছিলি ভাই! তোর জন্যে যে আমরা ভেবে ভেবে সারা হ'য়েছি!

কুশধ্বজ। দাদা! দাদা! এতদিন পরে হরি আমাদের ডাক শুন্‌তে পেয়েছেন। সারা দুপুর হরি আমার কাছে ব'সেছিলেন। আমি ঘুমিয়ে ছিলেম, তাই তাকে দেখ্‌তে পাই নাই!

সুদর্শন। তবে কি ক'রে জান্‌লে যে হরি এসেছিলেন?

কুশধ্বজ। তাঁর একজন ব্যাধের মেয়ের সঙ্গে বড় ভাব, তাকে আমার কাছে ব'সিয়ে রেখে চ'লে গিয়েছেন। তার মুখেই শুনেছি, আর অনেকগুলি ফল আমাদের দিয়েছেন।

সুদর্শন। ফলগুলি কৈ?

কুশধ্বজ। (চমকিয়া) এঁ্যা। আমি যে হাতে ক'রে সে ফলের ডালা এনেছি, কোথায় গেল তবে?

সুদর্শন। বোধ হয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছ, তাই মনে হ'চ্ছে, ফল নিয়ে এসেছ।

কুশধ্বজ। না, তা কখনই না। আমি ঘুম ভেঙ্গে যখন উঠ্‌লেম, তখন সেই ব্যাধের মেয়ে, আমার হাতে সেই ফলে ডালা তুলে দিলেন। আমি তোমাদের তরে তাই নিয়ে এলেম।

সুদর্শন। তবে কি হ'ল?

কুশ জ। তাই তো দাদা!

সুদর্শন। (স্বগতঃ) আহা কুশীর হরিঠাকুরের উপর এমন বিশ্বাস যে, স্বপ্নকেও সত্য ব'লে মনে করে।

কুশধ্বজ। দাদা! তুমি কি মিছে কথা ব'লে ভাব্‌ছ? আমি ত মিছে কথা কখনও বলি নে।

সুদর্শন। না কুশি! মিছে কথা ভাব্‌ছিনে, বোধ হয় অন্য মনস্ক হ'য়ে

আসছিলে। পথে হয়ত কোথা প'ড়ে গেছে।

কুশধ্বজ। আমি সারা পথ সেই হরির কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে এসেছি। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে কতক্ষণ এসেছি, তা কিছুই মনে নাই। তবে কি পথেই প'ড়ে গেছে দাদা! হরি দয়া ক'রে এনে দিলেন, ভাব্‌লেম, কুটীরে গিয়ে তোমাদের সব খেতে দোব। ভাগ্যক্রমে তাও হারিয়ে ফেল্‌লেম!

সুদর্শন। ভাইরে! আমাদের ভাগ্যই এইরূপ, নতুবা জগতের সব লোক খেতে পাচ্ছে, আমরা খেতে পাইনে কেন? আমরা যে বনে থাকি, সে বনের গাছে ফল ধরে না কেন? দিদি কল্যাণী আমাদের অমন ভাল, তার উপর অত্যাচার হয় কেন? আর তোর হাতের ফলই বা প'ড়ে যায় কেন?

কুশধ্বজ। চল দাদা, পথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফিরে যাই, তাহ'লে ফলের ডালা খুঁজে পাব।

সুদর্শন। ভাইরে! যদি পাবারই হ'ত, তা হ'লে কখনো হারিয়ে যেত না। আর সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, ভয়ঙ্কর অন্ধকার হবে। পথ দেখা যাবে না। এদিকে বাবা, মা, দিদি আরও ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌বেন। একে তাদের জীর্ণ শরীর, একরূপ উত্থান শক্তি রহিত, তার উপর এরূপ অধিক মনস্তাপ সহ্য পাবে না। চল, এখন কুটীরে যাই।

কুশধ্বজ। হায়! পেয়ে হারালেম দাদা! তবে আজ সকলে কি খাবে?

সুদর্শন। রাত্রিতে তো আর কোন উপায়ই দেখি নে, কাল সকালে আবার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। এখন আর সে ভাবনা ভেবে কাজ নেই। চল কুটীরে যাই। [ উভয়ের প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### বনভূমি

সুদেবশর্ম্মা, সত্যবতী, নিরঞ্জন ও কল্যাণীর প্রবেশ

সত্যবতী। কৈ মা। কুশী কৈ?

কল্যাণী। ভেবনা মা! এখনি আস্‌বে।

নিরঞ্জন। দাদা যখন তাকে খুঁজতে গিয়েছে, তখন তাকে না নিয়ে আস্‌ছেনা।

সত্যবতী। তোরা আমায় বৃথা প্রবোধ দিচ্ছিস্। কুশীর আমার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘ'টেছে। আহা! যাদু আমার সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে কুঁড়ে থেকে, এক পাও বেরোয় না। অন্ধকার হ'লে কুশী আমার, ভয়ে জড় সড় হ'য়ে আমার কোলে ব'সে থাকে। আজ আমার যাদু একা একা এই অন্ধকারে বনের মধ্যে না জানি কেমন ক'রেই আছে! হায়! হায়! কেন কুশীকে আমার একলা বনে পাঠিয়ে দিলেম? পোড়া উদরের জন্য রাক্ষসী আমি, মা হ'য়ে সন্তানের মায়া বিসর্জ্জন দিলেম? কল্যাণি! কি হবে মা! কি ক'র্‌ব মা! কোথায় যাব মা! কোথায় গেলে আমার কুশীর মুখ দেখ্‌তে পাব মা!

কল্যাণী। কুচিন্তা, কুভাবনা ক'রনা মা। যতই ভাবনা ক'র্‌বে, ততই মন অস্থির হবে। কুশীর কোন অমঙ্গলই হয় নাই। সে যে হরিবোলা-পাখী। তার অমঙ্গল কেউ ক'র্ত্তে পার্‌বে না। কাঙ্গালের বন্ধু বালক-সখা হরিই কুশীকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা ক'র্‌বেন।

সুদেব। ( স্বগতঃ ) শোক দুঃখ অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়েছি। বজ্রের কঠিন চর্ম্ম ভেদ ক'রে শোক দুঃখ এ হৃদয়ে প্রবেশ ক'র্‌তে অক্ষম। নতুবা চ'ক্ষের উপর যে সব শোচনীয় দৃশ্য নিয়ত সঙ্ঘটিত হ'চ্চে, সে সব দৃশ্য দেখে এক বজ্র ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থই শতধা বিদীর্ণ না হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। একদিকে অনশনের হাহাকার, একদিকে মন্ত্রী আদির অত্যাচার। অন্যদিকে আজ আবার কুশধ্বজের নিরুদ্দেশ, এ সবই স্থির হ'য়ে সহ্য ক'র্‌ছি। কেন ভগবান! এই ক্ষুদ্র জীবকে ল'য়ে এত খেলা খেল্‌ছ? ধন-রত্ন দাও নাই, কিছুমাত্র দুঃখ ছিল না; ধন-রত্ন পেয়ে তোমাকে ভুলে থাক্‌ব, জীবনে এক-দিনের জন্যও সে কামনা করি নাই! পত্নী দিয়েছ, সংসারের সাররত্ন অদ্বিতীয় পতিব্রতা সতী; কন্যা দিয়েছ, সংসারের দুর্লভ সাক্ষাৎ সাবিত্রী; পুত্র তিনটী, স্বর্গচ্যুত দেবকুমার। মানব জীবনের যা সাধ, তা সবই দিয়েছ। কিছুতেই বঞ্চিত করনি নারায়ণ! কিন্তু জানিনা প্রভো! কোন দোষে, এত হর্ষে বিষাদ ঢেলে দিয়েছ। কোন কর্ম্মফলে, সুধার সাগর বিষম বিষে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছ। বুঝি বা, পাপের প্রতিফল দান ক'র্‌বার জন্যই এই শান্তির কুটীরে আগুন জ্বেলে দিয়েছ। এই সব অমূল্যনিধি পত্নী-পুত্র-কন্যা দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুর ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছ! এ হ'তে আর ভীষণ পাপের প্রতিফল কি হ'তে পারে? যদি কেহ সন্তানের পিতা হ'য়ে থাক, আর সেই সন্তানগণ যদি চোখের সমক্ষে অনাহারে প্রাণত্যাগ ক'রে থাকে, তবে সেই পিতা, আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে সমর্থ হবে।

কল্যাণী। বাবা! কি ভাব্‌ছ? দিন রাত ভেবে ভেবে যে তোমার অস্থি চর্ম্ম সার হ'য়ে গেল? এ কয়দিন উপবাসে কাতর হ'য়ে আছ, তাতে আজ জলবিন্দুও স্পর্শ করনি।

সুদেব। আর তোমরা ক'রেছ! কল্যাণি! কাকে প্রবোধ দিচ্ছিস্ মা! কাকে সান্ত্বনা ক'র্‌ছিস্ মা! কাকে ভুলাচ্ছিস্ মা! আমরা উপবাসে আছি, সেই ভাবনায় আকুল হ'য়েছিস, আর তোরা আমার সন্তান, দারুণ উপবাসে তোদের কোমল প্রাণ শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে, তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে?

কল্যাণী। না বাবা! আমাদের ত তেমন কষ্ট হ'চ্ছে না!

সুদেব। তা হবে কেন? ভগবান যে তোদের উদর, ক্ষুধা তৃষ্ণা শূন্য করে সৃষ্টি ক'রেছেন! এ ছেলে-ভুলান কথা দিয়ে, ভুলাতে এসেছিস্ কেন মা!

কল্যাণী। বাবা! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি এই শীতল জলটুকু পান কর। আমি ঝরণা থেকে তোমার জন্য জল এনে রেখেছি!

সুদেব। কি আশ্চর্য্য! এখনও ঝরণা জলশূন্য হয়নি? বনজঙ্গল ফলশূন্য হ'য়েছে, ঝরণা জল শূন্য হয়নি? (কল্যাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া) কাঁদ্ মা! কত কাঁদ্‌বি কাঁদ্। কিছুতেই এই পাষাণ বুক গলাতে পার্‌বি না। কিছুতেই এই বজ্র অস্থি ভাঙ্গতে পার্‌বি না।

কল্যাণী। বাবা! বাবা! কি ব'ল্‌ছ বাবা! অমন ক'র্‌ছ কেন বাবা!

সুদেব। কৈ মা! কিছুইত ক'র্‌ছিনে। এই দেখ্ কেমন স্থির হ'য়ে, অচল অটলের ন্যায় ব'সে আছি। তোরা কাঁদছিস্, কৈ? আমার চোখেত একবিন্দুও জল নাই। কুশধ্বজের ভাব্‌নাও ভাবছিনে। ভাবনা চিন্তা ত অনেক দিন হ'ল, আমায় ছেড়ে কোথায়,—কোন মহাবনে যেন লুকিয়ে র'য়েছে। স্নেহ মমতা সব, জানিস—কোন গভীর জলের তলে যেন ডুবে গেছে। আছে কি জানিস্ কল্যাণি! আছে এই দেখ, এক অনন্ত-দিগন্তব্যাপী ভীষণ-মরুভূমি। এখানে জল নাই, তরু নাই, লতা নাই, কিছুই নাই। এখানে আছে এই দেখ্, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ কর। এখানে আছে, এই উল্কাপিণ্ডবর্ষী

জীবন-সংহারী মৃত্যু-কিঙ্কর ধূ ধূ বালুরাশি। এখানে আছে ঐ দেখ্ কল্যাণি! পুত্র-কন্যা-বিধ্বংসী বিষাক্ত গন্ধবাহী-বিঘূর্ণিত প্রভঞ্জন। আয় আয় কল্যাণি! তোরা সবাই মিলে একসঙ্গে এমন সুন্দর স্থানে আয়। এমন বিশ্রামের, এমন জুড়াবার, এমন সান্ত্বনার স্থান আর পাবিনে। আয় আয়, বিলম্ব ক'রিস্নে। সময় ব'য়ে যায়। ( মূর্চ্ছা )

কল্যাণী। হায় হায়! কি হ'ল কি হ'ল, মা! মা! দেখ দেখ, বাবা কেমন হ'য়ে প'ড়েছেন। বাবা! বাবা! কোন সাড়া নাই। নিরঞ্জন! চোখে জল সিঞ্চন কর। মা! গায়ে হাত বুলও। আমি বাতাস্ করি। ( সকলের তথা করণ )

রঞ্জন সহ মন্ত্রীর প্রবেশ

রঞ্জন। হের সখা! ঐ তব প্রিয়তমা।

মন্ত্রী। প্রিয়তমে!
নাহি শোভে ও কর-পল্লবে,
বৃদ্ধ অঙ্গে করিতে ব্যজন্।
খঞ্জননয়নে!
অঞ্জন-বিহীন আঁখি নেহারি নয়নে,
পরাণে বৃশ্চিক মম দংশে অনিবার।
এস হৃদে হৃদয়-ঈশ্বরি!

কল্যাণী। ( সভয়ে ) মা! মা! দারুণ সঙ্কট!
এ সঙ্কটে কে করিবে ত্রাণ?

রঞ্জন। আরে হাবা মেয়ে!
কেন কর সঙ্কট সঙ্কট?
নিঃসঙ্কটে পাবে শান্তি-সুখ।
বুকভরা ভালবাসা ল'য়ে,
প্রাণ ভরা ভালবাসা দিতে,

এসেছে তোমার কাছে প্রেমের অতিথি।
কাকুতি মিনতি এত ঠেলনা চরণে।
অতিথি-সৎকার কর প্রেম-সুধা দানে।

নিরঞ্জন। কে তোমরা? কেন বিশ্রী কথা ব'ল্‌ছ? বাবা আমাদের কেমন হ'য়ে প'ড়েছেন। যদি দয়া ক'রে পারেন, তবে আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দিন।

রঞ্জন। বাপু হে! বাবা কি কারু চিরদিন বেঁচে থাকে? বুড় বাবা গেলেই শান্তি। পার বৃষোৎসর্গটা ক'র, না পার নিদেন বালির পিণ্ডিটা দিও।

নিরঞ্জন। তোমরা ডাকাত, না রাক্ষস? ডাকাত হওত ফিরে যাও। আমাদের কাছে একটী কড়িও নাই। আমরা উপবাসে দিন কাটাচ্ছি। আর রাক্ষস হও ত বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আমাদের রক্ষা কর। আমাদের খেয়ে ফেল না।

মন্ত্রী। (গালে চড় মারিয়া) জ্যাঠা ছেলে! জ্যাঠাম রেখে দে।

নিরঞ্জন। উঃ উঃ—মা! মা! গেলেম। (মূর্চ্ছা)

সত্যবতী। নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! কি ক'র্‌লি বাপ! (মূর্চ্ছা)

রঞ্জন। আর কি সুন্দরি! সকল ল্যাঠাই চুকে গেল। চক্ষুলজ্জার ভয় আর ক'র্‌তে হ'ল না। এখন আর মড়া আগ'লে ব'সে থাক্‌বার দরকার কি? তোমার দেখ্‌ছি জোর কপাল। নইলে এমন মাহেন্দ্র সুযোগ মিল্‌বে কেন? এখন শ্রীহরি ব'লে গা তোল আর কি? মানস ক'রে রাখ, মা মনসাকে দুধ কলা দিয়ে পূজা ক'র্‌ব। সখা হে! আর দেখা শুনা নাই, এখন ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নিয়ে চল আর কি। বাকি র'ইল ছোঁড়াটা। সেটা কি, আগু থেকেই গঙ্গা যাত্রা ক'রেছে নাকি? সেটাকে পেলে একেবারে রথ দেখা, কলা বেচা, দুই হ'য়ে যেত।

মন্ত্রী। ( কল্যাণীর কাছে গিয়া ) প্রাণেশ্বরি! ইচ্ছা নাই যে তোমার প্রতি বল প্রকাশ ক'রে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দি।

কল্যাণী। সর্ সর্ নারকি-কুক্কুর!

রঞ্জন। এখনও ফোঁস ফোঁসানি যায় নি?

মন্ত্রী। কোথা স'র্‌ব সুন্দরি! এ কুক্কুর যে তোমার ঐ এঁটো পাতের এঁটো খাবার জন্য ছটফট্ ক'র্‌ছে।

কল্যাণী। আরে বজ্র!
এখনো কি হ'স্‌নি পতিত?
আরে ধর্ম্ম!
এখনো কি আছিস নিদ্রিত?

হায়! হায়! এখন কোন দিক রক্ষা করি? বাবা অজ্ঞান, মা অজ্ঞান, নিরঞ্জনেরও সাড়া পাচ্ছিনে। এদিগে রক্ষা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব? না নিজের সতীত্ব বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব? হা ভগবান! হা দুষ্টের দমন! হা দুর্ব্বলের বল! সতীর সম্বল! অনাথনাথ হরি! রক্ষা কর, এই বিষম বিপদ- হ'তে বিপদহারি-ভগবান! তুমি রক্ষা কর। এ অকূল পাথারে, তুমি ভিন্ন আর কূল নাই। আজ এই অকূল সাগরে পতিতা গতিহীনা অবলাকে রক্ষা ক'রে নামের গুণ দেখাও।

গীত

অকুল পাথারে মোরে রাখ হে কাণ্ডারি।
( আমি শুনেছি হরি, ) ( তুমি বিপদ-সাগর পারের তরী )
যদি দেও হে তরী তবেই তরি এ ঘোর বিপদ-বারি॥
হরি ব'লে ডাক্‌লে পরে, কৃপা যদি না কর মোরে,
কলঙ্ক রটিবে হরি নামে তোমারি।
( নাম আর কেউ লবে না ) ( ঐ বিফল নামে কি ফল হবে )
( গুণ দেখাও হে, দেখাও হে ) ( ওহে দয়াল হরি দয়াল নামের )

( এই দাসীর লজ্জা করহে বারণ ) ( ওহে লজ্জাবারণ মধুসূদন )

( রেখে অভয় পদে ঘোর বিপদে )

দাও কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু কৃপাবিন্দু বারি ॥

মন্ত্রী। আমিই বিপদহারী তোরলো সুন্দরি !

( ধরিতে অগ্রসর )

কল্যাণী। ধ্বংস হবি, ধ্বংস হবি। সতীর অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌লে মহাপাপি ! ধ্বংস হবি। ( ক্রোধে কম্পন )

কুশধ্বজ সহ সুদর্শনের প্রবেশ

কুশধ্বজ। ( প্রবেশ পথ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ) মা ! মা ! আমি এসেছি।

কল্যাণী। কুশি ! কুশি ! এলি ভাই ? ( পতন ও মূর্চ্ছা )

রঞ্জন। বেগতিক, বেগতিক। আবার সেই এক ঘেয়ে পতন ও মূর্চ্ছা।

সুদর্শন। একি ! কুশিরে ! দেখ ভাই ! কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে !

কুশধ্বজ। ( প্রত্যেকের কাছে গিয়া ) মা ! মা ! বাবা ! বাবা ! দিদি ! দিদি ! দাদা ! দাদা ! একি দাদা ! সকলেই যে অজ্ঞান ! কেউ যে আমার ডাকের সাড়া দিচ্ছে না ?

সুদর্শন। কুশিরে ! আমার বোধ হয়, কেউ বেঁচে নাই।

কুশধ্বজ। এ দুইজন কারা ? তোমরা কি দুইজন যমদূত ? তোমরাই কি এঁদের সকলের প্রাণ নিয়ে যাচ্ছ ?

সুদর্শন। যদি তোমরা যমদূত হও, তবে—তবে যম দূত ! আমাদের প্রাণদুটীও নিয়ে যাও। আমরা দুভাই এঁদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব' না।

রঞ্জন। দেখ বাপু ! তোমাকে একটু নড়সড় দেখছি। তাই ব'ল্‌ছি, আমরা যমদূত ফুত নই। আমরা মহারাজ যযাতির দূত। মহারাজ যযাতি একটী নরমেধ যজ্ঞ ক'র্‌বেন, সেই যজ্ঞে একটী অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ শিশুকে আহুতি দিতে হবে। তাই তোমাদের বাটীতে এসেছি।

সুদর্শন। তা আমাদের বাড়ীতে কেন?

রঞ্জন। বুঝ্‌তে পার্‌বে না? (কুশীকে দেখাইয়া) এই তোমার ভাইটীকে নিতে এসেছি।

সুদর্শন। কি সর্ব্বনাশের কথা ব'ল্‌ছ! তোমরা কখনই মানুষ নও। তোমরা এখান থেকে চ'লে যাও। আয় কুশি! আমার কাছে স'রে আয়।

রঞ্জন। আরে বোকা ছেলে? টাকা, টাকা, লাখ টাকা পাবি। বনে বনে না খেতে পেয়ে, সুটকী মাছের মত শুকিয়ে যাচ্ছিস্, তার চেয়ে ভাইটিকে বিক্রি ক'রে ফেল্, টাকাগুলো পেলে যে চিরকাল সুখে কাটাতে পার্‌বি।

কুশধ্বজ। আচ্ছা, তোমরা যদি আমার মা, বাবা, দিদি, দাদা এদের সব বাঁচিয়ে দিতে পার, তাহ'লে আমি বিনা টাকায় তোমাদের সাথে যেতে রাজি আছি।

রঞ্জন। রাজি আছিস্?

কুশধ্বজ। হাঁ আছি।

রঞ্জন। ঠিক?

সুদর্শন। কুশিরে! দিব্বি ক'রিস্‌নি ভাই! ওরা নর-রাক্ষস।

কুশধ্বজ। আগে এঁদের বাঁচিয়ে দিলে ত তবে যাব? আমার একটী প্রাণ দিয়ে যদি এতগুলি প্রাণ পাই, তাতে আপত্তি কি দাদা!

রঞ্জন। বটেই ত, বেশ ব'লেছ, বেড়ে ছেলে।

কুশধ্বজ। তবে আর দেরী ক'র্‌ছ কেন? এঁদের বাঁচিয়ে দাও। আমি ঠিক যাব।

রঞ্জন। দেখ ছেলে! যদি চালাকি খেল, তবে কিন্তু মহাগোলে প'ড়্‌বে। সব সমেত নিয়ে সাবাড় ক'র্‌ব। এইবার তবে মন্তর ঝাড়ি? ঐ দ্যাখ্, তোর বাপ্ চোখ মেলে চাইছে। দেখ্‌লি, কেমন মন্তরের তেজ?

কুশধ্বজ। বাবা! বাবা! এই যে আমি এসেছি।

সুদেব। এসেছিস্ বাপ! (সত্বর উঠিয়া) এঁ্যা, এ কি? এরা কি সব মূর্চ্ছিত! না, একেবারে প্রাণ শূন্য? এ আবার কারা? ওঃ—চিন্‌তে পেরেছি। কেন মহাশয়রা! আর এ শ্মশানক্ষেত্রে নরকের চিতা জ্বাল্‌তে এসেছেন? এত করুণা প্রকাশ ক'র্‌ছেন, দেশ হ'তে আমাদের ভিক্ষা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রেছেন, আর কেন মৃত দেহে কুঠার আঘাত ক'রে, কৃপার জলধি সিঞ্চন ক'র্‌তে এসেছেন! এখনও কি মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি? এই যে কয়টী মৃতপ্রায় কি মৃতদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হ'চ্ছে, এও বোধ হয়, মহাশয়দেরই মহানুগ্রহের নিদর্শন?

মন্ত্রী। শোন ব্রাহ্মণ! তোমার এ বিদ্রূপের শাস্তি প্রদান ক'র্‌তে আমার মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হ'তনা। কিন্তু তা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখন শোন, বাচালতা পরিত্যাগ ক'রে আমাদের উদ্দেশ্য শোন। প্রথম উদ্দেশ্য—তোমার কন্যাকে আমার করে সম্প্রদান কর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—মহারাজ যযাতির নরমেধ যজ্ঞ উপস্থিত। অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণশিশুকে সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। তোমার কনিষ্ঠ পুত্র কুশধ্বজই তার উপযুক্ত পাত্র। তোমার পুত্রের বিনিময়ে আমি তোমাকে লক্ষ টাকা প্রদান ক'র্‌ছি। এখনই আদেশ পালন কর।

সত্যবতী। (স্বপ্নাবস্থায়) কেরে রাক্ষস! আমার কুশীকে গ্রাস ক'র্‌তে এসেছিস্? (উঠিয়া ব্যস্ত ভাবে) কৈ! কৈ! আমার কুশী কৈ! (কুশীকে কোলে করিয়া) আয়, আয়, তোকে বুকে ক'রে পালিয়ে যাই। [ বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। চ'লে গেল যে রঞ্জন!

রঞ্জন। কোথায় যাবে? এ দিকে কথা ঠিক ঠাক্ হ'ক্।

মন্ত্রী। কৈ ব্রাহ্মণ! নিরুত্তর র'ইলে কেন?

সুদেব। হায় আকাশ! তুমি বজ্র শূন্য হ'য়েছ? ব্রহ্মাণ্ডকটাহ! এখনও দ্বিধা হ'চ্চনা? হায় ব্রহ্মতেজ! এখনও জ্ব'লে উঠ্‌ছ না? ধরিত্রি! এত পাপ-ভার সহ্য ক'র্‌ছ? কল্যাণি! কল্যাণি! আর যেন তোর চৈতন্য-সঞ্চার হয়না। এই মূর্চ্ছাই যেন তোর শেষ মূর্চ্ছা হয়।

কল্যাণী। (চেতনা পাইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) যাই মা! যাই। একটু দাঁড়া মা! একটু দাঁড়া। [বেগে প্রস্থান।

সুদেব। আ রাক্ষসি! আবার বেঁচে উঠ্‌লি? কাল ভুজঙ্গিনি! আমাকে দংশন ক'র্‌তে আবার বেঁচে উঠ্‌লি?

মন্ত্রী। কল্যাণীও যে পাগলের মত কোথায় চ'লে গেল রঞ্জন!

রঞ্জন। কোথাও যাবে না। যে জগৎ বেড়া জাল পেতেছি, এতে প'ড়তেই হবে। বলি ঠাকুর! পাগ্‌লাম ছাড়্‌তে পার? এখন রূপচাঁদ গুলি ঝনাৎ ঝনাৎ ক'রে বাজিয়ে গুণে নেও। বাবা, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। এমন জিনিষ নয় বাবা! একটী একটী রূপচাঁদের ঝনৎকার শব্দে, মরা মানুষ মাথা তুলে বসে। বাবা! একবার ভাব দেখি? একটা ছেলে দিয়ে যদি লাখ টাকা ঘরে ব'সে, বিনা ক্লেশে লাভ করা যায়, তাহ'লে আর চাই কি? দুশ নয়, পাঁচশ নয়, হাজার হাজার; একেবারে লাখ টাকা। দশ শতে এক হাজার, তার একশত হাজারে একটি লাখ। একেবারে তাক লেগে যাবে। চৌদ্দপুরুষ খ'রে খেলেও ফুরাবার নয়। তাই ব'ল্‌ছি বাপু! এখন মানে মানে টাকা গুলি নিয়ে ছেলেটীকে দিয়ে দাও। আর কন্যাটি ত দেবেই। আর কতদিন আইবুড় মেয়ে ঘরে রেখে বুড় ক'র্‌বে? মধু শুকিয়ে গেলে আর ফুলের কাছে কোন ভোমরাই আস্‌বেনা।

সুদেব। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) শ্রবণ! বধির হ'! শ্রবণ! বধির হ। চৈতন্য! জন্মের মত হতভাগ্য সুদেবের নিকট হ'তে বিদায় হ। ধরণি! দ্বিধা হও, তোমাতে প্রবেশ করি।

মন্ত্রী। এইবার শেষ কথা ব'লছি ব্রাহ্মণ! যদি পুত্রের প্রতিই অধিক মায়া হ'য়ে থাকে, তবে কন্যাটীকে দাও, তোমার পুত্রকে চাইনে।

রঞ্জন। এর চাইতে আর দয়ার কথা কি হ'তে পারে? তাই দাও। মেয়েটীকেই দাও। পিতা হ'য়ে মেয়ের পরকালটি কেন খাচ্চ বল দেখি? আহা! সাধের যৌবনটা তার বৃথা নষ্ট ক'র না।

সুদেব। (সক্রোধে) দূর হ, দূর হ। পিশাচ! ঘৃণিত পশু! তোদের দর্শনেও মহাপাপ সঞ্চার হয়।

মন্ত্রী। (সক্রোধে) আরে, আরে, দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ!
আর নাহি ক্ষমা তোরে।

(প্রহার করিতে উদ্যোগ)

সুদর্শন। (বাধা দিয়া) রক্ষা কর, রক্ষা কর পিতারে আমার।

নিরঞ্জন। (উঠিয়া) প্রাণ গেলেও বাবার গায়ে হাত দিতে দেবো না। (মধ্য স্থানে গিয়া বাধা প্রদান)

মন্ত্রী। রঞ্জন! বন্দী কর বালক যুগলে।
কটূক্তির প্রতিফল প্রদানি ব্রাহ্মণে।

রঞ্জন। কপালের ভোগ না ভুগলে যে অদৃষ্টদেবী রাগ ক'রবেন। নতুবা সুখ ফেলে এরূপ গতি হবে কেন? এস শ্রীমানদ্বয়! কোমল হাতে লোহার বালা পরিয়ে দি। (উভয়কে বন্ধন করণ)

মন্ত্রী। আয় তোর অস্থি গঙ্গা ক'রে যাই। (পৃষ্ঠে মুষ্টি প্রহার)

সুদেব। (উচ্চৈঃস্বরে) বিপত্তে মধুসূদন! বিপত্তে মধুসূদন! বিপত্তে মধুসূদন!

কুশধ্বজের প্রবেশ

কুশধ্বজ। দোহাই তোমাদের, বাবাকে মেরোনা, মেরোনা। আমাকে নিয়ে চল, আমি এখনি যাচ্চি। একে বাবা উপবাস ক'রে আছেন, তাতে আবার বৃদ্ধ, সইতে পার্‌বেন না গো! সইতে পার্‌বেন না। আমায় নিয়ে চল।

মন্ত্রী। আচ্ছা, তোর কথায় তোর বাপের প্রাণটা এ যাত্রা রেখে দিলেম।

সুদর্শন। ওরে! আমরা বেঁচে থাক্‌তে আমাদের সমক্ষে বাবাকে প্রহার ক'র্‌লে? এ কষ্ট যে আর ম'লেও যাবে না ভাই!

নিরঞ্জন। ঐ দেখ, বাবার সব গা দিয়ে রক্ত প'ড়্‌ছে। চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌ছে।

সুদর্শন। বাবা! বাবা! আমরা তোমার অধম সন্তান! আমরা তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না। কিন্তু বাবা! ধর্ম্ম আছেন। বিনা দোষে ব্রাহ্মণের অপমান কখনই তিনি সহ্য ক'র্‌বেন না।

কুশধ্বজ। আমার দাদাদের ছেড়ে দাও, হাত কেটে গেল।

রঞ্জন। তুই যাবি ত ঠিক? তোর কথা মত সব গুলোকে দেখ্ বাঁচিয়ে দিয়েছি। ( বন্ধন মোচন )

কুশধ্বজ। বল তোমরা, আমি গেলে আর এঁদের উপর কোন অত্যাচার ক'র্‌বে না? আহা! বাবা আমার কথা কইতে পার্‌ছেন না। বাবা! বাবা! আমাদের জন্য তোমার এত কষ্ট? এস দাদা! সকলে মিলে ধ'রে বাবাকে কুটীরে ল'য়ে যাই। ( সকলকে সুদেবকে ধরিয়া গমনোদ্যত )

মন্ত্রী। ( কুশীর প্রতি ) তুই কোথায় যাস্?

কুশধ্বজ। আমি পালাচ্ছিনে, পালাবও না। অনুগ্রহ ক'রে আমায় দুদিন সময় দাও। বাবাকে সুস্থ ক'রে, আর সবাইকে বুঝিয়ে,

তোমাদের সঙ্গে যাব। আমি মিথ্যা কথা ব'লছিনে। আমার কথায় বিশ্বাস কর।

মন্ত্রী। (রঞ্জনের প্রতি জনান্তিকে) কি বল রঞ্জন!

রঞ্জন। (জনান্তিকে) ছোঁড়াটা মিছে কথা কইবে না। ও ঠিক যাবে। আর দুদিন বিলম্ব ক'রে দেখি, ছুঁড়ীটাকেও যদি বশ ক'র্‌তে পারি।

মন্ত্রী। ঠিক ব'লেছ। আচ্ছা, দুদিন সময় দিলেম। যদি অন্যথা ক'রিস্, তবে আবার এইরূপ দুর্গতি ভোগ ক'র্‌তে হবে।

[ শুকদেবসহ সুদর্শন, নিরঞ্জন ও কুশধ্বজের প্রস্থান।

আজ বেড়ে জব্দ হ'য়েছে। যেরূপ উত্তম মধ্যম বুড়োর পিঠে ফেলেছ, তাতে দেখ্‌বে, কাল সকাল হ'তে না হ'তে ছেলে, মেয়ে এনে নিজেই হাজির ক'র্‌বে। বাবা! ঘুসি প্রহার এ রোগের বড় ধন্বন্তরি। ভূত পর্য্যন্ত ছেড়ে যেতে পথ পায় না।

মন্ত্রী। চল, রাত্রি অধিক হ'য়েছে, শিবিরে যাই।

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### কৈলাস-কানন

যোগিনীগণের প্রবেশ

যোগিনীগণ — গীত

মা মা ব'লে মায়ের পায়ে পড়িগে লুটায়ে আয়।
মা নামের সুধা লহরে লহরে সাগর বহিয়ে যায়,—
জগৎ ভাসিছে তায়॥
ত্রিলোকতারিণী, ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণধারিণী মা,

মায়ের মত মা পেয়েছি মা, মা, মা,
মা, মা, মা, মা, মা, মা,
রক্তজবা তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি, ঢালি গিয়ে রাঙ্গা পায়,
তোরা আয় গো সবে আয় ॥
দুর্গতিহারিণী দুর্গে দুরিতবারিণী মা,
মা আমাদের আমরা মায়ের, মা, মা, মা,
মা, মা, মা, মা, মা, মা,
মা নামের ভ'য়ে, শমন শিহরে, ভবভয় দূরে যায়,
জীবনে মুকতি পায় ॥

[ প্রস্থান।

দুর্গাসহ কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মীর প্রবেশ

দুর্গা। কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট যে তাই কাঁদ্‌ছিস্ মা!

লক্ষ্মী। শুধু আমি কাঁদ্‌ছিনে মা! আমি যাদের তরে কাঁদ্‌ছি, তাদের তরে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদ্‌ছে।

দুর্গা। তারা কারা মা!

লক্ষ্মী। হরির ভক্তগণ মা!

দুর্গা। হরিভক্তের দুঃখ? সে এক হরি ভিন্ন অন্য কে দূর ক'র্‌বে মা?

লক্ষ্মী। হরি নিজেই যে তাদের দুঃখ দিচ্ছেন।

দুর্গা। সেকি কথা লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। তাতেই ত কাঁদ্‌ছি মা!

দুর্গা। বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। সব কথা খুলে বল্ মা!

লক্ষ্মী। আমার সঙ্গে জিদ ক'রে, হরি নিজের ভক্তগণকে কঠোর যন্ত্রণা দিচ্ছেন।

দুর্গা। জিদ কিসের মা!

লক্ষ্মী। আর কিছু নয়; আমি ব'লেছিলেম বিনা কষ্টে, বিনা পরীক্ষায়, হরিভক্তকে উদ্ধার ক'র্‌ন। তিনি বলেন, তা কখনই হ'তে পারে

না। তা হ'লে নিয়তির লিপি অন্যথা করা হয়। হ্যাঁ মা! বল দেখি, নিয়তির লিপি রক্ষা করা বড়, না ভক্তের দুঃখ দূর করা বড়? আমি কি অন্যায় কথা ব'লেছি মা!

দুর্গা। তার পর তুমি কি ক'রেছ?

লক্ষ্মী। আমি সাধ্য মত তাঁর কাজে বাধা দিতে চেষ্টা ক'রেছি।

দুর্গা। পেরেছ?

লক্ষ্মী। পারি নাই, পদে পদে অপমানিতা হ'য়েছি।

দুর্গা। পাগল মেয়ে এখনও পাগ্‌লাম যায়নি।

লক্ষ্মী। কিসের পাগ্‌লাম দেখ্‌লে মা! সতীর সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছি ব'লে? ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুমুখে পতিত ভক্তগণকে খাদ্য দিয়ে প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে গিয়েছিলেম বলে? হরিভক্তের প্রাণ রক্ষা ক'রে, হরির মান বজায় রাখ্‌তে গিয়েছিলেম বলে? হাঁ মা! এই আমার পাগ্‌লাম? তুমিও একথা ব'ল্‌ছ? হায়! তবে আর কার কাছে যাব? কার কাছে গিয়ে প্রাণের ব্যথা, মনের কষ্ট জানাব!

দুর্গা। অভিমানে আত্মহারা হ'স্‌নি মা!

লক্ষ্মী। অভিমান কার উপর ক'র্‌ব মা! সতীর সতীত্ব রক্ষা ক'রে, সতীমায়ের মেয়ের কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌তে গিয়েছিলেম ব'লে, স্বামীর নিকট হ'তে যথেষ্ট লাঞ্ছনা লাভ ক'রেছি। তাই অভিমানে বড় আশায় বুক বেঁধে, সতীর একমাত্র গতি স্বয়ং মহাসতীর কাছে ছুটে এসেছি। তা লক্ষ্মীর ভাগ্যদোষে সাগরের তীরে এসেও তৃষ্ণার জল পেলেম না। তবে আর অভিমান কার উপর ক'র্‌ব মা!

গীত

কে আছে মা আছে মা, বল মা শিবানি।
আমার গেছে সব মান, সব অভিমান,
তাই অপমান সহি জননি॥

মা হ'য়ে মা মেয়ের প্রাণের বুঝিলেনা ব্যথা,
এ হ'তে কি বল তবে আছে দুখের কথা,
( কোথা যাব মা, যাব মা ) ( দুখ নিবারিতে )
( ব্যথা জুড়াইতে )
মা হ'য়ে আজ হ'লে পাষাণী ॥
পিপাসা মিটাতে এসে সাগরের তীরে,
না পাইনু ভাগ্যদোষে সুশীতল নীরে,
( তৃষ্ণা গেলনা, গেলনা ) ( আমার দারুণ )
( আমার বৃথা আশা )
অভাগিনী আমি দুখিনী ॥

দুর্গা। না লক্ষ্মি! আর কিছু ব'ল্‌তে হবে না। আমি ধ্যান বলে সবই জান্‌তে পেরেছি। বনমধ্যে ব্রাহ্মণবালা কুমারী কল্যাণীর প্রতি পাষণ্ডগণের ঘোর অত্যাচার, দীন হীন হরিভক্ত-গণের প্রতি নরাধমগণের ঘোর অত্যাচার। নারায়ণ আবার সেই অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কি অন্যায়! কি অত্যাচার! এর প্রতিকার আজ ক'র্‌ব। নারায়ণ ক্রুদ্ধ হন হবেন, আশুতোষ রুষ্ট হন হবেন, কিছুতেই দৃক্‌পাত ক'র্‌ব না। চল্ লক্ষ্মি! চল্, আমি নিজেই তোর সাহায্য ক'রে, সতী এবং হরিভক্তগণকে উদ্ধার ক'র্‌ব। ( গমনোদ্‌যোগ )

শিবের প্রবেশ

শিব। শুধু মেয়ে পাগল হয়নি, মেয়ের মাও দেখ্‌ছি পাগল হ'য়েছে। বুঝ্‌লাম, বিকার যে কেবল জগতের জীবকে আচ্ছন্ন করে তা নয়, আজ দেখ্‌ছি, নির্ব্বিকারের হৃদয়কেও ঘোর বিকারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। পার্ব্বতি! পৃথিবী-পালিনি! পৃথিবীর কল্যাণ সাধন জন্য, কৈলাস পরিত্যাগ ক'রে গমন ক'র্‌ছ? বেশ ক'র্‌ছ। কিন্তু কাত্যায়নি

কমলার কাতরতায় কাতর হ'য়ে, কমলাকান্তের কার্য্য-কৌশল হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে ভুলে যাচ্ছ? করুণাময়ি! কেবল কোমলপ্রাণকে করুণা-বারিতেই পূর্ণ ক'রে রেখেছ, কিন্তু কখন কখন যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই করুণ-হৃদয়কে কঠোর ক'রে রাখ্‌তে হয়, তা কি জান না শিবে! চিন্তাময়ি! নারায়ণের কুসুম-কোমল অথচ বজ্রকঠিন হৃদয়কে চিন্তে চেষ্টা কর, তাহ'লেই সব ভুল ভেঙ্গে যাবে। সব সন্দেহ দূর হবে। তাহ'লে দেখ্‌তে পাবে জ্ঞানময়ি! নারায়ণের লীলা-রহস্য কত সুন্দর, কত চমৎকার। ভ্রান্তিনাশিনি! আজ ভ্রান্তি-জালে জড়িত হ'য়ে ভাব্‌ছ, জগতে সতীর প্রতি কি অত্যাচার হ'চ্ছে, হরিভক্তের প্রতি কি উৎপীড়ন হ'চ্চে, এইরূপ অন্যায় কার্য্য সাধনে হরি আবার লিপ্ত আছেন, কিন্তু চিন্ময়ি! তোমার হরি যে নির্লিপ্ত। তিনি কোন কাজে লিপ্ত থাকেন না। জীবগণ কেবল আপন আপন কর্ম্ম-ফল ভোগ ক'র্‌ছে মাত্র। নিয়তি সেই কর্ম্মফল সংসারের জীবকে তুলা-দণ্ডে পরিমাণ ক'রে দিয়ে বেড়াচ্ছে। হরিভক্তগণ যে, এত উৎপীড়ন ভোগ ক'র্‌ছে, সে কেবল তাদের জন্মান্তরের দুর্গতির ফল। সে ফল ভোগ হ'লেই হরির কৃপা লাভ ক'র্‌বে। হরি তখন কিছুতেই ভক্তকে বঞ্চিত ক'রবেন না।

চিত্রপট হস্তে নিয়তির প্রবেশ

ঐ দেখ দুর্গে, নিয়তির চিত্রপটে আদি অন্ত সব চিত্রিত র'য়েছে। দেখ দেখি, ভ্রম দূর কর। ঐ দেখ লক্ষ্মি! তুমিও দেখ, তুমি যার জন্য পাগলিনী, সেই কল্যাণীর কর্ম্মফল শেষ হ'য়ে এসেছে, তাই সতী-রত্ন বালিকা আপন অনাঘ্রাত-কুসুম সতীত্ব-রত্ন ল'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বৈকুণ্ঠে আগমন ক'র্‌ছে। আবার ঐ দেখ, হরিভক্ত বালক কুশধ্বজ কর্ম্মফল ভোগ ক'রে অবশেষে নারায়ণের কোলে ব'সে, আপনার পিতামাতার মুক্তি-দ্বার চির উন্মুক্ত ক'রে দিচ্চে। ঐ

দেখ, মহাপাপী মন্ত্রী ; তার পরিণাম কি ভীষণ-ভাবে চিত্রিত র'য়েছে দেখ। এখন ভাব দেখি মা ! নিয়তির গতি অপ্রতিহত কি না ?

লক্ষ্মী। পিতঃ ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার সব ভ্রম এবার দূর হ'য়েছে। আমি যাই, বৈকুণ্ঠে গিয়ে কল্যাণীর জন্য নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিগে। মা ! আর আমার কোন দুঃখ নাই, আমি এখন আসি মা !

দুর্গা। বিশ্বনাথ ! দাসী এতক্ষণে নিজের ভ্রান্তি বুঝ্‌তে পেরে বিশেষ লজ্জিতা হ'য়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন ; যাও মা নিয়তি ! তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করগে। [ নিয়তির প্রস্থান।

শিব। এস শঙ্করি ! যোগের সময় উপস্থিত হ'য়েছে।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

### ( বনভূমি )

ধীরে ধীরে কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পোড়ার মুখি, আমার মরণ হয়না কেন ? এ যাতনার জীবন কেন অবসান হয় না হরি ! দিবানিশি এত কামনা করি, তবুও ত পাপিনীর পাপ প্রাণ গত হয় না হরি ! আর যে পারি না হরি ! পাপের পাপ অত্যাচার আর যে সইতে পারি না প্রভু ! বুক ভেঙ্গে যায়, হৃদয় ফেটে যায়, আর যে সইতে পারি নে। আমার জন্য আমার বৃদ্ধ পিতা, পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য ক'র্‌লেন। জীর্ণ অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়েছে। মাতা জ্ঞানহারা পাগলিনী, স্নেহের কমল দুধের বালক কুশীকেও যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য

পাপিষ্ঠেরা নিতে চেষ্টা ক'র্‌ছে। এক আমা হ'তেই যত অনর্থ। আমার মত মহপাপিনী, পিতৃঘাতিনী, মাতৃঘাতিনী ভ্রাতৃঘাতিনী আর কে আছে? হায়! যে মৃত্যুর জন্য এত প্রার্থনা ক'র্‌ছে, তার মৃত্যু হ'চ্ছে না, আবার কেউবা মৃত্যুর কর হ'তে জীবন রক্ষার জন্য কত প্রার্থনা ক'র্‌ছে, তার হয় ত তখনি জীবন-বায়ু বহির্গত হ'য়ে যাচ্ছে। বুঝ্‌লেম, মানুষের নিজের ইচ্ছায় সংসারের কোন কাজই হয় না। হা দীননাথ! হা দীনবন্ধু! একবার এই দাসীর কথায় কর্ণপাত কর। আমার আর কোন কামনা নাই, কোন প্রার্থনা নাই, কোন বাসনা নাই, কেবল মাত্র মৃত্যু সাধ। মঙ্গলময় হরি! এক আমার মরণে যে, সংসারের অনেক মঙ্গল সাধন হবে। এই ক্ষুদ্র জীবনের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি জীবন রক্ষা পাবে। আমি ম'লে আর পাষণ্ডেরা কোন অত্যাচার ক'র্‌তে আস্‌বে না। বৃদ্ধ পিতামাতার যন্ত্রণা দূর হবে। কুশীর্‌ কোমল প্রাণ রক্ষা হবে। তাই ব'ল্‌ছি, দয়াময় হরি! দয়া ক'রে দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ কর। সকলেই সংসারে থেকে সুখের কামনা করে, কিন্তু অন্তর্যামি, আমার অন্তরের কথা ত জান্‌তে পার্‌ছ, আমার প্রাণের ব্যথা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছ, আমার মনের আগুণ ত দেখ্‌তে পাচ্ছ। আমি সংসার চিনি না, সংসার কাকে বলে আমি জানি না। সংসারের সুখশান্তি এ সংসার জ্ঞান-হীনা বালিকার অদৃষ্টে নাই। বিষের সংস্পর্শে যেমন সুধাও বিষগুণ ধারণ করে, এ মহাপাপিনীর সংস্পর্শে সংসারের সুখ-শান্তিও যেন কোথায় পলায়ন করে। এমন অমঙ্গল, এমন অকল্যাণ, সংসার হ'তে যত শীঘ্র বিদায় হয়, ততই মঙ্গল। আমার দ্বারা সংসারের বিন্দুমাত্রও উপকার সাধিত হবে না। আমি জলের বুদ্‌বুদ্‌—দেখ্‌তে না দেখ্‌তে জলেই মিশে যাওয়া ভাল। আমি নিবিড় বনের নিভৃত স্থানের একটী মাত্র বন ফুল,—আমার বনেই শুকিয়ে যাওয়া ভাল। আমি

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একটী মাত্র ক্ষুদ্র পরমাণু, আমার অভাব জগতের কেহই বুঝতে পারবে না। তাই আজ কাতর প্রাণে বড় কাতর হয়ে, বড় ব্যাকুল হ'য়ে হরি হে! তোমার কাছে বার বার মৃত্যু প্রার্থনা ক'র্‌ছি। দুঃখিনী কল্যাণীর প্রার্থনা পূর্ণ কর। কল্যাণীর প্রাণ-বায়ু, বায়ুর সঙ্গে চিরতরে মিশে যাক।

গীত

হ'য়েছি আকুল, হও অনুকূল, অকূলের কূল গোলকবিহারী।
এ জীবন অন্ত, কর রাধাকান্ত, যেন লয়না কৃতান্ত হে কালান্তকারী॥
এ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন,
কোন কার্য্য মোর হ'লনা সাধন,
আসিলাম শুধু করিতে রোদন,
এখন মরণ বিনে বেদন যাবেনা হরি॥
যেমন জলবিম্ব ফুটে জলেতে মিশায়,
এ সংসারের বল কিবা ক্ষতি তায়,
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণু প্রায়,
কিবা আসে যায় অভাবে আমারি॥

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। আয় মা! যাবি আয়।

কল্যাণী। কে তুমি? কোথায় যেতে ব'ল্‌ছ গা?

নিয়তি। আমি কে চিন্‌তে পারবি এখন, তুই আগে চল্‌।

কল্যাণী। কোথায় যাব মা!

নিয়তি। যেখানে গেলে আর এখানে আসতে হবে না, যেখানে গেলে আর দিবানিশি দুঃখের চিতায় হুহু ক'রে জ্বল্‌তে হবে না, যেখানে গেলে, ভাঙ্গা বুক জুড়িয়ে যায়, মনের ব্যথা কেটে যায়, মনের জ্বালা নিভে যায়, যেখানে সুখ আছে, দুঃখ নাই, শান্তি আছে, শোক

নাই, হাসি আছে, কান্না নাই, মিলন আছে, বিরহ নাই, যেখানে আনন্দের নদী তর তর তরঙ্গে কুল্ কুল রবে অবিরাম ব'য়ে যাচ্ছে, সেইখানে তোকে যেতে ব'ল্‌ছি। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লি কি ?

কল্যাণী। তুমি কে, তা জানি না, তোমার এমন মিষ্টি কথায় প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়, কিন্তু অভাগিনী বালিকার প্রাণে অসম্ভব আশা জাগিয়ে দিয়ে, কেন আর যন্ত্রণার বৃদ্ধি ক'র্‌তে এসেছ মা !

নিয়তি। কি লাভ তাতে আমার মা !

কল্যাণী। দুঃখীকে দুঃখ দিয়ে জগতের যেমন লাভ হ'য়ে থাকে।

নিয়তি। তা ব'লতে পারিস্ বটে ? কিন্তু মা ! আমি তোর কোন অনিষ্ট ক'র্‌তে আসিনি, আমার কথায় বিশ্বাস কর মা ! আর বেশী বিলম্ব ক'রিস্‌নে।

কল্যাণী। না মা ! তোমায় অবিশ্বাস ক'র্‌ছিনে। ইচ্ছা ক'র্‌ছে, এখনই তোমার সঙ্গে চ'লে যাই, কিন্তু আমি জনম দুখিনী, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, প্রতি পদে আমার বিপদ, তাই তোমার পরিচয় জান্‌তে এত ইচ্ছা। বল মা দয়াবতি ! তোমায় মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, তুমি কে মা ! কেন আমায় নিতে এসেছ ? তুমি কি কর মা !

নিয়তি। গীত

আমি এমনি ক'রে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াই মা।
আস্‌তে যেতে, সবার সাথে, থাকি মা ॥
তবু সবাই ভুলে যায়,
ভাব দেখে তাই মরি হেসে, একি বিষম দায়,
আমায় ভুলে, আমি ত কই ভুল্‌তে পারি না ॥
যাবার সময় হ'য়েছে মা তোর,
এসেছি তাই নিতে তোরে আয় মা সঙ্গে মোর,
যার যেথানে যেতে হবে জানি আমি মা ॥

কল্যাণী। তবু যে মা! তোমাকে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

নিয়তি। ঐত দুঃখ মা! বুঝিয়ে দিলেও কেউ বুঝ্‌তে পারে না, চিনিয়ে দিলেও কেউ চিন্‌তে পারে না। ধরা দিলেও কেউ ধ'র্‌তে চায় না। ঐ ত দুঃখ মা!

কল্যাণী। আচ্ছা মা! আর একটা কথা, দয়া ক'রে বল, তোমার সঙ্গে গেলে আর কেউ ত আমার বাপ মায়ের প্রতি কোন অত্যাচার ক'র্‌বে না? বল মা! তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌ব।

নিয়তি। আর কেউ কোন অত্যাচার ক'র্‌বে না। এখন এক কাজ ক'র্‌তে হবে। বাসী মুখে ত সেখানে যেতে নাই, একটা ফল খেয়ে চল।

কল্যাণী। ফল কোথা পাব মা! এখন ত ফল ধরে না। ঐ যে পাতার নীচে একটা ফল প'ড়ে রয়েছে। ( ফল লইয়া ) আহা! এমন ফলটা আমি খাব? কুটীরে গিয়ে বাবা মা ভাইদের দিয়ে আসি মা!

নিয়তি। না মা! তোকেই খেতে হবে। ও ফল তোর জন্যই এই ফলশূন্য বনে এসেছে। খা মা! সবটা খা।

কল্যাণী। ( স্বগতঃ ) কে এই তেজস্বিনী দয়াবতী! এঁর কোন কথাই যেন না রেখে পার্‌ছিনে। কেমন যেন এক শক্তি, আমার সকল শক্তিকে হ্রাস ক'রে দিচ্ছে। খাই ফল। ( ফল ভক্ষণ ) উঃ, বুকটা কেমন ক'র্‌ছে, বড় জ্বল্‌ছে, বড় জ্বল্‌ছে, বিষফল খেলেম, খাই মা! তা বেশ হ'য়েছে। বিষই আমার কাছে এখন সুধা। হরিই আজ দয়া ক'রে পাখীর মুখে বিষফল পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঃ, বড় জ্বল্‌ছে, বড় জ্বল্‌ছে! আর যে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, চোখে আঁধার দেখ্‌ছি। আমায় ধর ধর।

নিয়তি। ( ধরিয়া ) আর একটু পরে সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

কল্যাণী। বাবা! মা! বিদায় হ'লেম। এ সংসার-কণ্টক, চিরদিনের মত আজ দূর হ'ল। এ পাপিনীর জন্য আর তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না। কুশিরে! ভাই! তোদের মায়া কাটিয়ে তোর দুখিনী দিদি, আজ জন্মের মত চ'লল্। উঃ, আর কথা ক'ইতে পার্‌ছিনে!

নিয়তি। এখন চিন্‌তে পেরেছিস্ আমাকে? আমি তোর নিয়তি। বিষ পানে তোর মৃত্যু, তাই নিয়তি আমি তোকে নিতে এসেছি। এখন চল, সতি! সতীত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে, সংসার ছেড়ে চল।

কল্যাণী। (ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে যাইতে যাইতে) চিনেছি নিয়তি! এবার তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। উঃ, মা! হরি! নিদান-কাণ্ডারি! পার কর। চরণে স্থান দিও। অকূলে কূল দিও—হরি—হ—রি— [ নিয়তি সহ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### বনপথ

সুদর্শন ও কুশধ্বজ।

কুশধ্বজ। এই ত দাদা! দিদি আমাদের এত ভালবাস্‌ত, কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিদি আমাদের মায়া কাটিয়ে স্বর্গে চ'লে গেল। আমরা কি ক'র্‌লেম?

সুদর্শন। কি ক'র্‌ব ভাই! মরণের উপর ত কারু কোন হাত নাই? আমাদের কেবল রোদন করাই সার।

কুশধ্বজ। তবে কেন দাদা! আমায় এত বাধা দিচ্ছ? আমার যদি মরবার সময় হ'য়েই থাকে, তবে ত কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না।

সুদর্শন। কেন আজ ও কথা বারে বারে জিজ্ঞেস ক'র্‌ছিস কুশি? অপর কথা ক'।

কুশধ্বজ। দুদিন যে কেবল সময় নিয়েছি দাদা! আজ শেষদিন, আজই তারা নিতে আস্‌বে।

সুদর্শন। সুদর্শনের প্রাণ থাক্‌তে তোকে কিছুতেই নিতে দেবে না।

কুশধ্বজ। আমি যে তাদের কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়ে আছি দাদা! তারা যে সে দিন সকলকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সুদর্শন। তারা দস্যু, তাদের কাছে আবার প্রতিশ্রুতি কি?

কুশধ্বজ। তারা যেন দস্যু, আমরা ত দাদা! দস্যু নই। তবে কেন অধর্ম্ম ক'র্‌ব?

সুদর্শন। শঠের সহিত শঠতা ক'র্‌লে কোন অধর্ম্ম নাই।

কুশধ্বজ। না দাদা! আমি যে তা পার্‌ব না। আমি যে যাব দাদা! মিথ্যা কথা ব'ল্লে যে, হরি আর দয়া ক'র্‌বেন না।

সুদর্শন। কুশি রে! তুই কি ব'লছিস্? তোর কথা শুনে যে বুক কাঁপ্‌ছে।

কুশধ্বজ। দাদা! দাদা! তুমি যে আমায় বড় ভালবাস, তোমার দুখানি পা দুহাতে ধ'রে ব'ল্‌ছি, (পদ ধারণ) আমার কথাটী রাখ, তুমি বাধা দিও না।

সুদর্শন। আরে নিষ্ঠুর কুশি! তোর প্রাণে কি একটুও মায়া মমতা নাই যে দাদার কাছে আজ কি অনুরোধ ক'রছিস্ নিষ্ঠুর! তুই যে আমাদের প্রাণ, তোর মুখে কি একথা সাজেরে অবোধ! বাবা মা যে, এক কুশী ব'ল্‌তে অজ্ঞান। একদিন আমাদের যেতে বিলম্ব হ'য়েছিল, সেদিন কি হ'য়েছিল, সে কথা কি তোর মনে নাই রে? এক তোর মুখ চেয়ে, দিদির শোক সবাই সহ্য ক'রে বেঁচে আছে, তা কি তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস নে হতভাগা!

কুশধ্বজ। রাগ ক'র না দাদা! একবার বুঝে দেখ—

সুদর্শন। যা, আমি তোর কোন কথাই শুনব না।

কুশধ্বজ। দাদা! দাদা! রাগ ক'রে সবদিক নষ্ট ক'র না। একবার আমার কথা শোন। আমি যদি আজ না যাই, তাহ'লে সেই মন্ত্রী এসে, মা বাবাকে কিছুতেই প্রাণে রাখবে না। সে লাঞ্ছনা, সে যন্ত্রণা, সে অপমান, কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌বে দাদা! বাবার যেরূপ শরীরের অবস্থা, তাতে সে অঙ্গে আর প্রহার সহ্য হবে না। ভাব দেখি দাদা! সে কি কষ্ট হবে? দাদা গো! যদি জীবন থাক্‌তে পিতামাতার এইরূপ দুর্দ্দশাই দেখ্‌তে হয়, তবে সে জীবনে ফল কি দাদা! আমার সামান্য প্রাণ দিয়ে, যদি পিতা মাতাকে রক্ষা ক'রতেই না পার্‌লেম, তাহ'লে আমার মত হতভাগ্য কুপুত্র আর কে আছে? আমরা যখন দুর্ব্বল, সহায়-শূন্য, তখন আর আমাদের কি উপায় আছে দাদা!

সুদর্শন। এক কাজ ক'র্‌ব, আমি তবে আমার প্রাণ যজ্ঞে আহুতি দেব?

কুশধ্বজ। আট বছরের বালক বই যে, সে যজ্ঞে আহুতি হবে না।

সুদর্শন। কুশিরে! আমার মাথা ঘুর্‌ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। যতই তোর কথা শুনছি, ততই যেন কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি। কুশিরে! ভাই! যদি কখন কার' দাদা হ'তিস, তাহ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তিস্ যে, আজ সুদর্শনের মনের মধ্যে কি হ'য়ে যাচ্চে।

কুশধ্বজ। দাদা! আমার কি তা হ'চ্ছে না? আমার বুকে কি ঘা লাগ্‌ছে না? আমার প্রাণ কি পাথর দিয়ে গড়া? জন্মে অবধি যে মায়ের স্নেহ, পিতার যত্ন, দিদির আদর, দাদার ভালবাসা অকাতরে পেয়ে আস্‌ছে, আজ সেই পিতা-মাতা-দাদাকে ছেড়ে জন্মের মত বিদায় হ'চ্ছে, তার কি প্রাণ কাঁদ্‌ছে না? তার কি বুক্ ফেটে যাচ্ছে না?

সুদর্শন। কুশিরে! তুই মানুষ ন'স্, দেবতা। বুঝ্‌লেম, তুই আমাদের ন'স্, কেবল দুদিনের জন্য মায়ায় মোহিত ক'রে, চিরদিন "কুশী কুশী" ব'লে কাঁদাবার জন্য, স্বর্গের ফুল তুই, এই বনে এসে ফুটেছিলি। নতুবা তুই বালক হ'য়ে যে জ্ঞান লাভ ক'রেছিস্, পুত্র হ'য়ে যে পিতৃ-মাতৃস্নেহ ভুল্‌তে শিক্ষা ক'রেছিস্, ভাই হ'য়ে যে দাদার ভালবাসা বিসর্জ্জন দিতে অভ্যাস করেছিস্, তা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। কুশিরে! ভাইরে! বল্ প্রাণাধিক! বল জীবনসর্ব্বস্ব! তুই মানুষ হ'স্ আর দেবতাই হ'স্, যখন দাদা ব'লে ডেকেছিস্ যখন ভাই ব'লে দাদার কাছে এসেছিস্, তখন বল্ বল্, ভাই! আমাদের গতি কি হবে? আমাদের কি উপায় হ'বে? আমরা কেমন ক'রে তোর চাঁদমুখ না দেখে, তোকে কুশী ব'লে না ডেকে, এ পাপ প্রাণ ধারণ ক'র্‌ব? ভাইরে! তুই মুক্তপুরুষ। আমরা যে অজ্ঞান-মায়া-মোহে আচ্ছন্ন। সংসার-তরঙ্গে ভাসমান ক্ষুদ্র তৃণ। ভাল মন্দ বুঝি না। সদসৎ জানি না। দিক্ বিদিক্ চিনি না। আমাদের ব'লে যা দেবতা, আমাদের গতি কি হবে?

কুশধ্বজ। দাদা! দাদা! আমায় আজ ও কি কথা ব'ল্‌ছ? আমি যে তোমার পায়ের দাস!

সুদর্শন। তুই দাস? হাঁরে কুশি! তুই দাস? না আমরা তোর দাস? তোর পদ রেণু পাবার যোগ্যও যে আমরা নই ভাই!

কুশধ্বজ। (পদ ধারণ করিয়া) ও কি কথা দাদা! দাদা! আমার যে পাপ হবে। আমি যে তোমার প্রাণের ভাই। তুমি যে আমার প্রাণের দাদা। প্রাণের দাদা গো! প্রাণের ভাইকে পায়ে রাখ, আর দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন "হরি হরি" ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে, এ প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌তে পারি।

সুদর্শন। না, না কুশি! আমার যেন কেমন ঠেক্‌ছে। কেমন

যেন বোধ হ'চ্চে। আয় কুশি! বুকে আয়। বুক দুহাতে জড়িয়ে ধর্।

কুশধ্বজ। এই যে দাদা! তোমার বুক জড়িয়ে ধ'রেছি। (তথা করণ)

সুদর্শন। না, না, কে বলেরে কুশী আমার ভাই নয়? এই যে কুশী, আমার ভাই। আমি কুশীর দাদা। ডাক্ ডাক্ কুশি! উচ্চৈঃস্বরে দাদা ব'লে ডাক্।

কুশধ্বজ। দাদা! দাদা!

সুদর্শন। চল্, চল্ কুশি! এই ভাবে মায়ের কাছে যাই।

[ কুশীকে বুকে করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

### কুটীরের পার্শ্ব

মন্ত্রীসহ রঞ্জনের প্রবেশ

মন্ত্রী। কৈ রঞ্জন! আমার কল্যাণী কৈ?

রঞ্জন। এখানে কোথায় দেখ্‌তে পাবে? বিরহের জ্বালায় বনের ভিতর লুকিয়ে ছট্‌ফট্ ক'র্‌ছে। বাপ, মা, ভেয়েদের কাছে ত আর বিরহ দেখাতে পারে না? তাই লজ্জাবতী তোমার, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। বুঝ্‌তে পেরেছ?

মন্ত্রী। প্রাণটা এমন হুহু ক'র্‌ছে কেন?

রঞ্জন। তা আর ক'র্‌বে না? বিরহ-বহ্নির তেজ কি? সাগরের জল শুকিয়ে ফেলে, চাঁদের কিরণে আগুন জ্বেলে দেয়।

মন্ত্রী। এত কষ্ট যদি, তবে সে প্রণয়ে সুখ কি রঞ্জন!

রঞ্জন। সুখ কি ? তা মহাশয়ের প্রাণের কাছেই জিজ্ঞেস করুন না ? ষোল-আনা উত্তর পাবেন।

মন্ত্রী। আচ্ছা, সে ছোঁড়াটা ত এখনও এলো না। রাত্রিও ত অনেক হ'য়েছে।

রঞ্জন। না এসে কি বাঁচ্‌বার যো আছে ? ঠিক আস্‌বে। ছোঁড়াটা বেড়ে টন্‌কো আছে। ঐ, ঐ—আস্‌ছে। মায়ের কোলে শেষ বসা ব'সে নিচ্ছে। আসুন, আমরা একটু গা ঢাকা দি।

[ প্রস্থান।

কুশধ্বজকে কোলে করিয়া সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। এই যে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছি। কার সাধ্য যে, আমার বুক ভেঙ্গে বুকের মাণিক বের ক'রে নেয়।

কুশধ্বজ। মা ! বড় ঘুম পাচ্ছে ; আমায় কোলে ক'রে শোওনা।

সত্যবতী। ঘুমোও, ঘুমোও আমার যাদু ! ঘুমোও। এই শুক্‌নো পাতা পেতে দিয়েছি ; ঘুমোও আমার মাণিক।

কুশধ্বজ। ( স্বগতঃ ) মা কেমন পাগলের মত হ'য়ে প'ড়েছে। মা না ঘুমলে ত পালাতে পারব না। ( প্রকাশ্যে ) মা ! তুই ঘুমো, নইলে আমার ভাল ক'রে ঘুম হবে না।

সত্যবতী। তোকে আগে ঘুম পাড়াই। তুই শো।

কুশধ্বজ। ( স্বগতঃ ) আমি না ঘুমলে, মা ঘুমবে না। তবে আগে শুয়ে প'ড়ে ঘুমের ভাব ধ'রে থাকি। ( প্রকাশ্যে ) এই যে মা ! আমি শুলেম। ( শয়ন )

সত্যবতী। ( গাছের পাতা দিয়া বাতাস করিতে করিতে স্বগতঃ ) এই যে, যাদুর আমার চোখের পাতা জুড়ে আস্‌ছে। এখনি ঘুমবে আর ভয় নাই। আর রাক্ষসের কাছে কুশী আমার যেতে পার্‌বে না। পাগল ছেলে আমার, পাগলাম শিখেছে, এই ঘুমিয়ে পড়েছে।

এইবার আমিও শুই। বাবাকে বুকের মধ্যে ক'রে শুয়ে থাকি। ( তথা করণ ) কল্যাণী ছেড়ে গেল, লক্ষ্মী আমার দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'ল।

কুশধ্বজ। ( ধীরে ধীরে উঠিয়া ) এইবার মা ঘুমিয়েছে। নাক ডাক্‌ছে। এইবার পালাই। আর জন্মের মত মাকে শেষ ডাকা ডেকে নি। ও মা! মা গো! আমার জনমদুখিনী—কাঙ্গালিনী মাগো! আজ তোর হরিবোলা পাখী কুশী, তোর ভাঙ্গা বুকে কুঠার আঘাত ক'রে, জন্মের মত দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে পালাল। যখন তোর ঘুম ভাঙ্গবে তখন আর তোর কুশীর মুখ দেখ্‌তে পাবিনে। আমার তরে তখন কত কাঁদ্‌বি। কেঁদে কেঁদে তোর বুক ভেসে যাবে। মাগো! তাই ভাব্‌ছি, আর বুক ফেটে যাচ্ছে! হরি! দীননাথ! আমার মা রইল, আমার মাকে দেখো। আমার কাঙ্গালিনী মা যেন "কুশী কুশী" ব'লে প্রাণ দেয় না।

গীত

দেখো দেখো দয়াময়, ডাকিহে তোমায়,
মা যেন আমার মরে না প্রাণে।
যেন "কুশী কুশী" ব'লে, পাগলিনী হ'য়ে,
ঝাঁপ দেযনা মা, সাগর-জীবনে॥
( মা আমা ছাড়া কিছু জানেনা গো )
( আমি কাঙ্গাল মায়ের কাঙ্গাল ছেলে )
কুশী ব'লে ডাক্‌লে পরে, এসে দেখা দিও মারে,
তোমায় পেলে আমায় ভুলে যাবে, ( আর কাঁদবে না মা )
( তোমার মায়ায় ভুলে গিয়ে ) ( তোমার মুখে মা মা শুনে )
শুন হরি গুণমণি, মা আমার জনমদুখিনী,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ নয়নমণি,

( সঁপে চলিনু হরি ) ( এই জন্মের মত বিদায় কালে )
মরমের আশা আমার মরমে মিশাল,
আমার লীলা খেলার সাঙ্গ হ'ল, ( শৈশব জীবনে হরি )
( শুধু আসিলাম, আসিলাম ) ( অকালে জীবন দিতে )
( মিছে ভবে এসে কেঁদে গেলাম )
অকূলে ভাসায়ে তরী, অকূলে ডুবালাম,
( কিছু হ'ল না ) ( কেবল ধূলা খেলা খেলে গেলাম )
( কেবল জলের বুদ্বুদ্ জলে মিশ্‌লাম )
( কেবল বনে ফুটে ঝ'রে গেলাম )
অকূলে ভাসায়ে তরি অকূলে ডুবালাম।
মাগো বিদায় চরণে, আর ত জীবনে, পাবনা দেখিতে তোরে,
কোথা চ'লে যাব, আর না ফিরিব, দেখি তোরে আঁখি ভ'রে.
( মা, মা, আমার মাগো ) ( আমার মা ডাক ডাকা সারা হ'ল )
এখন বলি শ্রীহরি, গৃহ পরিহরি, রেখ, হরি শ্রীচরণে ॥
হরিবোল, হরিবোল, হিরবোল।

[ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

সত্যবতী ( ঘুমঘোরে ) আ—কি মধুর বোল বাবা! আবার বল্! চুপ ক'র্‌লি কেন? ভয় নাই, এই যে আমি কাছেই আছি। তুই প্রাণ ভ'রে হরিবুলি বল্। কৈ আমার হরিবোলা পাখি! হরিনামে অরুচি হ'ল কেন? ( জাগ্রত হইয়া ) এঁ্যা! কৈ? আমার কুশী কৈ? ( ব্যস্তভাবে উঠিয়া চারিদিকে ব্যাকুল ভাবে নিরীক্ষণ, উচ্চৈঃস্বরে ) কুশি! কুশি! হায়! হায়! আমার কপাল ভেঙ্গেছে বুঝি! ওগো তোমরা কে কোথায় আছ, কুশীকে আমার রাক্ষসের হাত হ'তে রক্ষা কর। ঐ, ঐ, ঐ কুশীকে নিয়ে যায়। [ প্রস্থান।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### বনপথ

বন্য দস্যুগণের প্রবেশ

গীত

খুব খবরদার, হও হুসিয়ার, খোলো তলোয়ার একদম্ সে।
রূপিয়া মিলূবে বহুৎ কিয়া, ফুর্তি উড়বো হরদম্ সে ॥
আচ্ছা শিকার মিলা হো,
সর্দ্দার। হিয়া পর সব খাড়া রহো,
( সসৈন্যে মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া )
সকলে। চুপরাও হারামজাত,
বাদ মৎ কর, বজ্জাত,
ঝড়াক্ করকে রূপিয়া ঢাল দে, নেই ত গর্দান লিব এক কোপ্সে ॥

[ উভয় দলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

কুশধ্বজ সহ রঞ্জনলালের প্রবেশ।

রঞ্জন। ওরে বাবা! আবার ডাকাতগুলো এসে জুট্‌লো কোথেকে? ওরে ছোঁড়া! বেরবার সময় বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিলি কি? তোরে নিয়ে যাত্রা ক'রেইত এই অযাত্রার ফলভোগ ক'র্‌তে হ'লো। তবে এ যাত্রায় গঙ্গা যাত্রার হাত হ'তে প্রাণটা বাঁচিয়েছি তাই রক্ষে; আক্কেল দিয়েছিল আর কি! ( স্বগতঃ ) ভাগ্যে বুদ্ধি জুগিয়েছিল! দূর থেকে দেখতে পেলেম, কালান্তক যমদূতেরা সব বিকট চীৎকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে, নাঙ্গা তলোয়ার ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে আমাদের সৈন্যগুলোর সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি তন্মুহূর্ত্তেই

ছোঁড়াটার হাত ধ'রে, জঙ্গলের ভেতর মস্তকটি প্রদান ক'রে প্রাণটা বাঁচালেম। বাবা! আমার হাতে লাখ টাকার তোড়া; আমাকে পেলে কি ছাড়্‌ত? এখন এখানে একটু অপেক্ষা করি, দেখি মন্ত্রী সশরীরে আগমন করেন ভাল, না করেন, আরও মঙ্গল; কেন না সেই টাকার তোড়াটা তাহ'লে সৎপাত্রেই থেকে যায়। দেখি, ভাগ্যদেব কিরূপ ব্যবস্থা করেন? কোথায় টাকা নিয়ে এলেম ছেলে কিন্‌ব ব'লে, তাত ছেলেটা মাগ্‌নাই মিলে গেল। টাকাটাও ক্রমে আমার হাতে এসে প'ড়্‌ল। মন্ত্রীর অবস্থাও শোচনীয় ব'লেই বোধ হ'চ্ছে। এই সব কারণেই, ভাগ্যদেবতার ব্যবস্থার ফলাফলটা অনেকটা যে বোঝা যাচ্ছে না, তা নয়। দেখি, শেষটা কি দাঁড়ায়। (টাকার তোড়া দেখিয়া) রূপচাঁদ সব! কিছুক্ষণ চুপচাপ ক'রে থাক, যেন ঝনাৎ ক'রে বেজে উঠনা। তোমাদের অমন মৃদু মধুর ধ্বনি যদি দস্যুদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহ'লে ধনে প্রাণে মারা যাব। হে গোলাকার চক্‌চ'কে পুঁটী মাছের মত পরম পদার্থ! দেখো যেন এই বিদেশ বিভুঁই বনের মধ্যে মহা অনর্থ বাধিও না।

কুশধ্বজ। মহাশয়! আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?

রঞ্জন। চুপ, কথা ক'স্‌নে। ঐ যেন কে আস্‌ছে, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে বুঝি! কোন দিকে পালাই? পথের দুধারেই যে কাঁটা বনের শ্রাদ্ধ। হায়! হায়! সব আশা বুঝি চুলোয় যায় রে।

ছিন্ন নাশা, ছিন্ন কর্ণ, ছিন্নাঙ্গুলি, রক্তাক্ত কলেবরে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। (নাকি সুরে) জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। ম'লেম, ম'লেম, কে আছ কোথায়? রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রঞ্জন। ওরে ভূত রে ভূত। রাম, রাম, রাম। আরে ছোঁড়া! রাম নাম কর। ঐ দেখ্ পাহাড়ে ভূত।

মন্ত্রী। (নাকি সুরে) কে? কে? রঞ্জন! রঞ্জন! ভাই!

রঞ্জন। এইরে, নাম অবধি জান্‌তে পেরেছে রে। তবে ত আমার সন্ধানেই এসেছে! ভূতের কি টাকার লোভ থাকে? রাম, রাম, ওরে ছোঁড়া! জোরে বল্, রাম, রাম, রাম।

কুশধ্বজ। রাম, রাম, রাম, রাম।

মন্ত্রী। (নাকি সুরে) রঞ্জন! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? দেখ দস্যু-করে আমার কি দুর্গতি হ'য়েছে। ও হো হো! কি যন্ত্রণা; সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছিনে।

রঞ্জন। এ কোন্ দেশী ভূত বাবা! রাম নামেও যে পালায় না। এককাজ করি, ওর সঙ্গে নাকিসুরে ভূতের মত কথা কই। তাহ'লে আমাকেও ভূত ব'লে ভাব্‌বে। (প্রকাশ্যে নাকিসুরে) কিহে ভূত! তুমি আমার অধিকারে এসেছ কেন? এ বন আমার। এখানে অপর ভূতের প্রবেশ নিষেধ।

মন্ত্রী। সময় পেয়ে তুমিও বিদ্রূপ ক'র্‌ছ ভাই!

রঞ্জন। দেখ বিদেশী ভূত। এখনি এখান থেকে দূর হও।

মন্ত্রী। ভাগ্যদোষে এখন আমি ভূতই বটে! কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমিই একজন সসাগরাধরার প্রধান মন্ত্রী ছিলেম। তুমি আমি এক পথেরই পথিক। তুমি আমি এক দিকেরই যাত্রী। কিন্তু দুঃখ রইল যে, এক যাত্রায় পৃথক ফল ফ'ল্‌ল।

রঞ্জন। এত মন্ত্রীই বটে। নাশা-কর্ণ-হীন, গলার স্বরের বিকৃতি, তাই ভূত মনে ক'রেছিলেম। যাক্, যখন এতক্ষণ চিন্তে পারি নাই, তখন আর চিন্‌তে গিয়েও কাজ নাই। পাপের ফলটা যে এত শীঘ্র ফ'লে যাবে, তা মনে করি নাই। দেখি, এখন জিজ্ঞেস্ ক'রে, কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা। বুঝি বা লাখটাকা হাত ছাড়া হয়। তোড়াটা বেশ ক'রে লুকিয়ে রাখি।

মন্ত্রী। টাকা লুকাচ্চ কেন রঞ্জন! আর টাকার লোভ নাই, কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন আর এ মুমূর্ষু হৃদয়ে স্থান পায় না। আর প্রয়াগরাজ্যে এ মুখ দেখাতে যাবনা, এখন এই নরকের চিতা বুকে ক'রে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে ছুটেছি, তুমি যাও, নিশ্চিন্ত মনে ধন রত্ন ভোগ করগে, এই শেষ দেখা। মহারাজকে এ মহাপাপীর দুরবস্থার কথা ব'ল, আর তাঁর সমস্ত সৈন্য দস্যু-করে হত, এ কথাও ব'ল, আর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, চল্লেম, জন্মের মত চল্লেম। [ প্রস্থান।

রঞ্জন। যাও জন্মের মত যাও, কিছুমাত্র আপত্তি নাই, চোখে সরসের তৈল দিলেও দুফোঁটা জল এ চোখ দিয়ে বেরবেনা, আর কি? ভাগ্যদেবতার লেখাপড়া ত বুঝ্‌তেই পারা গেল। ( তোড়া বাহির করিয়া ) রূপচাঁদ সব! তোমরা এখন কার? বল যে আগে ছিলেম, মহারাজের, তারপর ছিলেম মন্ত্রীর, এখন তোমার। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। চরণ-দ্বয়! এখন একবার প্রয়াগমুখে চ'ল্‌তে থাক। আয় আয় ছোঁড়া! কি অমন বাজপড়ার মত দাঁড়িয়ে রইলি যে? পা চালিয়ে দে। মরিস্ ত রাজবাড়ী গিয়ে—তারপর মর্‌বি। পথে মর্‌লে রাজার কাছ থেকে, কিছু আদায় করা হবে না। নে, নে চল্, চল্‌না রে! [ উভয়ের প্রস্থান।

---

## সপ্তম দৃশ্য

### প্রয়াগ-কারাগার

শৃঙ্খলাবদ্ধ সরলসিংহ আসীন

সরল। জানি না কেন সেই ঘাতুকের কর হ'তে এ দুঃসহ যন্ত্রণাময় জীবন রক্ষা ক'রলে ভগবান! এ জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা পতন হ'তে আর কত বাকী আছে? মৃত্যুর শীতল কর হ'তে যখন এ জীবনকুসুম স্খলিত হ'য়েছে, হায়! তখনি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন এখনও অনেক দূরে অবস্থান ক'র্‌ছে। জানিনা প্রহরি! তোমারই বা কি দশা ঘ'টেছে। তোমার উচ্চ হৃদয়ের উচ্চ আদর্শ দেখিয়েছ বটে, কিন্তু তোমার সে উচ্চতা, সে মহানুভবতা, এ নরাধম সরলসিংহের পক্ষে, ইষ্টের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্টের সঞ্চার ক'রে দিয়েছে। আমার এ জীবন্ত দেহে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর ভীষণ যন্ত্রণার সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে। প্রতিপলে প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছি। কেন মৃত্যু! তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এ মুমূর্ষুর প্রতি পতিত হ'চ্চেনা? কত জনক জননীর হৃদয়-বৃন্তের সোহাগ-কুসুম পুত্রকে প্রতি মুহূর্ত্তে বৃন্তচ্যুত ক'রে, তাদের মর্ম্মান্তিক হাহাকার ধ্বনিতে সংসার নিয়ত প্রতিধ্বনিত কর্‌ছে, কিন্তু রে অসমদর্শী মৃত্যু! যার দাঁড়াবার স্থান নাই, জুড়াবার সান্ত্বনা নাই, জীবনে সুখ নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, নিয়ত মৃত্যু! তোর কোলে শয়ন ক'র্‌বার জন্য লালায়িত, তার প্রতি তুই ভ্রমেও দৃষ্টিপাত ক'রিস্‌নে? আর পারিনে, আর এ অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে থাক্‌তে পারিনে। করদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ, নতুবা আত্মহত্যা ক'রে, এ অন্ধকার হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্‌তেম।

উন্মত্ত যযাতিসহ প্রহরীর প্রবেশ

যযাতি। (প্রবেশ পথ হইতে) কৈ? কোথায় প্রহরি! আমার সরলসিংহ কোথায়?

প্রহরী। ঐ সম্মুখেই অন্ধকারময় কারাগার, ঐ কারাগারেই সেনাপতি বদ্ধ আছেন।

যযাতি। সত্য ক'রে বল্ প্রহরি! সরল আমার বেঁচে আছে কি না?

প্রহরী। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, যেদিন তাকে ঘাতুকের কর হ'তে উদ্ধার ক'রে, প্রাণ-ভয়ে প্রাণ ল'য়ে পলায়ন ক'রেছিলেম, সেই দিন হ'তে আর আমি সেনাপতি মহাশয়ের কোন সংবাদ রাখিনা।

যযাতি। পাগল তুমি, তাই প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রেছিলে, নতুবা জান্‌তে পেতে প্রহরি! সেনাপতি প্রাণ রক্ষা ক'রে, আমার যে সন্তোষ সাধন ক'রেছ, তাতে আমার সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য তোমাকে প্রদান ক'র্‌লেও তার প্রতিদান হয় না।

প্রহরী। (কর যোড়ে) ভারতেশ্বর! আমি হীন জাতি, তাই প্রাণের ভয়ে পলায়ন ক'রেছিলেম সত্য, কিন্তু থাক্‌তে পারি নাই। সেনাপতি মহাশয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ ক'রে, তাই আবার মহারাজের কাছে ছুটে এসেছি।

যযাতি। বেশ ক'রেছ, নতুবা জান্‌তে পেতেম না, পাপিষ্ঠ মন্ত্রী এবং রঞ্জনের চক্রান্তে সরলপ্রাণ সরল আমার, কারাগৃহে বদ্ধ হ'য়েছে। প্রহরি! এ উপকারের পুরস্কার তোমায় দিতে, যযাতি কিছুমাত্র বিস্মৃত হবে না। এখন কারাগৃহে চল।

প্রহরী। এই যে এই পথে আসুন! (সেনাপতির নিকট উভয়ের গমন)

যযাতি। সেনাপতি! সেনাপতি!

সরল। মহারাজ! মহারাজ!

যযাতি। এই যে সরলের কণ্ঠস্বর। জ্বাল প্রহরি! আলোক জ্বাল।

( প্রহরীর তথাকরণ )

যযাতি। কার করে কঠিন শৃঙ্খল? আমি স্বহস্তে মোচন করি।

( তথাকরণ )

সরল। আবার জীবনে ঐ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাব ব'লেই বুঝি জীবিত ছিলেম! মহারাজ! মহারাজ! ( পদতলে পতন )

যযাতি। উঠ উঠ প্রাণাধিক, ক্ষমা কর মোরে। ( উত্তোলন )
পাপচক্রে জ্ঞানহারা হ'য়েছিনু আমি,
ভাল মন্দ পারিনি বুঝিতে।
সদসৎ পারিনি ভাবিতে।
তাইরে হেন দশা তব ঘ'টেছে সরল!
অনুতাপে এবে,
জ্বলিছে হৃদয় মম।
শত শত বৃশ্চিক দংশনে,
জর্জ্জরিত হ'তেছে হৃদয়।
ক্ষম মোর শত অপরাধ! ( আলিঙ্গন )

[ সরলসিংহের হস্ত ধরিয়া প্রহরী সহ প্রস্থান।

## অষ্টম দৃশ্য

### প্রয়াগ—পুষ্করিণীঘাট

কলসী-কক্ষে লীলাবতীর প্রবেশ

লীলাবতী। ( স্বগতঃ ) যা কখন সাত জন্মে কেউ শুনেনি, তাই এতদিনে শুন্‌লেম। মাগো! মনে ক'র্‌লে গা শিউরে উঠে। মানুষ কেটে যজ্ঞি! এঁ্যা, ভাগ্যে খোকার আমার বয়স সাতবৎসর, আর

এক বছর পেরুলেই আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছিল আর কি। কর্ত্তার কাছে জিজ্ঞেস ক'র্লেম, হাঁগা! নরমেধ যজ্ঞি আবার কিগো? কর্ত্তা ত পুঁথি পাতড়া উলোট পালট ক'রে ব'ল্লেন যে, না গিন্নি! কোন শাস্তরেই নরমেধের কথা লেখে না। কর্ত্তা ত আর আমার যেমন তেমন পণ্ডিত নয়, গোড়ামায়ের পুজো দিয়ে আজ দশ বছর হ'ল টোল খুলেছেন। ওমা! তবে এ নূতন যজ্ঞি কোথেকে এলো গা।

কলসী কক্ষে বিলাসবতীর প্রবেশ

বিলাসবতী। (স্বগতঃ) যাই, শিগ্গির ক'রে গা ধুয়ে জল নিয়ে যাই। সোনার বাছাকে আমার দিন রাত ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রাখ্তে হ'চে। যে ছেলে ধরার হিড়িক, কি জানি কোন্ দিক দিয়ে কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। পোড়ার মুখোকে কত ক'রে ব'ল্লেম, ওগো! এ বছর কাল শুদ্ধ নাই, পৈতে দিও না, আস্ছে বছর বেশ ভাল ক'রে, দুপয়সা খরচ ক'রে, বাছার আমার পৈতে দিও। তা পোড়ারমুখো মিন্সের সবুর সইল না। ওমনি কোনরূপে ঘি পুড়িয়ে বাছার গলায় সুতো পরিয়ে দিলে। এখন সেই পৈতের তরেই বাছুর আমার প্রাণ ল'য়ে টানাটানি। রাজার হুকুম, পৈতেওলা আট বছুরে ছেলে চাই, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মার্বে। ওমা! এমন সর্ব্বনেশে কথা ত কস্মিন্ কালেও শুনিনি।

লীলাবতী। এই যে বিলাস দিদি যে? মুখখানা তোর শুক্নো শুক্নো কেন গা?

বিলাসবতী। আর দিদি! ম'লেই বাঁচি। জ্বরে জ্বরে ম'রে গেলেম। তুই বেশ ভাল আছিস্ ত লীলা!

কলসী কক্ষে বিভাবতীর প্রবেশ

বিভাবতী। এই যে লীলা দিদি, বিলাস দিদি, তোরাও এসেছিস্? রাজবাড়ীতে নাকি নরবলি হবে?

লীলাবতী। বলি বলি ক'বে, আমিও ঐ কথা ব'ল্‌ত যাচ্ছিলেম, বিভা! তাহ'লে তুইও শুনিছিস্‌?

বিভাবতী। তুই ব'লিস্‌নে কারে দিদি! বাড়ীতে শ্বশুরের সঙ্গে কর্ত্তার আজ ঐ কথাই চুপি চুপি হ'চ্ছিল, আমি আড়াল থেকে আড়িপেতে সব শুন্‌তে পেয়েছি, শুনে যেন বুকের মধ্যে কেমন দুর দুর ক'রে উঠ্‌ল।

বিলাসবতী। কবে যজ্ঞি হবে ভাই!

লীলাবতী। পরশু দিন।

বিভাবতী। আবার রাজা নাকি ক্ষেপার মত হ'য়ে গেছে?

বিলাসবতী। সর্ব্বনাশ! ও কথা ব'লিস্‌নে, রাজা নইলে যে রাজ্যে অরাজক হবে।

বিভাবতী। রাজার বাপকে যে ভূতে পেয়েছে, তাই জন্যেই ত এই মানুষ মারা যজ্ঞি ক'রেছে।

লীলাবতী। কর্ত্তাত ব'ল্লেন যে, রাজার ঘাড়ে ভূত চেপেছে, তাই এই ভীমরতি ধ'রেছে।

বিভাবতী। কি জানি বাপু! রাজারাজড়ার কাণ্ড।

কলসী কক্ষে কালামুখীর প্রবেশ

কালামুখী। (প্রবেশ পথ হইতে) মর্‌, মর্‌। আঁটকুড়ীর বেটারা মর, পোড়া যম তোদের চোখেও দেখেনারে? ঘর থেকে বের হ'লেই, ফিঙ্গের মত খোচকে ছোঁড়াগুলো পেছুলাগে! কালামুখী, কালামুখী, পোড়ারমুখীর ব্যাটারা ম'র্‌তে জায়গা পায় না! রাজবাড়ীতে এত নরবলি হবে, তা ভাইখাকীর ব্যাটারা তোদের খুঁজে পায় না! দেশে এত মহামারী, এত দুর্ভিক্ষ, তা তোদের সাড়া পায় না র‍্যা পোড়ারমুখোরা!

লীলাবতী। ঐলো? কালামুখী আস্‌ছে, চল্ চল্ জল নিয়ে পালাই।

বিভাবতী। সত্যি না? ও যে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করে। চ, চ, পালাই।

কালামুখী। (নিকটে আসিয়া) ঐ দেখ ছেঁদালে মাগী গুলো আমায় দেখে যেন, বাজেপোড়া মুখ হ'য়ে গেছে। কেনলা? আমি কি তোদের বুকে হাঁড়ি ভেঙ্গেছি? না তোদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি! আ মব্ ভাতারখাকীদের রকম দেখ। মুখ যেন স্থচ দিয়ে সেলাই ক'রে রেখেছে। ওলো হাড় হাবাতের বেটিরা! তোদের মড়া মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে, তোদের কি ক'লজে চিরে দিয়েছি যে, কথা ক'ইতে পার্‌ছিস্‌নে?

লীলাবতী। এমন লোকের সঙ্গে পেরে উঠা যায় কেমন ক'রে বল দেখি?

কালামুখী। ক্যানে লা? আমি কি তোদের কোন পিবিতের পরেশ পাথর ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো ক'রে দিয়েছি যে, আমায় দেখ্‌লে দাঁত মুখ খিলে যায়?

বিভাবতী। সাধে কি সবাই তোমায় কালামুখী বলে?

কালামুখী। ওলো আমার চোখ টাটানি চাল্‌তামুখি, গরব আর গায়ে ধরে না, তাই গড়িয়ে গড়িয়ে প'ড়ে যায়।

বিলাসবতী। পায়ে পড়ি ক্ষমা দাও।

কালামুখী। ও আমার শুক্‌নো কাঠ! কাঠবেরালীর মত অত লাফ ঝাঁপ কিসের লা? বোকা ভাতারের মুখে কালী দিয়ে কুল টলিয়ে বেড়াচ্ছিস্, তা বুঝি জানি না? ঘোম্‌টার ভেতর থেকে খেমটা নাচ, তা কি আর কারু জান্‌তে বাকী আছে লা?

লীলাবতী। চল্‌লো আমরা পালাই।

কালামুখী। তা পালাবি বই কি? নইলে যে লীলাখেলা সব জাহির হ'য়ে পড়ে।

বিভাবতী। পড়ে ত প'ড়ুক, তাতে তোর কিলা কালামুখি! আয় আয় সব স'রে যাই।

[ লীলাবতী, বিলাসবতী ও বিভাবতীর প্রস্থান।

কালামুখী। সোহাগে আর বাঁচে না। রসে যেন ডগমগ। মরগে যা, ভাতার পুত খাকীর বেটারা! মর্গে যা। জালামুখী, আবার আমায় কালামুখী ব'লে গেল। এই মুখেই কত মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি, এই চাউনিতেই কত জনকে পাগল ক'রে দিয়েছি, এই হাসিতেই কত মিন্‌সের গলায় ফাঁসি প'রিয়ে দিয়েছি, তবু পোড়ারমুখীরা বলে কিনা আমি কালামুখী! একি শুনে বরদাস্ত হয় গা? যাই, যাই দেখি সোনামুখীর বেটীদের মুখে নুড়ো জেলে দিগে।

[ প্রস্থান।

---

## নবম দৃশ্য

### বনপথ

*সন্তপ্ত হৃদয়ে সুদেবশর্ম্মার প্রবেশ*

সুদেব। এখনও বেঁচে আছি! বজ্রাহত-শাখা-পল্লবহীন শাল্মলীতরুর ন্যায়, বজ্র পতনের সাক্ষ্য দিতে এখনও মস্তক উত্তোলন ক'রে দাঁড়িয়ে আছি! সদ্য দগ্ধাবশিষ্ট চিতাকাষ্ঠের ন্যায় শ্মশানক্ষেত্রের অস্তিত্ব নিরূপণ ক'র্‌তে এখনও ব'সে আছি! এ বজ্রাস্থির অস্তিত্ব কিছুতেই বিলুপ্ত হবার নয়, যুগ যুগান্তর গত হবে, কত মন্বন্তরের অভ্যুত্থান হবে, কতবার এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় সাধন হবে, কত মহাপ্রলয়ের প্রবল প্লাবনে, জগৎ প্লাবিত হবে, তবু এ বজ্রাস্থি চূর্ণ হবেনা, তবুও এ অক্ষয় মেরুদণ্ডের ধ্বংস হবেনা। যদি কেহ রুদ্রমূর্ত্তি রাক্ষসের কল্পনা ক'রে থাক, তবে দেখ, এই সেই রাক্ষস—

নিজের পুত্র, কন্যা, পত্নী সকল গ্রাস ক'রে, বিকট বদন ব্যাদান পূর্ব্বক তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যদি কেহ অগস্ত্যমুনির গণ্ডূষে সাগরবারি নিঃশেষ করণের কাহিনী পাঠ ক'রে থাক তবে দেখ, এই দেখ সেই সাগরবিশোষক অগস্ত্য, তোমার সম্মুখে স্বীয় ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর উন্মুক্ত ক'রে বর্ত্তমান! প্রাণের মমতা থাকে ত প্রাণ নিয়ে সব পলায়ন কর। কেউ কাছে এস না। যারা আমায় বুঝতে পেরেছে, যারা আমায় চিনতে পেরেছে, যারা আমার আঘাত বুক পেতে সহ্য ক'রেছে, তারা সব একে একে চ'লে গেছে। সব গেছে, আর কেউ নাই, এই রাক্ষস পিশাচের আমার ব'লতে এ জগতে আর কেউ নাই। ঐ—যে, ঐ—যে, কল্যাণী আমার চির শান্তির শীতল সরোবরে সন্তরণ ক'রে, তাপ-দগ্ধ প্রাণ সুশীতল ক'রছে। ঐ—যে, ঐ—যে, আমার প্রাণাধিক কুশধ্বজ শান্তিময় নারায়ণের সুশীতল অঙ্কে ব'সে, তপ্ত প্রাণের প্রবল সন্তাপ নিবারণ ক'রছে। ঐ—যে, ঐ—যে, পতিব্রতা সতী সত্যবতী আমার, কন্যা পুত্র ল'য়ে পরমসুখে কালাতিপাত ক'রছে। আর ঐ—যে, ঐ—যে, আমার সুদর্শন, নিরঞ্জন, বিমল আনন্দে বিভোল হ'য়ে অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। র'য়েছি কেবল আমি। ঘোর শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা বক্ষে ক'রে রয়েছি কেবল আমি? প্রাণের প্রতিমা সকল বিসর্জ্জন দিয়ে, বিজয়াদশমীর বিষাদ-অবসাদ হৃদয়ে ক'রে, শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ পাহারা দিতে, প'ড়ে র'য়েছি কেবল আমি। আমার এ বিজয়া দশমীর আর বুঝি অবসান হবেনা, আমার ভাগ্যে আর বুঝি সেই সপ্তমীর সুখ উষা কখনো দেখা দেবে না। এখন কোথায় যাব? কোন দিকে যাব? লক্ষ্য-হারা দিক্-হারা পথিক আমি, কোন পথে যাব? ঐ যজ্ঞ-বহ্নি লক্ লক্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ছে। ঐ কুশধ্বজ আমার "হরি হরি" ব'লে সেই জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলে।

ঐ—ঐ পাগলিনী সত্যবতী আমার কুশধ্বজের সঙ্গে সঙ্গে, প্রবল পাবকে পতঙ্গের ন্যায় ভস্ম হ'য়ে গেল। হায়, হায়! হায়! যাব, যাব, আমিও যাব, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

গীত

হায়রে কি করি উপায়, এত দিনে সব গেলরে।
পাবকে পতঙ্গ সম, ভস্ম বুঝি হইল রে॥
কি ফল বিফল জীবনে. ত্যজিবে প্রাণ হুতাশনে,
জীবন ধারণ যে কারণে, আজ জন্মের মত ফুরাল রে॥

[ বেগে প্রস্থান।

---

# ষষ্ঠ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### প্রয়াগ-পণ্ডিতসভা

নানাদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রবেশ এবং উপবেশন

রাজ-দ্বার-পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিতগণ। (দ্বারপণ্ডিতকে দেখিয়া) আগচ্ছতু, আগচ্ছতু ভবান্! স্বাগতং? স্বাগতং? কপালং কপালং কপালং মূলম্।

বঙ্গপণ্ডিত। হ্যাত, হ'ত্যাই কইছেন, বাগ্য ছারা আর কি? "বাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং" স্বযং কমলাদেবী আপনকার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত ক'র্ছেন। আপনার তুল্য বাগ্যবান্ পুরুষ আর কেডা আছে? আপনিই মহারাজার দক্ষিণ অস্ত। কি কন্ বাক্যচঞ্চু? (অন্যান্য সকলের হাস্য) আ—আস্য করেন ক্যান্? আস্য করেন্ ক্যান্? মুই ত হ'ত্য কথা কইছি. কি কন্?

দ্বারপণ্ডিত। মহাশয়রা সকলেই জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত, আপনাদের শুভাগমনে মহারাজ কৃতার্থ হ'য়েছেন। এখন সকলে মহারাজের শুভ কামনা করুন।

সকল পণ্ডিত। অবশ্য অবশ্য।

বঙ্গপণ্ডিত। (দ্বার পণ্ডিতের প্রতি) এট্টু নস্য লইবেন? লন্ লন্, বাল নস্য, নাসিকার রন্ধ্র পরিষ্কার অইবে। (দ্বার পণ্ডিতে নস্য গ্রহণ) কেমন? বাল ঠ্যাক্ছেনা? মোর গো বঙ্গদেশে উত্তম নস্য প্রস্তুত অয়।

দ্বার পণ্ডিত। এখন সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, মহারাজের নরমেধ যজ্ঞ যাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিপূর্ণ হয়।

বঙ্গপণ্ডিত। তা অইব, অইব, তবে কিনা—"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"। হুভ কামে বহু বিঘ্ন অইয়ে থাকে, তার জন্য চিন্তা করার কারণ দেহিনা।

দ্বারপণ্ডিত। তবে মহাশয়েরা এখন শাস্ত্রালাপ করুন, আমি কার্য্যান্তরে গমন করি, যথা সময়ে মহাশয়েরা বিদায় প্রাপ্ত হবেন।

বঙ্গপণ্ডিত। তা যাউন, কিন্তু মোর প্রতি মহাশয়ের এট্টু যেন কৃপাবারি বর্ষণ অয়। আমি বহুদুব দেশান্তর অইতে আগমন ক'র্‌ছি, মোর লগে পঠনীব আছে, আর একজন বৃত্যও আছে, হ, হেইটের কথা যেন মহাশয়ের শরণ থাহে। আর কি কইমু?

[ দ্বারপণ্ডিতের প্রস্থান।

বিদ্যা-ভুড়ভুড়ি। তবে আসুন আমরা শাস্ত্রালোচনা করি, আমি প্রথম পূর্ব্ব পক্ষ করি, উত্তর দিতে যিনি প্রস্তুত হন, বলুন।

সকলে। অহং, অহং অহং।

বাক্যচঞ্চু। আমি স্বয়ং বাক্যচঞ্চু সভাতে উপস্থিত থাকৃতে, আবার অন্য কে কথা কইতে পারে? সর্ব্বশাস্ত্র আমার রসনাগ্রে বিরাজমান।

বঙ্গ-পণ্ডিত। এ্যা—কি কইছেন্? আপনি কন্‌কার কেডা? মহাশয়েরে চেনে কেডা? আমি বিদ্যা-দিগ্‌গজ সভায় থাকৃতি, আবার এত বড় কথা কইবার পারে, এমন পণ্ডিত তো চক্ষুতে অদ্যাবধি দর্শন করিনেই, বুলি শাস্ত্র কেমন, তা নি কহনো চক্ষুগোচব ক'রিছ?

বিদ্যা-ভুড়ভুড়ি। দিগ্‌গজ মহাশয় যে একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌লেন, অত ক্রোধ করেন কেন? "নহি ক্রোধাৎ পরোরিপুঃ"।

বঙ্গ-পণ্ডিত। ওঃ—এককালে ভারি বচন্ ঝাড়্ছেন? জানেন ত এক এক জন অশ্বডিম্ব।

বাক্যচঞ্চু। কৈশ্ভিদ খেয়ে খেয়ে, মহাশয়ের মুখে দেখ্‌ছি ডিম্ব লেগেই র'য়েছে।

বঙ্গ-পণ্ডিত। হোন্‌ছেন্ নি মশায়রা! বেল্লিকের কথা? মূর্খস্থ লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা দিবার পার্‌লে তবে গে আক্কেল হয়। (ক্রোধে কম্পন)

বিদ্যাভুড়ভুড়ি। মস্তকে কি তৈল জলের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে?

বঙ্গ-পণ্ডিত। (সক্রোধে) ক্যান্ মুইকি উন্মাদরোগগ্রস্ত অইছি? কি কইমু, থাকৃত যদি মাণিকাধন এহানে, তাণি বিদ্যাবুড়বুড়ির বুড়িডে গাইলে ক্যালত। হগ্‌গলে অমন ক্ষিপ্ত কুত্তার মত ক্যান্ ক্যান্ ক'ইরে চাইছস্ ক্যান্!

বাক্যচঞ্চু। ভায়ার যেরূপ গতিক, তাতে আতঙ্ক হ'চ্ছে, পাছে দশন-সন্দংশন না করো। কেন না শাস্ত্রে ব'লেছে "নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্র পাণীনাং বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"।

বঙ্গ-পণ্ডিত। (সক্রোধে টিকী ঝাড়া দিতে দিতে) কি, কৈছোস্ ভণ্ডবেটা? মোরে জন্তুর সঙ্গে তুলনা ক'র্‌ছিস্? এ্যা, মুই বিদ্যা-দিগ্‌গজ, আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং, মোর নাম না শোনছে কেডারে?

বিদ্যাভুড়ভুড়ি। এই যে দিগ্‌গজ ভায়া! তোমার নামেতে জন্তুত্ব বিদ্যমান র'য়েছে।

বঙ্গ-পণ্ডিত। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া) তুমি এট্টি, পাড্‌ডা। বিচারে লাগত দেহি কেমন সব, বাক্যচঞ্চু, বিদ্যা-বুড়বুড়ি, ফুৎকারে উড়াইয়েদিমু। "গণ্ডূষ জল মাত্রেণ শফরী ফর্ ফরায়তে", পুড্‌ডী মাছের ছাও এট্টি বিন্দু জল পাইলেই লাফাতে থাহেন, হ! কও দেহি, কন্যার সম্প্রদান কালে পিণ্ডিদানের ব্যবস্থা কিরূপ অইব? এই পূর্ব্বপক্ষ একবার বিক্রমপুরের রামরাম আচার্য্যের বার্য্যার শ্রাদ্ধ কালে, মুই উত্থাপন করছিলাম, এককালে হগ্‌গল পণ্ডিতের মুখে সিক্কা মাইরে,

হোলআনা বিদায় লইছিলাম। হেই অবধি এ বিদ্যা দিগ্‌গজের হোল আনা বিদায় হর্বক্ত্রে অ'য়ে আস্‌তিছে।

বাক্যচঞ্চু। দিগ্‌গজ ভায়ার এ পূর্ব্বপক্ষ খট্ট পুরাণ থেকে সংগ্রহ করা বুঝি। [ সকলের হাস্য।

বঙ্গ-পণ্ডিত। এককালে যে আশ্চ কইরে যে হব, মারা যাওনের উপক্রম! বায্য কারের বায্য গ্রন্থের ম'ধ্যে এই পূর্ব্ব পক্ষ ধর্‌ছেন।

বিদ্যা-ভুড়ভুড়ি। আমি ত মনে করছিলেম যে, বুঝি মনসার পাঁচালীতে এই পূর্ব্ব পক্ষ লেখা আছে। তাই দুধ কলার ব্যবস্থাদেব ব'লে স্থির ক'রেছি।

বঙ্গ-পণ্ডিত। এ নাস্তিকটে কয় কি?

বিদ্যা-ভুড়ভুড়ি। বহবা, আমি আস্তিক মুনির মাতার কথা পর্য্যন্ত ব'লে ফেল্লাম, আর আমি হ'লেম নাস্তিক? আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকীস্তথা জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে" গরুড় গরুড়। বচন পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ, তবু ও আমি নাস্তিক?

বঙ্গ-পণ্ডিত। মনসার পাঁচালীর মধ্যে পিণ্ডদান? এ ষণ্ড কয় কি?

বাক্যচঞ্চু। ভায়ার যদি কন্যার শুভ বিবাহের মধ্যে পিণ্ডদানরূপ প্রেত-ক্রিয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হ'তে পারে; তবে আর ভুড়ভুড়ি মহাশয়ের মনসার ভাসানে পিণ্ডদান থাক্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

( সকলের হাস্য )

বঙ্গ-পণ্ডিত। ( সক্রোধে ) আবার হাস্য? এমন সভাতে দিগ্‌গজশর্ম্মা থাহেন্না। ( গমনোদ্যম )

সকলে। ( ধরিয়া ) আরে বসুন বসুন, কোথায় যান?

বঙ্গ-পণ্ডিত। না, কিছুতেই বসমু না।

বাক্যচঞ্চু। সিধে পত্র আস্‌বার সময় হ'ল যে?

বঙ্গ-পণ্ডিত। বাল কথা মনে ক'ইরে দেছো। হিদে পত্রডা বাদ কইরে

দেখে শুনে লইতে অইব। বায়া দেখ্‌ছি আমার পরম বান্ধব। বৃদ্ধের কথায় ক্রোধ ক'রনা বায়া! তা বায়া! তোমাগোর বাড়ী যহন এই দেশে, তখন রাজবাড়ীর হগ্‌গল খবরই কৃইবার পার, বাল, এই নরমেধ যজ্ঞত অইব, এহন হত্য কইরে কও দেহি বায়া! সে যজ্ঞতে বলিদান অইব কার?

বাক্যচঞ্চু। শুনেছি ত, পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন সুব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত, যিনি সর্ব্বত্র ষোল আনা বিদায় গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাঁকেই বলিরূপে যজ্ঞে আহুতি প্রদান হবে।

বঙ্গ-পণ্ডিত। এ্যাঁ এ্যাঁ কওকি।

বাক্যচঞ্চু। যা শুনেছি তাই ব'ল্লেম।

বঙ্গ-পণ্ডিত। ওরে হর্ব্বনাশ অইতে আমারি অইলরে, ওরে আমি ক্যান আইলাম? স্ত্রী পুত্র কন্যা ছাইরে, আমি ক্যান্ এদেশান্তরে আইলাম? বার্য্যা আমার বড় হক্ কইরে আছেবে, তার হোনার চুড়ি বুঝি অইল নারে। (রোদন) (সকলের হাস্য)

বঙ্গ-পণ্ডিত। বাক্যচঞ্চু বাই! তোমায় আত জরাইয়ে দর্‌ছি, আমার পরাণডা যাতে থাহে তাই কর, আমি মরলি ব্রাহ্মণী আমার থান পরবে, হেতু মুই সইতে পারমুনা রে?

বাক্যচঞ্চু। কি ক'রবো ভায়া! মহারাজের ইচ্ছার উপর ত আমাদের কোন হাত নাই।

বঙ্গপণ্ডিত। দোহাই ধর্ম্ম! আমি মিছে কথা কইছি, আমার হপ্তম পুরুষের ম'দ্দেও কেউ ব্রাহ্মণ না। লুচির লোভে মুচির বারীতে বোজন ক'র্‌ছি। মোর জাত নাই, আমি বেজাত, এই ছাহ হগ্‌গলে! গলার পৈতা, এহনি ছিরে ফেলাই। (পৈতা ছিড়িবার উপক্রম)

বিদ্যা ভুড়ভুড়ি। (বাধা দিয়া) ওকি ওকি করকি ভায়া।

বঙ্গপণ্ডিত। ছার, ছার, ছিরে ফেল্লি, এই পৈতার জন্যেই আমার হর্ব্বনাশ।

বাক্যচঞ্চু। একবার যখন সভাস্থলে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়েছ, তখন আর পৈতা ছিঁড়লেই কি কেউ বিশ্বাস ক'র্‌বে।

বঙ্গপণ্ডিত। (স্বগতঃ) মার্‌ছেরে এক্‌কালে মান্‌ছে। আর রক্ষা পাওনের উপায় নেই। আর আমার ব্রাহ্মণীর উল্‌কি নাকে বদন চন্দ্রিমার মিষ্ট আস্য দর্শন ক'র্‌তে বুঝি পার্‌লাম না। কি করমু? কনে যামু? যা থাহে বর্‌গে দৌরমারি!

[ বেগে প্রস্থান পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধর ধর করিতে করিতে অন্যান্য পণ্ডিতের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### ( বনপথ )

সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। হায়! কি যেন কি হ'য়ে গেল!
সাজান বাগান ছিল,—
কোথা হ'তে যেন প্রমত্ত মাতঙ্গ পশি,
পদতলে বিদলিত করি,
সমভূমি ক'রে দিয়ে গেল;
হায়! কি জানি কি হয়ে গেল!
একটী তরুতে, নানা পাখী মিলি,
ছিল আসি নিশা-সমাগমে;
কিন্তু হায়! নিশা-অবসানে,

উষাগমে পুনঃ তরুশূন্য করি,
সব পাখী যেন কোথা উড়ে গেল ;
হায় ! কি যেন কি হ'য়ে গেল !
ক্ষুদ্র তৃণরাজি ;
কোথা হ'তে কালস্রোতে—
ভাসিতে ভাসিতে আসি,
একসঙ্গে মিলে ছিল ;
সহসা এক তরঙ্গ আঘাতে,
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ;
কাল স্রোতে যেন,
কোথা ভেসে গেল ;
হায় ! কি যেন কি হ'য়ে গেল !
জানিনা কোথায় তারা ;
পিতা, মাতা, কুশী, নিরঞ্জন ;
কেবা কোন্ পথে কোথা চ'লে গেছে ?
আমি বা কোথায় ? কোথায় চলিছি ?
লক্ষ্যহারা দিক্‌হারা আত্মহারা হ'য়ে,
হাহাকার বুকে ক'রে,
অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে,
ছুটিয়াছি পাগলের পারা,
জানিনা কোথায় তারা।
আর কিরে ফিরে দেখা পাব ?
কুশী-হারা অন্ধ পিতামাতা,
কুশী কুশী ব'লে হয়ত বা,
গভীর জলধিজলে জীবন দিয়েছে।

প্রাণাধিক কুশী ভাই হয়ত এখন্,
যজ্ঞ-বহ্নি মাঝে,
ঝাঁপ দেছে হরি হরি ব'লে।
কুশীরে! হরিবোলা-পাখীরে আমার!
হরিনামে পরিণামে এই হ'ল ফল?
বলিতিস্ কত!
"দাদা গো! হরি বড় দয়ার সাগর"।
হারে ভাই!
এই কিরে দয়ার পরীক্ষা!
কেন শিখেছিলি ভাই হরিবুলি তুই!
হরি বুলি ব'লে, শৈশবে হারালি প্রাণ!
আর না যুড়াব প্রাণ তোর মুখে দাদা ডাক শুনি।
"দাদা! দাদা!"
কি মধুর ডাক মরি!
কত মধু ঢালা তাতে কুশীর অধরে।
এত মিষ্ট দাদা ডাক কে পারে ডাকিতে?
কুশি! কুশি! কোথা তুই?
ছুটে আয় ভাই!
প্রাণ ভরা দাদা ব'লে,
গলা ধ'রে তেমনি ক'রে,
থাক্ কুশী দাদার বুকেতে!

আজ তিনদিন ধ'রে কত বন ঘুর্‌লেম, কই কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না। আর এমনি ক'রে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে কি ফল হবে? তার চেয়ে প্রয়াগ-রাজধানী মুখো যাই, সেখানে গেলে যদি কুশীর মুখখানা দেখতে পাই। [প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### ( বনপথ )

দগ্ধকাষ্ঠ বক্ষে পাগলিনী সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। ( হাতে তালি দিতে দিতে ) বেশ ক'রেছি, বেশ ক'রেছি, ক্ষিদে পেয়েছিল, খেয়ে ফেলেচি, কত বছর ধ'রে না খেয়ে ছিলেম। ক্ষিধের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়িয়েছি। কৈ? কেউ ত ডেকে আমায় দুটো খেতেদিস্‌ নাই। তবে তোরা অমন ক'র্‌ছিস কেন লা? মরণ দেখো সব, আপন ছেলে কোলে ক'রে, আমায় দেখে ভয়ে ভয়ে সব ঘর বাড়ী ফেলে পালাচ্ছে। পাছে আমি ওদের ছেলেগুলো খেয়ে ফেলি। হ্যাঁ লা! তোদের ছেলে খেতে যাব কেন লা? আমার যে এখনো আরও দুটো ছেলে র'য়েছে। কেবল একটাকে খেয়েছি বই ত নয়, এখনও দুটো আছে। তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাচ্ছিনা, পেলেই খেয়ে ফেল্‌ব। যে ক্ষিদে, একটাতে কিছু হয়নি। আমার নাম জানিস্‌নি বুঝি? আমায় চিনিস্‌নি বুঝি? আ কপালের ভোগ, আমি যে, ছেলেখেকো রাক্ষসী মা! আমায় জানিস্‌নি বুঝি তোরা? হাঁ তারপর,—দূর ছাই কি যে ভাব্‌ছিলেম, সব ভুলে গেলেম, সব ভুলে গেলেম, হাঁ, হাঁ, এইবার মনে প'ড়েছে, একদিন হঠাৎ একটা বড় সুন্দর পাখীর ছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, ছানাটার উপর বড়ই মায়া জন্মেছিল। বেড়ালের ভয়ে তারে এই দেখ, এই বুকের মধ্যে পিঞ্জর গ'ড়ে, তার মধ্যে রেখেছিলেম। পাখীটী আমার বেশ পোষ মেনেছিল, আর এমন মধুর বুলি ব'ল্‌তে শিখেছিল, যে শুন্‌লে প্রাণ জুড়িয়ে যেত। তারপর, একদিন আমার বুকের পাখী বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, এমন সময়ে ওমা! কোত্থেকে একটা কাল বিড়াল এসে, ছোবল মেরে পিঞ্জর ভেঙ্গে পাখীটাকে

আমার মুখে ক'রে নিয়ে গেল। হি—হি—হি ( হাস্য ) সেই অবধি দিব্যি ক'রেছি, আর পাখী পুষব' না। তোরা কেউ কখন পাখী পুষিস্ না। পাখী পোষার বড় জ্বালা। আধার খাওয়াওরে, যত্ন কর্‌রে, দিনরাত চোখে চোখে রাখ্‌বে, এত ক'রেও শেষ কালে বিড়ালের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার যো নাই, সে পোড়া বিড়াল তেমন না। সে ফাঁকে ফাঁকে থাকে, ফাঁক পেলেই একদিন না একদিন পাখী ধ'র্‌বেই ধ'র্‌বে! মাগো! কাল বিড়ালের বড় ভয়। ( দগ্ধ কাষ্ঠের প্রতি ) এই দেখ্, কেমন একটা উপন্যাস তোরে শুনালেম, এখন আমায় মা ব'লে ডাক্। কৈ? ডাক্‌নারে? দুষ্টু ছেলে! এখনও দুষ্টমি? তবে দেখ্ তোরে ঐ জুজুর কাছে ধ'রে দি! তবুও ডাক্‌লিনি? তবে দূর হ। ( কাষ্ঠ ভূমিতে নিক্ষেপ, এক দৃষ্টে ক্ষণকাল চাহিয়া) না না, না না ষাট্ ষাট্, কেঁদনা কেঁদনা! ( পুনঃ বুকে করিয়া ) এই যে যাদু তোমারে বুকে ক'রে রেখেছি। আহা হা! ছেলে আমার কালি হ'য়ে গেছে। বোকা ছেলে আমার যজ্ঞির আগুণে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল, তাই সোনার অঙ্গ কালি হ'য়ে গেছে। কত কষ্টে তবে বাছাকে আমায় বাঁচিয়ে উঠিয়েছি। ( সভয়ে ) ঐ—ঐ আবার সেই যমদূতেরা আস্‌ছে, এখনি কুশীকে আমার কেড়ে নিয়ে যাবে। ওগো, ওগো! তোমরা দেখগো! অন্ধের যষ্টি আমার কেড়ে নিয়ে যায়! ঐ যে এল', ঐ যে ধ'র্‌লো, হায়! হায়! কোথায় যাব? কোথায় পালাব? ( চারিদিকে ভ্রমণ ) ওগো! নিলে গো নিলে। বাবা কুশি! কুশিরে! ( পতন ও মূর্চ্ছা )।

গীত

কে রে হ'রে নিল, শোক-শেল বিঁধিল,
ভাঙ্গা বুক আমার ভেঙ্গে দিলে হায়।
হৃদয়ের নিধি, দিয়েছিলে বিধি,

দিলে যদি তবে নিলে কেন তায় ॥
তোরে বুকে ক'রে ভিক্ষা মেগে খাব,
গহন বিপিনে লুকিয়ে রাখিব,
সারা নিশি জেগে রব, কভু না ঘুমাব,
কোথা আছিস্ কুশি আয় রে কোলে আয়।
কোথা বা দাঁড়াব, কোথা বা যুড়াব,
কোথা গেলে হারানিধি খুঁজে পাব,
আর কি রে উঠে কোলে, ডাক্‌বি রে মা ব'লে,
সুখের সাগরে ভাসাবি আমায় ॥

## নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। (প্রবেশ পথ হইতে) এদিকে আরও বেশী বন। একটিও পথ দেখ্‌ছিনে। কোন মুখো যাব? কোন মুখো গেলে, রাজা যযাতির রাজ্যে যেতে পারব? (নিকটে আসিয়া) এ কে ধূলায় প'ড়ে আছে? (দেখিয়া) এ যে আমার মা। মা! মা! মা! মা কি তবে বেঁচে নাই? (পদ ধরিয়া উপবেশন)

সত্যবতী। (চেতনা পাইয়া উঠিতে উঠিতে) বেশ স্বপনটি দেখ্‌ছিলেম। রাজবাড়ীতে একটি আগুনের পাহাড় উঠেছে, থরে থরে কেমন আগুনের উপর আগুন, তার উপরে আগুন দিয়ে কেমন সিঁড়ি গেঁথে দিয়েছে; আবার কুশী আমার, রাঙ্গা চেলীর জোড় প'রে, ধীরি ধীরি কেমন সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌ছে। এমন স্বপনটি ভেঙ্গে গেল।

নিরঞ্জন। এই যে মায়ের আমার চৈতন্য হ'য়েছে। (সম্মুখে গিয়া) মা! মা! মা! আমাদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিস্ মা!

সত্যবতী। (অন্যমনে) যাব ত অনেকদূর বাছা, কিন্তু—

নিরঞ্জন। ওঃ, মা পাগল হ'য়েছে। মাগো! আমার দিকে একবার চা, আমি তোর নিরঞ্জন।

সত্যবতী। (অন্যমনে) যাব মা! যাব, একটু দাঁড়া মা! একটু দাঁড়া। ছেলেকে আমার ঘরের মধ্যে রেখে, ভাঙ্গা দোরটী ভাল কোরে আগলে রেখে যাচ্ছি! এখানে বড় বাঘের ভয়। ঐ বাঘ গো! ঐ বাঘ। এখনি ছেলেকে আমার খেয়ে ফেল্‌বে।

নিরঞ্জন। (হাত ধরিয়া) মাগো! অমন ক'চ্ছিস কেন মা! আয় মা! এখান থেকে চ'লে যাই। (হস্ত আকর্ষণ)

সত্যবতী। রাখ্‌না বাছা। অত টান্‌ছিস্ কেন? হাতে লাগে যে! তোর মাকে এখনি ব'লে দেব।

নিরঞ্জন। মাগো! তুই যে আমার মা। আমি যে তোর নিরঞ্জন।

সত্যবতী। (অন্যমনে) এইবার ঠাকুর বিসর্জ্জন, বাজা রে সব, জোরে বাজনা বাজা। কাঁশর, ঘণ্টা, শাঁখ—সব বাজা।

নিরঞ্জন। হায় মা আমার, একেবারে পাগল হ'য়েছে। (রোদন)

সত্যবতী। কি কাঁদ্‌ছিস্ অলক্ষুণে ছোঁড়া! এমন মঙ্গলের সময় কেঁদে কেঁদে অলক্ষণ ঘটাতে এসেছিস্? হরি ঠাকুরের আরতি হ'চ্ছে, কুশী আমার হাত যোড় ক'রে ব'সে আছে, এমন সময় তুই কাঁদ্‌তে এলি কেনরে পোড়ারমুখ'! নাচ বাবা কুশি! হরি হরি ব'লে, বাহু তুলে, তালে তালে পা তুলে তুলে, তেমনি ক'রে নাচ দেখি।

নিরঞ্জন। মা! মাগো!

সত্যবতী। (সক্রোধে) চুপ্।

নিরঞ্জন। আমার দিকে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্ মা!

সত্যবতী। কে তোর মারে পোড়ারমুখ! ভাল জ্বালাতন দেখ্‌ছি। আমি আবার তোর মা হ'তে গেলাম কবে? আমি যার মা, তারে ত আমি কবে খেয়ে ফেলেছি। (কোপ দৃষ্টিপাত)

নিরঞ্জন। মাগো! আমার যে বড় ভয় ক'র্‌ছে। তোর চোখের দিকে যে তাকাতে পার্‌ছিনে।

সত্যবতী। আবার ঐ কথা? ফের যদি আমাকে মা ব'লে বিরক্ত ক'র্‌বি, তাহ'লে তোর গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব।

নিরঞ্জন। তোকে মা ব'লব না, তবে কাকে আবার মা ব'ল্‌ব মা।

সত্যবতী। তবে রে আঁটকুড়ির ছেলে! এই তোরে জন্মের মত মা বলাচ্ছি।

( নিরঞ্জনের গলা টিপিয়া ধরণ নিরঞ্জনের পতন ও মূর্চ্ছা )

সত্যবতী। ডাক্‌বি আর? ( দেখিয়া চিনিতে পারিয়া চমকিতা হইয়া ) কে? কেরে তুই? এ্যাঁ, এ্যাঁ, এ মুখ যে চিনি। আমার নিরঞ্জনের মুখ না? সর্ব্বনাশী আমি তবে একি ক'র্‌লেম। কার গলা টিপে মেরে ফেল্লেম? হো, হো, হো, ( বিকট হাস্য ও চীৎকার পূর্ব্বক ) আমি রাক্ষসী। আমি রাক্ষসী। এই দেখ সকলে, পেটের ছেলের গলা টিপে মেরে ফেলেছি। এই দেখ, এখন আমি মরি। ( দগ্ধ কাষ্ঠ দ্বারা নিজের মস্তকে আঘাত ) মর্‌ মর্‌ রাক্ষসি!

বেগে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। ( হস্ত ধরিয়া ) মা! মা! ক'রিস্‌ কি? ক'রিস্‌ কি?

সত্যবতী। সুদর্শন! সুদর্শন! ঐ দেখ্‌, কি ক'রেছি। ( নিরঞ্জনকে প্রদর্শন )

সুদর্শন। একি! একি! নিরঞ্জন ধূলায় প'ড়ে কেন মা!

সত্যবতী। ওরে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। আমি তোদের রাক্ষসী মা, প্রাণ রাখ্‌তে চাস্‌ তো, তুই এখনি পালা।

সুদর্শন। ( নিরঞ্জনের নাকে হাত দিয়া ) এই যে একটু একটু নিশ্বাস এখনও ব'চ্চে, বাতাস করি। ( তথা করণ )

সত্যবতী। ঐ যে—ঐ—যে কুশীও আসছে, একে একে সকলেই এলো, এলো না কেবল একজন; বুড়ো মানুষ, চ'লে উঠ্‌তে পার্‌ছে না।

সুদর্শন। নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! ভাই!

নিরঞ্জন। উঃ—উঃ—মা!

সুদর্শন। মা! মা! নিরঞ্জন বেঁচে উঠেছে।

সত্যবতী। তুই ত বড় মিছে কথা কইতে শিখেছিস্ সুদর্শন!

নিরঞ্জন। মা। মাগো! কোথা তুই?

সুদর্শন। এই শোন্ মা। নিরঞ্জন তোমায় ডাকছে।

সত্যবতী। সত্যিই ত, নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! বাবা আমার!

নিরঞ্জন। মাগো! আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দে। আর একটু জল দে।

সুদর্শন। মা! তুমি নিরঞ্জনকে কোলে ক'রে বাতাস কর, আমি ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসি। [ প্রস্থান।

( নিরঞ্জনকে কোলে করিয়া সত্যবতীর উপবেশন )

নিরঞ্জন। এই যে মা আমায় কোলে ক'রেছে। মাগো! মা ব'লে ডাক্‌লে আবার আমায় মার্‌বি না ত?

সত্যবতী। নিরঞ্জনরে! তোরা কেন এই রাক্ষসীর উদরে এসেছিলি?

জল লইয়া সুদর্শনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। উঃ—বড় পিপাসা মা!

সত্যবতী। এই যে সুদর্শন জল ল'য়ে আস্‌ছে।

নিরঞ্জন। দাদা! তুমি এসেছ? দাও দাদা! বুক শুকিয়ে গেছে।

সুদর্শন। খাও ভাই! এই জল দিচ্ছি! ( জল প্রদান )

( নিরঞ্জনের উঠিয়া উপবেশন )

সুদেবশর্ম্মার প্রবেশ

সুদেব। ( প্রবেশ পথে ) উঃ—আর এক পদও চ'ল্‌তে পারিনা। বসি, এই গাছের ছাওয়ায় একটু খানিক বসি। হাঁপ কাসিতে দম ছুটে যাচ্ছে। ( হাঁপানি প্রদর্শন ) ও হো হো! মৃত্যু! আর যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারিনে। আমাকে তুই গ্রাস কর।

সুদর্শন। মা! মা! বাবার কণ্ঠস্বর যেন, দেখি দেখি, এগিয়ে দেখি।
(অগ্রসর হওন) এই যে বাবা, বাবা! বাবা!

সুদেব। কে রে? সুদর্শন! তুই এখানে কেমন ক'রে এলি?

সুদর্শন। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এই বনে এসে প'ড়েছি।

সুদেব। নিরঞ্জন! সত্যবতীর কোন খোঁজ ক'র্‌তে পেরেছিস্?

সুদর্শন। তাঁরা ঐ বনের পাশেই আছেন। আসুন বাবা!

(সুদেব ও সুদর্শনের সত্যবতীর নিকট আগমন)।

সত্যবতী। কৈ নাথ! আমার কুশীকে সঙ্গে ক'রে আনেন্‌নি?

সুদেব। সত্যবতি! অভাগিনি! কুশীর স্মৃতি মন থেকে, ইহ জীবনের মত মুছে ফেল। কুশীর চাঁদমুখ দেখা আমাদের শেষ হ'য়ে গেছে।

সত্যবতী। ওরে বাপ কুশিরে! আয় যাদু! আয়, অভাগিনী মাকে আর কষ্ট দিস্‌নে। (রোদন)।

সুদেব। বৃথা রোদন, বৃথা আর্ত্তনাদ সত্যবতি! জন্ম-জন্মান্তরের কোটি কোটি মহাপাপের ফলভোগ, এইরূপেই আমাদের ক'র্‌তে হবে।

সত্যবতী। হায়! আর জন্মে কার যেন কোলের ছেলে কেড়ে নিয়েছিলেম, তাই আমার এই দুর্দ্দশা।

নিরঞ্জন। বাবা! মা একবারে পাগলের মত হ'য়ে গেছে। কুশীকে না পেলে, মা আমাদের কিছুতেই বাঁচ্‌বেনা।

সুদর্শন। কুশীকে না পেলে আমরাও কিছুতেই বাঁচ্‌বনা।

সত্যবতী। নাথ, চলুন যাই, আমরা সকলে প্রয়াগে গিয়ে, রাজা যযাতির পা ধ'রে, কুশীর প্রাণ ভিক্ষা চাই গে। যদি আমাদের করুণ রোদনে রাজার প্রাণে করুণা সঞ্চার হ'য়ে, আমার কুশীকে ছেড়ে দেয়। আর যদি কিছুতেই কুশীকে না দেয়, তবে সেই রাজার সম্মুখে চিতা জেলে, সকলে সেই চিতানলে প্রাণ দিয়ে, কুশীর চিন্তা হ'তে অব্যাহতি পাব।

সুদেব। তাই চল সত্যবতি! তা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। তবে আমাদের যেরূপ অদৃষ্ট, তাতে সে দুরাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সত্যবতী। রাজা কি এত নিষ্ঠুর, এত নির্দ্দয় হবে? আমাদের হাহাকারে কি, সে কঠিন প্রাণে দয়ার সঞ্চার হবে না?

সুদেব। সত্যবতি! তবে এতদিন জীবনে কি শিক্ষালাভ ক'র্‌লে? এত দেখ্‌লে, তবুও জ্ঞান হ'ল না? আমাদের জন্যই বিধাতা নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার সৃষ্টি ক'রেছেন। বৃক্ষ পর্য্যন্ত আমাদের দেখে, ফল শূন্য হ'য়েছে। সাগরের তীরে চল দেখ্‌তে পাবে, সাগর জল শূন্য শুষ্ক। সুধা পান কর, দেখ্‌বে, বিষের জ্বালায় অস্থির হবে। পাপের ফল বিধাতা জীবকে এই রূপেই প্রদান করিয়ে থাকেন।

সুদর্শন। চলুন বাবা! আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

সুদেব। চল যাই। হরিবোল, হরিবোল। [ সকলের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### ( গঙ্গাতীর )

মুনিগণের প্রবেশ

গীত

মাতর্গঙ্গে ত্রিপথগে সুরধুনি!
কুলুকুলুনাদিনী, বিচীমালিনী, তটশালিনী,
শাল-সরল-পিয়াল-তমাল-দ্রুমদলশোভিনী শান্তিদায়িনী॥
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তী, ভোগবতী ভাগীরথী,
তব তীরে বসতি, তব নীরে মুকতি,
ওমা শৈলসুতে, পূত সলিলে,
সাগর-সঙ্গম-লীলা-তরঙ্গিনী॥

[ প্রস্থান।

পট্টবস্ত্রপরিহিত কুশধ্বজ সহ নারদ ও হরিদাসের প্রবেশ

কুশধ্বজ। আর কি ক'র্‌তে হবে ঠাকুর!

নারদ। গঙ্গা-স্নান ক'রেচ, এখন আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌বে হবে।

কুশধ্বজ। তারপর?

হরিদাস। তারপরটা কি শোন আমি বলি,
এমনি করি হাত পা ধরি,
যজ্ঞানলে দেবে ফেলি,
পুড়ে যাবে মাথার খুলি, থাক্‌বে শুধু ভস্মগুলি,
কিন্তু, তারপরটা যে হবে কি,
সেটা আমার বুঝ্‌তে বাকি।
কিন্তু গুরো!
যা ব'লে মোরে আন্‌লে ডাকি,
তাতে যদি দেও ফাঁকি,
তবেই বুঝ্‌ব সব চালাকি,
হবে শেষটা রোখারুখী!
এখন চুপ ক'রে ব'সে থাকি,
ফলে শেষে কি দাঁড়ায় দেখি।

নারদ। হরিদাস, পাগ্‌লাম ছাড়।

হরিদাস। গীত

ছাড়তে চাইলে ছাড়া কি গো যায়।
(বল আমায়)
একবার শক্ত আটা জড়িয়ে গেলে জলে ধুলেও না ছাড়ায়॥
ভাবনা ভাবনা ব'লে, চুপ ক'রে ব'সে থাকিলে,
ক্ষিদে যদি যেতো চ'লে, তবে থাক্‌ত কি আর পেটের দায়॥
ভবের ব্যাপার এমনি ধারা, এলেই অমনি প'ড়্‌বে ধরা,
অঘোর বলে এ যার ধারা, গড় করি তার দুটি পায়॥

নারদ। হাঁ হরিদাস! মায়ার বাঁধন এমনই বটে।

হরিদাস। তবে পাই যদি তেম্‌নি ছুরি,
তবেই বাঁধন কাটতে পারি।

নারদ। সে অস্ত্রের ত তোমার অভাব নাই হরিদাস!

হরিদাস। ঐ ত ঠাকুর ভোলাবার ফাঁদ,
বামন দিয়ে ধরাও চাঁদ।

কুশধ্বজ। কখন দীক্ষা দেবেন ঠাকুর।

নারদ। চল, এখন দেব।

কুশধ্বজ। একটা কথা!

নারদ। বেশ, বল।

কুশধ্বজ। এই যে যজ্ঞ হবে, এতে কি আমায় হাড়কাঠের মধ্যে ফেলে, পাঁঠা বলি দেওয়ার মত বলি দেবে? না আগুনের মধ্যে ফেলে দেবে?

নারদ। না, যজ্ঞানলেই আহুতি দিতে হবে।

কুশধ্বজ। আগুনের মধ্যে তাহ'লে কি ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌তে হবে?

নারদ। পার যদি সে আরও উত্তম।

কুশধ্বজ। না পারি যদি?

নারদ। তাহ'লে কাজেই ধ'রে নিক্ষেপ ক'র্‌তে হবে।

কুশধ্বজ। তাতে দোষ হবে কি?

নারদ। পুণ্য-ফলের কিছু হ্রাস হবে।

কুশধ্বজ। এ পুণ্যে কি ফল ফ'ল্‌বে? আমার হরিকে কি তাহ'লে দেখ্‌তে পাব?

নারদ। (স্বগতঃ) ধন্য, ধন্যরে হরিভক্ত বালক। ধন্য! ধন্য তোর বিশ্বাস। তোর মত বিশ্বাস যে, আমরাও কখন লাভ ক'রতে পারি নাই। যাহ'ক্, কুশধ্বজের এ জিজ্ঞাস্যের কি উত্তর দিই? না,

আগেই দেওয়া হবে না। সম্মুখে বিপদের ভীষণ বহ্নি, বিষম সঙ্কট স্থান। এই স্থলেই কুশীর শেষ পরীক্ষা!

কুশধ্বজ। কৈ ঠাকুর উত্তর দিলে না যে? আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে কি, হরির দেখা পাব?

নারদ। সে কথা আমি এখন তোমায় ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পারি না।

হরিদাস। আশার মুখে বাধা ফেলে,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ছেন ছেলে।
ঠিক থাকে কি নড়ে চড়ে,
ম'চ্‌কে যায় কি ভেঙ্গে পড়ে।

কুশধ্বজ। যজ্ঞ কখন হবে?

নারদ। কল্য মধ্যাহ্ন কালে।

কুশধ্বজ। খুব বেশী ক'রে আগুন জ্ব'লবে?

নারদ। অগ্নি-শিখা গগনতল স্পর্শ ক'র্‌বে।

কুশধ্বজ। (কম্পন) গা বড় কাঁপছে!

নারদ। চল, এখন দীক্ষা প্রদান করিগে। [ সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চদশ দৃশ্য

### বনপথ

গলিত কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। থু, থু, থু, দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ, প্রতি ক্ষত স্থান হ'তে, পুঁজ-মিশ্রিত কীটরাজি বহির্গত হ'চ্ছে। প্রত্যেক লোমকূপে যেন অগ্নিময় লৌহ-শলাকা বিদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। গলিত কুষ্ঠব্যাধি আমাকে আক্রমণ ক'রেছে। এ মহানরক-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌বার শক্তি, আমার বিলুপ্ত হ'য়েছে।

মৃত্যু শীঘ্রই আমায় গ্রাস ক'র্‌বে। এ যন্ত্রণা হ'তে এক মৃত্যু ভিন্ন আর কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু মৃত্যুর পরের নরক-যন্ত্রণা, কি এ যন্ত্রণা হ'তেও অধিক হবে? তা যদি হয়, ওঃ—তাহ'লে যে, আরও অসহ্য হবে। ওঃ বুঝ্‌লেম, মহাপাপীর মৃত্যুতেও নিষ্কৃতি নাই। জীবন্তে নরক, মৃত্যুতেও মহানরক। নারকীর পাপের ফল এইরূপেই ফলে। জান্‌তেম, সব জান্‌তেম। বুঝ্‌তেম, সব বুঝ্‌তেম। কিন্তু পাপ রঞ্জনের কুহক বলে পাপের ঘৃণিত চিত্র তখন আমার চক্ষে পরম সুন্দর ব'লে বোধ হ'য়েছিল। তাই সরল-প্রাণ মহারাজ যযাতির সর্ব্বনাশ ক'র্‌বার জন্য, প্রভুভক্ত সেনাপতিকে কারারুদ্ধ ক'রেছিলেম। তাই ব্রাহ্মণবালা কল্যাণীর রূপ-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে, ব্রাহ্মণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হইনি। সেই সব পাপের প্রতিফল, এতদিনের পরে আমার নিকট দেখা দিয়েছে। ছিলেম মন্ত্রী, হ'লেম কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত মহানারকী। জগৎ! আমার আদি অন্ত সব দেখ্‌লে? দেখে, কি শিক্ষা পেলে? পাপের পরিণাম এইরূপ ভীষণ! কিন্তু হায়! তবুও লোকের চোখ ফোটে না। তবুও লোকের নেশা ছোটে না। ফোটে, একদিন চোখ ফোটে, ছোটে, একদিন নেশা ছোটে! কিন্তু তখন, তখন আর সময় থাকে না। তখন সে অস্থির হ'য়ে মৃত্যু-পথে উপস্থিত হয়।

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। গীত

সময় থাকিতে, পারিলে বুঝিতে,
হয় কি ভুগিতে হেন দশা শেষে।
সাগরের তলে, তরী ডুবে গেলে,
সে তরী কি আর কখনো ভাসে॥
করমের ফলে আপনি ডুবিলি,

নরকের চিতা স্বকরে জ্বালিলি,
আপনার মরণ আপনি ডাকিলি,
পরিণাম ভুলি পাপের বশে ॥
দেখ্‌রে নারকি, দেখরে চাহিয়ে, ( চিত্র প্রদর্শন )
তোর পরিণাম রেখেছি বিনিয়ে,
চল্‌, চল্‌ তোরে এসেছি লইতে,
হইবে যাইতে নরক-বাসে ॥

[ প্রস্থান।

মন্ত্রী। ওঃ—কি ভীষণ দৃশ্য ঐ!
অগ্নিময় প্রকাণ্ড কটাহে,
উত্তপ্ত তরঙ্গপূর্ণ মহাতৈল ঐ!
চারিদিকে বিকট দশন—
বিশাল বদন যত কৃতান্ত কিঙ্কর,
করে ধরি প্রচণ্ড ডাঙ্গস,
দশনে দশনে করি ভীম সংঘর্ষণ,
লোহিত লোচনে করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত।
ত্রাসে কাঁপি থরথরি, পালাব কোথায়?
ঐ আসে,—ঐ আসে—
হাসে পুনঃ ঐ খল্‌ খল্‌।
হলাহল করে উদ্গীরণ!
ঐ পুনঃ এক পাশে দাঁড়ায়ে কল্যাণী,
অঙ্গুলী-সঙ্কেতে ঐ দেখায় আমারে।
সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ! পালাই কোথায়?
না পারি হেরিতে দৃশ্য।
কল্যাণীর সতীত্ব-জ্যোতিতে,
ঝলসিত নয়ন আমার।

জ্'লে গেল, পুড়ে গেল,
হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হ'ল।
ওঃ—হোঁ—হো দাঁড়াব কোথায় ?
জুড়াব কোথায় ?
মরি, মরি, মরি। ( পতন ও মূর্চ্ছা )

যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ

১ম দূত। ঐ,—ঐ—বেটা প'ড়ে র'য়েছে।

২য় দূত। বেটার গা দিয়ে কি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। থু, থু।

১ম দূত। যেমনি পাপী, তেমি শাস্তি।

২য় দূত। এখনি হ'য়েছে কি, আগে নরককুণ্ডে ল'য়ে যাই। বেটার জিব্‌টে সাঁড়াসি দিয়ে টেনে বের ক'র্‌ব।

মন্ত্রী। ( শায়িতাবস্থায় ) উঃ—ম'লেম, একটু জল।

১ম দূত। বেটার আবার এখন জল খাবার সাধ।

২য় দূত। পাপীর পিপাসা কি মেটে ?

১ম দূত। আচ্ছা, এই যে মানুষগুলো হাত পা ল'য়ে ঘুরে বেড়ায়, এরা কি একটুও বুঝ্‌তে পারে না যে, ম'র্‌বার পরে একটা যমের বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে পাপের সাজা ভোগ ক'র্‌তে হবে।

২য় দূত। দু একটার একটু, আধটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। তারা আগে থেকেই সাবধান হয়। আর বাকী বোকাগুলি মনে করে, যে, ম'রে গেলেই সব ফুরিয়ে গেল। যতদিন বেঁচে থাকি, খাই, দাই, ফূর্ত্তি করি।

১ম দূত। তাতেই দিন দিন নারকীর দল বেড়ে প'ড়্‌ছে। এখন চৌরাশী কুণ্ডুতে কুলিয়ে উঠছে না। যেরূপ গতিক, তাতে, যমপুরে স্থান কুলান দায় হ'য়ে দাঁড়াবে।

২য় দূত। এ বেটা কি একজন কম পাপী! বিশ্বাসঘাতক, প্রভুদ্রোহী।

তাতে ব্রাহ্মণকে প্রহার পর্য্যন্ত ক'রেছে। ব্রাহ্মণ-কন্যার সতীত্ব নাশের জন্যও বিস্তর চেষ্টা ক'রেছিল। সেই সতীর অভিশাপেই ত এই দশা ঘ'টেছে। সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ ; পোকাগুলো বিড়্ বিড়্ ক'র্‌ছে।

১ম দূত। দেখ্ দেখি, সময় হ'য়েছে কি না ?

২য় দূত। আর একটুখানিক দেরী আছে।

মন্ত্রী। গেলেম, ম'লেম, উঃ—মা—( মৃত্যু )

২য় দূত। হ'য়ে গেল। এই ত বাপু, ব্যাপারখানা ! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সব সাবাড়। সব অন্ধকার হ'য়ে গেল। এত লম্ফ ঝম্ফ, এত ছটফটানি, একটী মাত্র নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস ক'রে কোথায় উড়ে গেল !

১ম দূত। চল্, এখন বেটাকে বেঁধে ছেঁদে ল'য়ে যাই।

[ উভয়ে মন্ত্রীকে স্কন্ধে করিয়া প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### রাজপথ

রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। প্রয়াগের অন্নজল এতদিন পরে রঞ্জনের উঠে গেল। বেশ ছিলেম, উড়ে এসে জুড়ে ব'সে বেশ ছিলেম। পসার বেশ জেঁকে উঠেছিল। কিন্তু হ'লে কি হবে। নিয়তিবেটী যে পিছন থেকে নাটাই-চক্র ঘুরুচ্ছে, থাকবার যো আছে কি ? আরে বেটি ! আমি আর তুই যে, এক দেশেরই লোক। আমার উন্নতি হ'লে তোর তাতে ক্ষতি কি ? আর দিনকতক যদি থাকতে দি'তিস, তাহ'লে

আর কোন খেদই থাক্‌ত না। যযাতিকে যেরূপ তৈরী ক'রে তুলেছিলেম, তাতে যদি তুই মাঝখানটায় এসে, সব গুলিয়ে না দিতিস্‌, তাহ'লে, এতদিন দেখ্‌তে পেতিস্‌, যযাতির বাস্তু ভিটেয় কেমন ঘুঘু চ'র্‌ছে। তবে একটা আশা এখনও আছে; নরমেধটা ঠিকই হ'য়ে গেল! বামুণের ছেলেটাকে পুড়িয়ে মার্‌লেই, ব্রহ্ম-হত্যা করা হ'ল; তাহ'লে আবার আমাকে এখানে আস্‌তেই হবে। এখন কে জানে, আবার নিয়তি বেটী কোন্‌ দিকে চাকা ঘুরুতে থাক্‌বে। যে রাজা, রঞ্জন ব'ল্‌তে অজ্ঞান হ'ত, রঞ্জনের বাক্য, বেদবাক্য জ্ঞান ক'র্‌ত; দেখ একবার হিংসুটে বেটীর রকম। এদিক বেশ চালিয়ে আস্‌ছিল, আবার উল্‌ট দিকে সেই চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে, অমনি সেই রাজা আবার আমার উপর খড়্গহস্ত। দেখ্‌তে পেলে দু-টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌ত। বেগতিক দেখে, কাজে কাজেই ঘরমুখো ছুট্‌তে হ'চ্চে। তবে একেবারে যে, সকল আশা ছেড়ে দিযেছি, তা নয়। সেই লক্ষ টাকার তোড়া ঠিক সঙ্গেই এনেছি। (তোড়া দেখিয়া)। হে অর্থ! তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আছে, তা কি জান চাঁদ! ধ'র্‌তে গেলে তুমি আমি এক ছাঁচেই ঢালা, অভেদাত্মা, তাই তুমিও বাপু যেখানে, আমিও সেইখানে গিয়ে হাজির। তোমার তরেই ত পাপ এতটা নাম জাহির ক'র্‌তে পেরেছে। তাই ব'ল্‌ছি, হে অভিন্নহৃদয়বর রূপচাঁদ! দেশে যাবার সময় তোমাদের ছেড়ে যেতে পার্‌ছিনে। তোমাতে আমাতে মিল থাক্‌লে, আর কোনও ভাব্‌না নেই। এই পৃথিবীটার একধার থেকে, অপরধার পর্য্যন্ত একেবারে নরকের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতে পারি। তবে চল যাই এখন। মহাশয়রা! তবে আমি এখন আস্‌তে পারি? কিছু যেন কেউ মনে ক'র্‌বেন না। মনে রাখ্‌বেন; মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে, সুখী ক'র্ত্তে ভুল্‌বেন না যেন।

বহুদিন একত্র বাস, পরস্পর একটা মায়া মমতা জড়িয়ে গেছে। পোড়াকপালী নিয়তি বেটী এমন উল্‌টো চাকা না ঘুরুলে কি মহাশয়দের ছেড়ে যেতেম্? কি করি বলুন! তবে আসি? বেঁচে থাক্‌লে, আবার দেখা হবে। প্রণাম বিপ্রচরণে। (প্রণাম)।

[প্রস্থান।

---

## সপ্তম দৃশ্য

### (প্রয়াগ-যজ্ঞদ্বার)

বেত্র হস্তে দ্বারপালের প্রবেশ

দ্বারপাল। এ, কিয়া মুস্‌কিলকা বাত! একঠো বাম্হন্‌কা লেড়কা থা, উস্‌কো আগ্‌মে ফেক্ দেগা। ও লেড়কা লোক্ এক দম্‌সে জল্ যাগা। এ কিয়া মুস্‌কিল্‌কা বাত্!

সুদেবশর্ম্মা, সত্যবতী, সুদর্শন ও নিরঞ্জনের প্রবেশ

দ্বারপাল। তোম্‌লোক্! কাঁহা যাতা হ্যায়?

সুদর্শন। যেখানে যজ্ঞ হ'চ্চে, সেখানে যাব।

দ্বারপাল। আভি যানে নেহি দেঙ্গে।

সুদেব। কেন দ্বারি! যেতে দেবে না?

দ্বারপাল। হাম্‌কো হুকুম নেই হ্যায় যানে দেনেকো।

সত্যবতী। বাবা দ্বারি! একবারটি দ্বার ছেড়ে দাও।

দ্বারপাল। নেই নেই, ও বাত্ নেই হোগা।

সত্যবতী। দ্বারিরে! তুমি আমার ছেলে, আমি তোমার মা, একবারটি ছেড়ে দাও। (প্রবেশ করিতে অগ্রসর)।

দ্বারপাল। (বাধা দিয়া) ওধার কাঁহা যাতে হে? হিঁয়াসে নিক্‌লো।

সুদেব। সত্যবতি! সত্যবতি! বৃথা চেষ্টা—বুঝ্‌তে পার্‌ছনা, কেবল এক আমাদের জন্যই এই দ্বার রুদ্ধ করা হ'য়েছে।

সত্যবতী। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কুশিরে! কোথায় আছিস্ বাপ! একবার দেখা দে। ওরে! একবার তোর চাঁদমুখখানা দেখে যাই।

দ্বারপাল। এত্তা জোর্‌সে কাহে চিল্লাতে হ্যায় বুড্‌ঢি!

সত্যবতী। দ্বারিরে! তোর হাত দুখানি ধ'রে ব'ল্‌ছি, ওরে, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমায় একবার দ্বার ছেড়ে দে। আমি একবার আমার যাদুর মুখখানা দেখে আসি।

দ্বারপাল। কাহে এত্তা বক্ বক্ ক'র্‌তে হ্যায়?

সত্যবতী। দোহাই দ্বারি! দোহাই। ওরে আমি বড় অভাগিনী।

দ্বারপাল। কোই উপায় কর্‌নে সে, ফটক নেই ছোড়েগা।

নিরঞ্জন। মা! মা! ঐ বুঝি ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, যজ্ঞ বুঝি আরম্ভ হ'ল।

সত্যবতী। (পাগলিনীর প্রায়) এঁ্যা—এঁ্যা—কৈ? কৈ? কুশী কৈ? (দ্বারীর প্রতি) আরে, আরে নিষ্ঠুর! ছাড়্, দ্বার ছাড়্। (জোরে প্রবেশ চেষ্টা)

দ্বারপাল। হাম্‌কো দেখ্‌নে সে আয়তা হ্যায়, বিনা মার্‌নেসে ঠিক্ নেহি চলে গা। (বেত্রাঘাত)।

সত্যবতী। মার্, মার্, যত পারিস্ মার্। তবুও কুশীকে আমার দেখ্‌বো।

সুদর্শন। (সত্যবতীকে সরাইয়া লইয়া) কেন মা! এমন ক'র্‌ছিস্? আমাদের সম্মুখে তোকে বেত্রাঘাত ক'র্‌ছে, আমরা সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনে।

সুদেব। (স্বগতঃ) দেখ্‌তে হবে, এ দুরবস্থার শেষ সীমা কোথায়? দেখ্‌তে হবে, এহ'তে আরও কিছু ভীষণতর দুর্দ্দশা সংসারে আছে কিনা? দেখ্‌তে হবে, বিধিলিপি আমাদের ভাগ্যপটে কতদূর শোচনীয় ভাবে চিত্রিত হ'য়েছে!

নিরঞ্জন। আমি বেটাকে মার্‌বো। ( মুষ্ট্যাঘাত করিতে উদ্যোগ )

দ্বারপাল। তোম্‌কোভি মার লাগেগা। ( বেত্রাঘাত )।

নিরঞ্জন। উঃ—উঃ, ম'লেম্, ম'লেম্।

সত্যবতী। যযাতি! তুই দস্যু, তুই রাক্ষস, তুই পিশাচ, কোথায় আছিস্? আয় আয়, তোর বুকের রক্ত পান ক'রে কুশীর শোক ভুলি।

দ্বারপাল। এত্‌না মার্ লাগা, তব্‌বি ঠিক্ হুয়া নেই, বুড্ডি! ( বেত্রাঘাত )

হরিদাস সহ নারদের প্রবেশ

নারদ। ক্ষান্ত হও দারি! হরিদাস! খুব সাবধান, বিচলিত হ'ও না।

সত্যবতী। এস, এস, দয়াল ঠাকুর! এস, তোমার বড় দয়া, একবারটী বলগো বল, দ্বার ছেড়ে দিতে বল! আমি আমার কুশীকে দেখ্‌বো।

নারদ। কুশী তোমার কে?

সত্যবতী। কুশী আমার শত্রু, দশমাস উদরে ধ'রেছিলাম্।

নারদ। তবে ত মা! তোমার সেখানে যাওয়া হবেনা।

সত্যবতী। আমি একবার কেবল দেখে আস্‌ব। কেমন ক'রে তোমরা আমার কুশীকে আগুনের মধ্যে ফেলে দাও, তাই একবার দেখে আস্‌ব; আর কিছু না।

নারদ। ( স্বগতঃ ) হায়রে সন্তান-বাৎসল্য! তোর কি অন্ধকারিতা শক্তি! নিজের জীবনকে শত বিপন্ন ক'রে, সন্তান রক্ষার চেষ্টা একমাত্র মাতৃস্নেহেই পরিদৃষ্ট হয়।

সত্যবতী। কৈ ঠাকুর! কাঙ্গালিনীর কথায় উত্তর দিলেন না যে?

নারদ। উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়েছি, যজ্ঞাগারে তোমাদের প্রবেশ নিষেধ।

সত্যবতী। হায়, হায়, হায়রে! এখন কি ক'র্‌ব? কোথায় যাব? জ্বাল্ জ্বাল্ সুদর্শন! আগুন জ্বাল্, আগুনে ঝাঁপ দি। (অস্থিরতা প্রদর্শন)

হরিদাস। এ আবার কি! কোথায় এলেম!
এ কি গুরুর খেলা,
সইতে নারি, বুক ফেটে যায়,
পালাই এই বেলা। (কিঞ্চিৎ গমন)

নারদ। (হস্ত ধরিয়া) কোথা যাও হরিদাস! দাঁড়াও।

হরিদাস। দাঁড়াব কি! দেখে শুনে,
মাথা গেছে গুলে।
এসব কাজে থাকতে নারি,
ব'ল্‌ছি তোমায় খুলে।

নারদ। পাগ্‌লাম করনা, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক।

সুদেব। দেবর্ষে! আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছি। তাই আপনার কাছে একটী প্রার্থনা ক'র্‌ছি। আমাদের না হয় যেতে না দেন, কিন্তু অভাগিনী পুত্র-হারা সত্যবতীকে একবার যজ্ঞাগারে যেতে দিন। পুত্রগতপ্রাণা সত্যবতী একবার জন্মের মত কুশীর চাঁদ-বদন দেখে আসুক।

সুদর্শন। তাই করুন ঠাকুর! একবার আমাদের মাকে যেতে দিন্। ঠাকুর! আমরা বড় কাঙ্গাল; এ জগতে আমাদের সহায় সম্পদ্ কিছু নাই। এত দিন বনের মধ্যে কুঁড়ে বেঁধে কাটিয়েছি। বাবা ভিক্ষে ক'রে আমাদের লালনপালন ক'রেছেন; আজ দুইমাস আমাদের সে ভিক্ষেও বন্দ হ'য়ে গেছে। মন্ত্রীমহাশয়ের আদেশে, কেউ আমাদের ভিক্ষে দেয় না। অধিক কি ব'ল্‌ব! ভাগ্যদোষে বনের তরুও ফলশূন্য হ'য়েছে। কেবল তরুপত্র আর জল খেয়ে,

আমরা প্রাণ ধারণ ক'রে আছি। অবশেষে, আমাদের স্নেহের মাণিক কুশীকেও, আপনারা যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে ল'য়ে এসেছেন। মা "কুশী কুশী" ব'লে পাগল হ'য়ে উঠেছেন। আমরা বড় আশায় বুক বেঁধে ছিলাম যে, কুশীকে একবার শেষ দেখা দেখে যাব। ভাগ্যদোষে তাতেও বাধা! এখন আপনি একবার কৃপা ক'র্লে আমাদের শেষ আশা পূর্ণ হয়।

নারদ। এ বিষয়ে আমার নিকট হ'তে, কৃপার আশা করা তোমাদের বিড়ম্বনা মাত্র।

হরিদাস। মায়া দয়া যা ছিল তা, ফেলে দিয়ে জলে।
পাষাণ হ'য়ে আছেন গুরু, ও পাষাণ কি আর গলে!

নারদ। আবার! (হরিদাসের দিকে কোপদৃষ্টিপাত)

হরিদাস। চক্ষু থাক্‌তে, কাণ থাক্‌তে, আছে এমন কে?
দেখে শুনে, হেন দৃশ্য, ঠিক্ থাক্‌তে পারে যে?

নারদ। না পার, চক্ষু কর্ণ বন্দ ক'রে থাক।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ঐ শঙ্খধ্বনি হ'চ্চে, এখনই যজ্ঞ আরম্ভ হবে। তোমরা সব এখান থেকে প্রস্থান কর।

সত্যবতী। কোথাও যাবনা; দেখি কে আমাকে তাড়ায়।

নারদ। এখানে থেকে কি হবে?

সত্যবতী। তোমার শ্রাদ্ধ করব, যযাতির পিণ্ড দিব। রাক্ষস! এখনও ব'ল্‌ছি, দ্বার ছেড়ে দাও, দাও; কি? দেবেনা? এঁ্যা! (রক্তনেত্রে তীব্র দৃষ্টি)

নারদ। দেখ, তুমি বড় জ্বালাতন ক'রে তুল্‌ছ।

সত্যবতী। জ্বালাতন! জ্বালাতন! জ্বালাতনের হ'য়েছে কি? আমার যেরূপ দিবানিশি জ্বালাতন ক'র্‌চ্ছ, আমার হৃদয়মধ্যে যেমন আগুনের

চিতা জেলে দিয়েছ, আমার ভাঙ্গাবুকে যেমন কুঠার দিয়ে আঘাত ক'রেছ, তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে তোমাদের জ্বলতে হবে; পথের কাঙ্গাল সাজ্‌তে হবে। নিষ্ঠুর! চণ্ডাল! তোদের প্রাণে কিছু-মাত্র মায়া-মমতা নাই? হায়, হায়! এতক্ষণ যেন কি হ'ল? ঐ ঐ বুঝি আগুণ জ্ব'লে উঠ্‌ল। ঐ, ঐ বুঝি, সাধের কুশীকে সেই আগুণে চণ্ডালেরা ফেলে দিলে। হায়, হায়! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল! গেল, গেল, সব গেল, কুশি! কুশিরে! কোথায় গেলি যাদু!

(পতন)

হরিদাস। ঠাকুর! একটা কথা বলি,
(এখন) দাও মোরে পদধূলি।
এই রইল তোমার ছেঁড়া ঝুলি,
আমি এখন হরি বলি। (গমনোদ্যোগ)

নারদ। অল্প সময়ের জন্য কেন এমন ক'রছ হরিদাস!

হরিদাস। না, না, না, ঢের হ'য়েছে,
তোমায় ঠাকুর, ভূতে পেয়েছে।
কিম্বা মাথা বিগড়ে গেছে।
তোমার আগা গোড়া সব মিছে।
এখন তুমি থাক নিয়ে ঢেঁকি,
আমি আমার রাস্তা দেখি।

নারদ। এতদূর অগ্রসর হ'য়ে আর অল্পের জন্য ফিরে যেওনা হরিদাস! আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার আর অধিক বাকি নাই। এখন আমার নিষ্ঠুরতা দর্শনে যেমন বিচলিত হ'চ্ছ, তখন আবার তেম্‌নি আনন্দ অনুভব ক'র্‌বে।

সত্যবতী। (উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া) এঁ্যা, কে তোমরা? তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ গা? রাজবাড়ীতে যজ্ঞ দেখ্‌তে যাচ্ছ?

আমায় সেখানে নিয়ে চল না। আমি পথ চিন্‌তে পার্‌ছিনে, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

সুদেব। সুদর্শন! আর এখানে কেন বৃথা লাঞ্ছিত হওয়া! সত্যবতী পুনরায় উন্মাদিনী হ'য়েছে। চল, একে নিয়ে আমরা অন্যত্র গমন করি।

সত্যবতী। বটে! বটে! তোরা জহ্লাদ? রাজবাড়ীতে যাচ্ছিস্? আমার কুশধ্বজকে তোরা কেটে ফেল্‌বি?

সুদর্শন। মা!

সত্যবতী। আবার সেই পোড়া বুলি ধ'রেছিস্ কেন? আর কোন বুলি জানিস্‌নে বুঝি? আমার কুশী কেমন হরিবুলি ব'ল্‌তে জান্‌ত, প্রাণ জুড়িয়ে যেত। হরিবোলাপাখী আমার, সেই যে কোন্ দেশে, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে উড়ে পালাল, আর ফিরে এল না।

নিরঞ্জন। মায়ের এখন কিছু মাত্র জ্ঞান নাই! দাদা! এরূপ ক'রে মা আর বাঁচ্‌বে না।

সত্যবতী। চল্ দেখি একবার গঙ্গা স্নান ক'রে আসি। গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে প'ড়ে থাক্‌তে পার্‌লে, তবে আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

সুদেব। চল সত্যবতি! তাই চল।

সুদর্শন। আয় মা। গঙ্গা স্নানে যাই।

[ সত্যবতীর হস্ত ধরিয়া সুদর্শন এবং সুদেব ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।

নারদ। হরিদাস! তুমি এখন এক কাজ কর। তুমি অন্তরালে থেকে এদের গতি বিধি লক্ষ্য রাখ। গঙ্গাজলে কেহ যেন প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌তে না পারে। পরে যেমন যজ্ঞে আহুতি প্রদান হবে, অমনি সেই মুহূর্ত্তে এদের সকলকে যজ্ঞাগারে ল'য়ে উপস্থিত হবে। যাও, আর বিলম্ব ক'র না।

হরিদাস। যে আজ্ঞে। [ হরিদাসের প্রস্থান।

নারদ। (স্বগতঃ) হরি! দীননাথ! তোমার নারদের সমস্ত উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। যাই, এখন যজ্ঞস্থলে যাই। [ প্রস্থান।

---

## নবম দৃশ্য

### রাজপথ

ঝাড়ুওয়ালাগণ ও ঝাড়ুওয়ালীগণের প্রবেশ

### গীত

সকলে। দে, দে, ঝাড়ু ঝটাপট্ ঝট্।
ঝাড়ুওয়ালীগণ। কাম্ সার্‌কে ঘর্‌মে চল্, চটাপট্ চট্‌চটাপট্ চট্॥
ঝাড়ুওয়ালাগণ। মোদের ফুর্‌তি সে কাম্,
ঝাড়ুওয়ালীগণ। তোরা বড়ি বেইমান্,
ঝাড়ুওয়ালাগণ। আরে, কুস্থর হুয়া, কুস্থর হুয়া, এই মলি নাক্ কাণ্।
ঝাড়ুওয়ালীগণ। আবি, আওগে রাজা, দিবে সাজা,
বেত লাগাবে পটাপট্ পট্, পটাপট্ পট্॥
ঝাড়ুওয়ালাগণ। দে পানি থোড়া,
ঝাড়ুওয়ালীগণ। নেহি ধূলি ওড়া,
তেরা শির্ নিকাল যাবে
ঝাড়ুওয়ালাগণ। দিল্‌মে খুসী রবে,
ঝাড়ুওয়ালীগণ। এসি বাৎ মাৎ কিও,
ঝাড়ুওয়ালাগণ। আরে, মিঠা সরাপ্ পিও,
ঝাড়ুওয়ালীগণ। নেই ত, মারে গা ঝাড়ু, পিঠ্‌কা উপর,
ফটাফট্ ফট্, ফটাফট্ ফট্।

[ প্রস্থান।

# ক্রোড় অঙ্ক

যজ্ঞাগার

[ যজ্ঞোপকরণ সকল যথাস্থানে রক্ষিত, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড স্থাপিত ]

নারদ, কুশধ্বজ, রাজ-পুরোহিত ও সরলসিংহের প্রবেশ

সরলসিংহ। (স্বগতঃ) কে জানে আজ কোন্ দৃশ্য দেখাতে প্রয়াগে,
রজনীর অন্ধকার হ'য়েছে অন্তর।
প্রভাতের নবছবি হাসিতে হাসিতে,
কি জানি কি করে খেলা কে পারে বলিতে!
কে পারে জানিতে,
নিয়তির নীলাঞ্চলে ঢাকা,
ঘটনার কোন্ মূর্ত্তি আজি হবে প্রকাশিত!
নরমেধে স্বর্গ কি নরক,
এতদিন পরে,
সন্দেহের ঘোর কুহেলিকা,
মন হ'তে, হবে তিরোহিত।

পুরোহিত। (স্বগতঃ) তা দ্রব্যাদি যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, একেবারে প্রচুর! প্রচুর! স্বর্গীয় মহারাজের মৃত্যুর পর, যেমন রাজবাড়ী-মুখো আসা আমার বন্ধ হ'য়েছিল, তেমনি আজ তার সুদ সমেত আদায় করা যাবে। ব্রাহ্মণী এই সব জিনিস পত্র দেখ্‌লে, একেবারে অবাক্ হ'য়ে প'ড়্‌বে। এখন যাতে সত্বর সত্বর যজ্ঞটা সম্পন্ন ক'র্‌তে পারি, তার চেষ্টা দেখি।

নারদ। আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন? যজ্ঞ আরম্ভ করুন।

পুরোহিত। এই এখনই ক'র্‌ছি, কতক্ষণ লাগ্‌বে? মন্ত্রাদি সবই যখন

আমার রসনাগ্রে, তখন দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, যজ্ঞের আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে। (কুশীকে দেখাইয়া) এই ছেলেটী ত? তা বেশ, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত। নাক, চোখ, মুখ সবই সুন্দর। তা আপনি যখন এ কার্য্যের পরিচালক, তখন কি আর কোনও বিষয়ে অণুমাত্র ত্রুটী থাক্‌তে পারে? ভগবান্ করুন, এরূপ নরমেধ-যজ্ঞ, মাসে মাসে, এক একটা ক'রে হ'তে থাক্। আর মহাশয় তার কর্ম্মকর্ত্তা হ'য়ে সকল দেখুন শুনুন।

সরলসিংহ। এখন আপনি আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করুন। অন্যকথা ব'লে সময়-ক্ষেপ ক'র্‌বেন না।

পুরোহিত। ঠিক্ ব'লেছ বাবা, ঠিক্ ব'লেছ। সেনাপতি ভিন্ন এমন বুদ্ধিমানের কথা আর কে ব'ল্‌তে পারে? (স্বগতঃ সক্রোধে) এঁ্যা ব্যাটার আবার কথা বল্‌বার ভঙ্গিটা দেখে নাও! তোর কি রে ব্যাটা! আমি যজ্ঞে বসি বা না বসি, তাতে তোর কি রে বেল্লিক? এঃ—ব্যাটা যেন রাজার সাত পুরুষের পুষ্যিপুত্তুর।

কুশধ্বজ। ঠাকুর! আর কত দেরি?

নারদ। বেশী নয়।

কুশধ্বজ। আমার যে আর তর্ সইছে না, যত সত্বর তোমরা যজ্ঞে আগুণ দেবে, তত সত্বর আমার হরি এখানে আস্‌বেন। এতক্ষণ হয় ত বাড়ী থেকে রওনা হ'য়েছেন, কি বলেন ঠাকুর!

নারদ। হরি এখানে আস্‌বেন তোমায় কে ব'ল্‌লে!

কুশধ্বজ। আমার প্রাণে ব'ল্‌ছে নিশ্চয়ই আস্‌বেন। ঐ, ঐ শুনুন, কেমন রুণুঝুনু শব্দে নূপুর বাজ্‌ছে। ঐ যে আবার মিষ্টিসুরে কেমন মধুর বাঁশী বাজ্‌ছে! বাঁশীর স্বরে চারিদিক যেন ছেয়ে ফেল্‌ছে। ঠাকুর! শুন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি কিন্তু বেশ শুন্‌তে পাচ্ছি।

নারদ। তাই কর হরি! তাই কর! ভক্ত-বালকের কথা রাখ। নারদকে যেন কলঙ্ক-সাগরে ডুবাও না।

পুরোহিত। তবে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রদান করি! (অগ্নিদান)

বেগে উন্মত্তভাবে যযাতির প্রবেশ

যযাতি। জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ নরক-চিতা,
ধুধু ক'রে পুনঃ উঠ্ রে গর্জ্জিয়ে,
লক্ লক্ শিখা গগনের কোলে,
পুড়ে যাক্ বিশ্ব ভস্মস্তূপ রূপে।

নারদ। মহারাজ! কিঞ্চিৎকাল স্থির হ'য়ে থাকুন, আহুতি প্রদানের সময় উপস্থিত।

যযাতি। স্থির? আরও স্থির? বৃদ্ধব্রাহ্মণ! তোমার দেহ নিশ্চয়ই বজ্র দ্বারা নির্ম্মিত।

পুরোহিত। মহারাজ! আহুতির সময় অতিবাহিত হয়।

যযাতি। সকলেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত। সরল! তুমি এ নরকে কেন?

সরলসিংহ। মহারাজ! দৈবের উপর কারও হাত নাই।

নারদ। মহারাজ! আর অপেক্ষার সময় নাই। শুভ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'লে তখন পূর্ণাহুতি প্রদানে আর ফল হবে না।

যযাতি। (কুশীকে দেখিয়া)
একে রে বালক!
অস্ফুটন্ত কুসুম-কোরক!
কিবা চারু মুখ-শশধর!
নবনী-নিন্দিত-তনু অতি মনোহর।
কোন্ অভাগিনী হায়!
হেন রত্নে ধরিয়ে উদরে,
না মিটিতে নয়নের তৃষা,

হারাইল হেন নিধি জনমের তরে ?
দেখ সরল !
কি সরল মুখ-ছবি ।
অপলক নেত্রদ্বয় ;
জ্ঞানহারা শিশু,
যজ্ঞ-বহ্নি দিকে,
একদৃষ্টে র'য়েছে চাহিয়া ।
কিম্বা হায় !
ভয়ে প্রাণ গিয়েছে উড়িয়া ।
মরি ! মরি ! কাররে বাছনি তুই ?
আয় তোরে কোলে করি শিশু ! ( কোলে করিতে উদ্যোগ )

কুশধ্বজ। না, আমি আর কোলে উঠ্‌ব না। আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়্‌ব, দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাব। তবে এ সময়ে যদি, একবার আমার মাকে দেখ্‌তে পেতেম, তাহ'লে জন্মের মত মায়ের কোলে ব'সে যেতেম। মা আমাকে দিন রাত কোলে ক'রে রাখ্‌ত।

যযাতি। শোন যত নিষ্ঠুর পাষাণ !
যতই কঠিন হও,
তথাপি বিদীর্ণ হবে হৃদয় সবার ।
না, না, দিব না, দিব না দিতে—
আহুতি বালকে ।
রক্ত-মাংস-উপাদানে গঠিত এ দেহ,
হেন নিষ্ঠুরতা না পারি সহিতে ।
হে দেবর্ষে ! কৃতাঞ্জলি মম,
প্রজ্বলিতযজ্ঞ-বহ্নি করি গো নির্ব্বাণ ।
নরমেধ হবে না পূরণ ।

এস কোলে ব্রাহ্মণ-কুমার !
তব মাতৃকোলে তোমা করি গে অর্পণ।
( কুশীকে কোলে করিয়া গমনোদ্যোগ )

নারদ। ( হস্ত ধরিয়া ) সাবধান মহারাজ।
প্রতি পদে, প্রতি কার্য্যে,
হেন বাতুলতা নাহি শোভা পায়।
নরমেধ মহাযজ্ঞ ছেলেখেলা নয়।
মন্ত্রপূত যজ্ঞ-বহ্নি ঐ ;
পূর্ণাহুতি বিনা কিছুতেই না হবে নির্ব্বাণ।
তাই বলি, বাতুলতা কর পরিহার।
পরিত্যাগ কর কুশধ্বজে।
পূর্ণাহুতি হইবে সমাধা।

যযাতি। ( সভয়ে কুশীকে নামাইয়া স্বগতঃ )
শৃঙ্খলিত কারাবাসী সম,
ইচ্ছামত এক পদ না পারি চলিতে।
আমি পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা,
কিন্তু নারদের কাছে যেন যন্ত্রপুত্তলিকা।
কিছুমাত্র নাহি স্বাধীনতা।
কি শক্তি-প্রভাবে যেন,
করিয়াছে মোরে হেন অচৈতন্য জড় !

নারদ। কুশধ্বজ ! আর কেন বিলম্ব ক'র্‌ছ ? ঐ যজ্ঞকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান কর।

যযাতি। পদে ধরি তপোধন !
রাখ মোর একটি প্রার্থনা।
বিপ্রশিশু ল'য়ে কর বলিদান,

অথবা—তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে কর শতখান,
কিম্বা দাও অনলে আহুতি ;
কিছুমাত্র তাহে বাধা নাহি দিব।
কিন্তু রাখ মোর একটি প্রার্থনা।
এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হ'তে,
দেহ মোরে ক্ষণমাত্র অবসর।
থাকি গিয়ে অন্তরালে লুক্কাইত ভাবে।
না পারিবে নয়ন আমার,
হেন হত্যা করিতে দর্শন।

নারদ। বিলক্ষণ, যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সময়ে স্বয়ং যজ্ঞকর্ত্তা উপস্থিত থাক্‌বেন না ? তা কি কখন হ'তে পারে ? মহারাজ ! আপনি মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে এখানে অবস্থান করুন, চক্ষের নিমেষে, পূর্ণাহুতি প্রদান করা হ'য়ে যাবে।

যযাতি। হায় ! হায় ! কোনরূপে কিছুতেই অব্যাহতি নাই ! কি করি ? হৃদ্‌পিণ্ড যে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। না, না, পার্‌ব না—পার্‌ব না, কিছুতেই এ লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন ক'র্‌তে পার্‌ব না। যা, দর্শন-শক্তি ! চিরদিনের মত বিলুপ্ত হ'য়ে যা। স্নেহ, মায়া, মমতা, এ সকলই আমায় পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর। এস, এস, শতবজ্র ! এস, তোমাদের দ্বারা এ হৃদয়কে নূতনভাবে গঠিত করি।

সরলসিংহ। ( স্বগতঃ ) না, মহারাজের এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। উপায় নাই। যেখানে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি প্রবেশ ক'র্‌তে অসমর্থ, শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব যেখানে শক্তিলাভে পরাঙ্মুখ, এমন দুর্জ্ঞেয় সমস্যাপূর্ণ স্থানে, এখন আমরা উপস্থিত। ধর্ম্ম ! তোমার সূক্ষ্ম গতি, অজ্ঞান আমরা, নিরূপণ ক'র্‌তে পারি না। তবে পরিণামে যেন ধর্ম্মের জয়-ঘোষণা ক'র্‌তে পারি।

নারদ। কুশধ্বজ!

কুশধ্বজ। আজ্ঞে।

নারদ। ঠিক সময় উপস্থিত, বিলম্ব ক'র না।

কুশধ্বজ। (করযোড়ে) গীত।

হরি বল্ বল্ রে মন আমার।
যদি সুখে হ'বি ভব-পার,
হরিনামের ভেলা, সঙ্গে নেনা, থাক্‌বে না ভাবনা আর॥
সাঙ্গ হ'লরে খেলা,
ঘুচ্‌লে ভবের লীলা,
ফুরালরে এতদিনে মা বোল বলা,
এবার কোথা হ'তে কোথা যাব,
ছাড়িয়ে ভব-সংসার॥

(যজ্ঞকুণ্ডে ঝম্প প্রদান)

যযাতি। যাই, যাই, আমিও যাই। (অগ্নিতে পতনোপক্রম)

সরলসিংহ। করেন্ কি! করেন্ কি মহারাজ! (বাধা প্রদান)

যজ্ঞকুণ্ড হইতে কুশধ্বজকে কোলে করিয়া সহসা কৃষ্ণের উত্থান
হরিদাস সহ সুদেবশর্ম্মা, সত্যবতী, সুদর্শন ও
নিরঞ্জনের প্রবেশ

সত্যবতী। কৈ? কৈ? আমার কুশী কৈ? (যজ্ঞানল নির্ব্বাণ)

হরিদাস। ঠিক হ'য়েছে ঠিক হ'য়েছে,
শেষের দুঃখে জমা র'য়েছে।
ঠাকুর তোমায় নমস্কার, (নারদকে প্রণাম)
সকল ধাঁধাঁ কাট্‌লো এবার।
বুঝ্‌লেম তুমি নয়কো সোজা,
খুব শক্ত তোমায় বোঝা।
আগের খেলায় কাঁদাও বটে,

শেষের খেলায় হাসি ছোটে।
আদি অন্ত দেখে যে,
তোমার ফিকির বোঝে সে।
কেমন, এক সুতোয় সব গেঁথে ফেলে,
এক স্থানেতে নিয়ে এলে।
যে, যা চায় সে তা পেলে,
এক সঙ্গেই সব গেল মিলে।
ভাবের ঘরে ভাব রইল,
অভাব-ঘরে শূন্য প'ড়্‌ল।

অদূরে নহুষের দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব

নারদ। ঐ দেখুন মহারাজ! আপনার পিতৃদেব মহাত্মা নহুষ, প্রেত-মূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে, দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নিত্যধামে গমন ক'র্‌ছেন।

নহুষ। যযাতিরে! ধন্য পুত্র তুই।
তুই মোরে এতদিনে করিলি উদ্ধার!
করি আশীর্ব্বাদ—
চিরদিন যেন ধর্ম্মপথে মতি থাকে তব।
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ"।

(কৃষ্ণকে প্রণাম ও অন্তর্দ্ধান)

নারদ। ধন্য, সাধু পুরুষ সুদেব! যদিও তুমি সামান্য দরিদ্র, কিন্তু তোমার গৃহে যে, পরম ধন বিদ্যমান, সে ধনের কাছে অন্য সমস্ত ধনই তুচ্ছ। প্রাণপণে, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছিলে ব'লেই আজ সেই মহাসাধনের ধন, সম্মুখে দর্শন ক'র্‌তে পার্‌লে। মা সত্যবতি! তোমার রত্নগর্ভে যে অমূল্য রত্ন রক্ষা ক'রেছিলে, সেই রত্ন হ'তে কেবল তুমি নও মা! আমরা সকলেই ঐ গোলোকের রত্নকে নয়ন

ভ'রে দর্শন ক'র্‌তে পেলেম। মহারাজ যযাতি! আর কেন? তোমার অকপট সরল হৃদয়ের সরলতাগুণে, আজ শেষের বন্ধু জগদ্বন্ধুকে প্রাপ্ত হ'লে। এখন তুমি সংসার-মুক্ত পুরুষ। আর পাপ তাপ তোমার ছায়াও স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না। প্রভুভক্ত সরল-বিশ্বাসি সরলসিংহ! তোমার প্রভুভক্তি জগতে উজ্জ্বল আদর্শ হ'য়ে রইল।

যযাতি। ধন্য আমি এতদিন পরে।
উদ্ধারিতে এ মহা পাপীরে,
দেবর্ষি প্রধান!
নরমেধ হেতু করি, দেখাইলে মুক্তির দুয়ার।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

কৃষ্ণ। এলে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। দাও কোলে কুশীকে আমার। (কোলে করণ)।

নারদ। নারায়ণ। সব সাধই পূর্ণ হ'ল। কিন্তু—

কৃষ্ণ। বুঝেছি নারদ! তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। এস লক্ষ্মী! যুগলরূপে ভক্তগণকে চরিতার্থ করি।

লক্ষ্মী। যাও বাবা কুশি! তোমার মায়ের কোলে যাও।

(কুশীর মায়ের কোলে গমন)

(রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি)

দেববালকগণ ও দেববালাগণের প্রবেশ

গীত।

আঁধারে জ্বলিল আলোক উজল।
রূপের কিরণে ভুবন ঝলমল॥
বিষাদে হাসি রাশি, শোভিল দশদিশি,
ঘুচিল দুঃখ-তামসী, সুখ-শশী উদিল।
ভাতিল পুরন-গগনে,
রবির কিরণ বিমল॥

যবনিকা পতন